উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কথায় সময় বাড়ায়নি » ৫

হোয়াটসঅ্যাপে চাই সক্রিয় সিম
কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও ব্যবহারকারীকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই একটি সক্রিয় সিম কার্ড যুক্ত করতে হবে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৭°	১৫°
জলপাইগুড়ি	২৭°	১৫°
কোচবিহার	২৭°	১৬°
আলিপুরদুয়ার	২৭°	১৫°

যদি সংকল্প থাকে তবে সাফল্য নিশ্চিত » ৭

শিলিগুড়ি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 1 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 192

বিরাট লাফ।। ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৫২তম শতরান করে কামব্যাক কোহলির। রাঁচিতে রবিবার।

অবাঙালি নাম ছাঁটাইয়ের শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : কেউ বলছে, এসআইআর-এর জেরে শিলিগুড়ি বিধানসভায় প্রায় ৩০ হাজার ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। কেউ কয়েক ধাপ এগিয়ে বলছে, ৭০ হাজার ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। সংখ্যাটা যা-ই হোক না কেন, বেশ কয়েক হাজার ভোটারের নাম যে বাদ যাবে, তা প্রায় নিশ্চিত। নেপথ্যে বিহারের ভোটাররা। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের নির্বাচন আধিকারিক বিপ্লব চক্রবর্তীর সাবধানি মন্তব্য, 'চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এসংক্রান্ত সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।'

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রচুর ভোটার মূলত বিহারের বাসিন্দা। এতদিন এরাজ্যের পাশাপাশি বিহারের ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল। দু'জায়গাতেই তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন। কিন্তু এবার এসআইআর-এ তাঁদের নামগুলি কাটা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ যাবে বলে নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'মৃত, স্থানান্তরিত ধরে প্রায় ৭-৮ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। তবে, সেটা ৩০ হাজারে পৌঁছাবে বলে মনে হয় না। আমরাও দলের তরফে প্রক্রিয়ার সমস্ত তথ্য ও হিসেব নিজেদের কাছে রাখছি।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, 'পাহাড়-সমতল মিলিয়ে দার্জিলিং লোকসভায় প্রায় ৭০ হাজার নাম বাদ যেতে পারে বলে আমাদের কাছে প্রাথমিক হিসাব রয়েছে।'

নির্বাচন দপ্তরের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী শিলিগুড়ি বিধানসভার মোট ভোটার সংখ্যা ২,৩৯,৩৫৫। মোট বুথ রয়েছে ২৪৫টি। আগামী বিধানসভা ভোটে ১৬টি বুথ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছ থেকে নির্বাচন দপ্তর যে তথ্য পেয়েছে তাতে ১, ৩, ৪, ৫ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডেই সবচেয়ে বেশি নাম বাদ যাবে। এর মূল কারণ, এই ওয়ার্ডগুলিতে বিহারের প্রচুর মানুষ বসবাস করেন।

তাঁরা রুজিরুটির জন্য শিলিগুড়িতে সংসার পেতেছেন। তবে বিহার থেকে পুরোপুরি শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত হননি। তাঁরা গত ১০-১২ বছরে এখানকার ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। আধার কার্ড সহ অন্য নথিপত্রও বানিয়েছেন। আবার বিহারের ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম রয়ে গিয়েছে। বিহারের চলতি বছরে সর্বশেষ যে এসআইআর হয়েছে সেখানেও তাঁদের নাম রয়েছে।

এই সমস্ত ভোটারের নাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাদ যাবে বলে নির্বাচন দপ্তর জানিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, প্রায় আট হাজার নাম বাদ যেতে পারে শুধু ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই। ভোটার তালিকার কাজে জড়িত সরকারি কর্মী এবং রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, শহরের এই ওয়ার্ডেই সবচেয়ে বেশি বিহারের মানুষ বসবাস করেন। এসআইআর-এ তাঁদের নামে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে তথ্য নেওয়া হয়েছে, তাতে এই ভোটাররা বিহারেই নিজের নাম রাখতে চাইছেন।

এঁদের অনেকে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেখানে ২০০২ সালের তথ্য এবং আত্মীয়ের তথ্যের জায়গায় ফাঁকা রয়েছে। অনেকে আবার ফর্ম পেলেও তা পূরণ করে জমা দেননি। কেউ কেউ বিএলও-কে স্পষ্ট করে জানিয়েই দিয়েছেন যে, 'বিহারে ভোট দিয়ে এলাম। ওখানেই নাম রাখব।' বিএলও-রা বলছেন, এনুমারেশন ফর্ম ইস্যু হওয়া ভোটারদের ফর্ম অসম্পূর্ণ, জমা না হওয়া বা কোনও সমস্যা থাকলে নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হবে। সেখানে নথিপত্র পেশ করতে না পারলে নাম বাদ যাবে।

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। বলেছেন, 'আমাদের ওয়ার্ডে প্রচুর ভোটারের নাম বাদ যাবে। এখানে অনেকেই বিহারের ভোটার। আবার বহু মানুষ এখানে ভাড়া থাকেন। যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। আমার ধারণা ৬০০০-৬৫০০ নাম বাদ যেতে পারে।'

নির্বাচন দপ্তর জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত যত ফর্ম আপলোড হয়েছে তার নিরিখে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলায় ৬ শতাংশের মতো ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়েছে। তবে সঠিক হিসাব পেতে অপেক্ষা করতে হবে।

বাদের কারণ

- ১, ৩, ৪, ৫ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডেই সবচেয়ে বেশি নাম বাদ যাবে
- বিহারের প্রচুর মানুষের বসবাস এই ওয়ার্ডগুলিতে
- রুজিরুটির জন্য শিলিগুড়িতে সংসার পেতেছেন তাঁরা
- এরাজ্যের পাশাপাশি এতদিন বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম ছিল
- দু'জায়গায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন, এসআইআর-এ নামগুলি কাটা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা

সাফল্য দাবি তৃণমূলের

সময়সীমা বাড়ল এসআইআর-এর

দিন বদলের সূচি

	আগের সময়	পরিবর্তিত সময়
এনুমারেশন ফর্ম জমা	৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত	১১ ডিসেম্বর
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	৯ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর
খসড়ায় আপত্তি জানানো	৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি	১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি
অভিযোগের নিষ্পত্তি	৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি	১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৭ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : একদিকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে তাড়াহুড়ো হচ্ছে বলে বিতর্ক। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে একের পর এক বিএলও'র অসুস্থতা, মৃত্যু ও আত্মহত্যায় কাজের চাপের অভিযোগ। এই আবহে এসআইআর-এর সময়সীমা পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। রবিবার ছুটির দিনেই কমিশন জানিয়েছে, ৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর জন্য আরও এক সপ্তাহ সময় বাড়ানো হল।

ফলে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আর এনুমারেশন ফর্ম জমা না দিলেও চলবে। এত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম জমার সময় পাওয়া যাবে। আগের নির্দেশিকা অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ছিল ৯ ডিসেম্বর। সেই দিনটিও পিছিয়ে ১৬ ডিসেম্বর করা হয়েছে। বদলে গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ। ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ওই তারিখ ধার্য হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এসআইআর-এর সময়সীমা এভাবে পিছিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য নির্বাচন কমিশন দেয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনাকে নিজের নিজের সাফল্য বলে প্রচার করছে। তৃণমূলের দাবি, তাদের দলের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'প্রমাণিত হল যে, তৃণমূল এতদিন ধরে যা বলছিল, তা যুক্তিগ্রাহ্য। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হল।'

যদিও কমিশনের ওপর চাপ বাড়ানোয় কোনও ঢিলে দিচ্ছে না তৃণমূল। চন্দ্রিমার কথায়, 'তাড়াহুড়োয় কাজ করতে গিয়ে যে ৪০ জনের মৃত্যু হল, তার দায় কে নেবে?' ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য, 'আমরা বারবার বলেছি, এই কাজ ২ মাসে হয় না। আজ কমিশন সময়সীমা বাড়িয়ে দিল। আমাদের তো মনে হচ্ছে, কমিশন নিজস্ব সিদ্ধান্তে নয়, বিজেপির কথায় সব করছে। এই কমিশন নিরপেক্ষ নয়।'

বিজেপি এই প্রসঙ্গে কিছুটা রক্ষণাত্মক অবস্থানে।

এরপর দশের পাতায়

হাসপাতালে রক্ষীর চেয়ারে পড়ে শিশু

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে দিন ১৫ আগে এক সদ্যোজাতকে খুবলে খেয়েছিল পথকুকুর। তার রেশ এখনও কাটেনি। তারই মাঝে ফের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে নিরাপত্তারক্ষীর চেয়ারে আট মাসের এক অজ্ঞাতপরিচয় শিশুকে পাওয়া গেল। সাধারণ জামা পরা অবস্থায়। কোনও বাড়তি কাপড়ও ছিল না। শিশুটিকে কেউ রেখে চম্পট দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এনিয়ে গতকাল হাসপাতালে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রীতিমতো প্রশ্নের মুখে। এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে মোড়া সুরক্ষা ব্যবস্থাও যে এখন তেমন কাজ করছে না তা এই ঘটনাতেই বোঝা যাচ্ছে।

প্রশ্ন যেখানে

- ইসলামপুর হাসপাতাল বাইরে-ভেতরে সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া
- হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আলাদা করে সিসিটিভি রয়েছে
- কারা চেয়ারে শিশুটিকে রেখে চলে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- তাহলে কি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি এখন তেমন কাজ করছে না

এই পরিত্যক্ত শিশুর মা হিসেবে শনিবার দুই মহিলা নিজেকে দাবি করলেও পরবর্তীতে তাঁদের আর দেখা মেলেনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেওয়ার পাশাপাশি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকেও জানিয়েছে। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিশুটিকে ভর্তি করা হয়েছে। সঙ্গে তিনি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ইসলামপুর হাসপাতালের বাইরের এবং ভেতরের চত্বর সিসি ক্যামেরায় মোড়া। জরুরি বিভাগে আলাদা করে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কারা নিরাপত্তারক্ষীকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর চেয়ারে শিশুকে রেখে চলে গেল তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে, ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তারক্ষী কোথায় ছিলেন? শিশুটিকে নিয়ে কারা জরুরি বিভাগে রেখে গেল তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করছে কেন? সম্প্রতি শহরে শিশুর শরীর কুকুর খুবলে খাওয়ার পরেও খোদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এমন ঘটনা ঘটে কী করে?

হাসপাতাল চত্বরে রোগীদের ভিড়ের মধ্যে গতকাল শিশু উদ্ধারের পর যে দুই মহিলা ওই শিশুর দাবিদার হিসেবে এসেছিলেন তাঁরা মূলত বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। ইসলামপুর শহরের ইসমাইল চকে অস্থায়ীভাবে বাস করেন। এক মহিলার দাবি ছিল, 'শিশুর সর্দিজ্বর হয়েছে।' অপরজনের দাবি ছিল, 'শিশুকে চোখের ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন।'

ওষুধ আনার সময় শিশুকে ওই চেয়ারে রেখে দোকানে গিয়েছিলেন। কোলের শিশুকে ওইভাবে ফেলে কেউ যেতে পারে? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে ওই দুই মহিলা কেটে পড়েন।

খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। স্বাস্থ্য প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'এই ধরনের ঘটনায় অবাঞ্ছিত শিশুদের এই কায়দায় ফেলে যাওয়ার ঘটনার নজির রয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এইভাবে শিশুকে ফেলে যাওয়ার ঘটনায় আমরাও হতভম্ব।'

রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া বাচ্চাটি হাসপাতালের শিশু বিভাগেই ভর্তি রয়েছে। বর্তমানে সে সুস্থ বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এরপর দশের পাতায়

মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ২ হাতির

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মাসদুয়েকের মধ্যে আবার ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে মংপংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। আর রবিবার ভোরে মালগাড়ির ধাক্কায় দুটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। খলাইগ্রাম নামাপাড়া এলাকায় সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল ও একটি মাকনা। ৫টি হাতির একটি দল খলাইগ্রাম স্টেশনের কাছের রেললাইনের ৭৩/৭ ও ৭৩/৮ নম্বর পিলারের মাঝে রেললাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যেই ৩ জনকে ট্রেন ধাক্কা মারে।

স্থানীয় ও রেল সূত্রে খবর, ভোর ৪.০২ মিনিটে ডাউন মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমে তিনটি হাতি জখম হয়। তাদের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে গিয়ে মৃত্যু হয় দাঁতালটির। আর মাকনাটি ছিটকে রেললাইনের পাশে নীচে পড়ে যায়। সেটিকে উদ্ধারের পর চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। জখম হাতিটি মোরাঘাট জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, 'দু'দিন আগে দলগাঁওয়ের জঙ্গল থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকে ঢুকে

এরপর দশের পাতায়

আহত হাতিকে উদ্ধারের চেষ্টা বন দপ্তরের। মৃত হাতিকে ঘিরে ভিড় (ইনসেটে)। রবিবার ধূপগুড়ির খলাইগ্রাম নামাপাড়ায়।

সময়ের কথা

ভুল বৃত্তে কিশোরীরা, স্কুল-সমাজের দায়িত্ব অনেক

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

'ম্যাম, আগের পরীক্ষাগুলো দিইনি। অ্যানুয়ালটা দিতে পারব তো?' ক্লাস এইটে ওঠার পর টানা প্রায় দশ মাস একদিনও স্কুলে না আসা রমিতাকে দেখে অবাক হই। এই সময়ের মধ্যে স্কুলের রেকর্ডে থাকা তার ফোন নম্বরে তাকে পাওয়া যায়নি। সহপাঠীরা কেউ সঠিক খবর দিতে পারেনি। একবার তার এলাকার একজনের কাছে খবর নিতে গিয়ে জানা গিয়েছিল সে এখন আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। হঠাৎ এতদিন পর সে ফের হাজির! প্রায় ঘণ্টাখানেক কথায়, আদরে-ভালোবাসায়, কিছুটা বকুনিতে যে তথ্য উদ্ধার হয়েছিল, তার মর্মার্থ এই যে, সে প্রেমিকের হাত ধরে চলে গিয়েছিল অসমে। তারপর বিবাহিত ছেলেটির সংসারে গিয়ে মোহমুক্তি ও বাড়িতে যোগাযোগের পর অনেক ঝামেলা সেরে সে ফিরেছে ঘরে। ছাত্রীটির আকুল কান্নায় শিক্ষিকারা বিচলিত তখন। স্বস্তি পেয়েছিলাম যে আরও গুরুতর কিছু ঘটেনি তার সঙ্গে।

স্কুলের বাইরে ছিলেন তার মা। নিতান্ত ঘরোয়া কুণ্ঠিত মা-কে তিরস্কার করা হয়, কেন স্কুলে ঘটনাটা জানানো হল না! মা বলেছিলেন, মেয়ে প্রথমে জানিয়েছিল যে তার প্রেমিক অবস্থাপন্ন, চাকরি করে, সে ভালো আছে। ছবিও পাঠিয়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে আলাপের সূত্র সামাজিক মাধ্যম! রমিতার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা লিপিকা একই কারণে পালিয়েছিল প্রতিবেশী রাজ্যে।

এরপর দশের পাতায়

কমলাসুন্দরীর প্রেমে 'স্বপ্নভঙ্গের' আশঙ্কা

সমস্ত চকচকে বস্তু যেমন সোনা হয় না, তেমন পাহাড়ি রাস্তার ধারে কিংবা শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ঢাল করে বিকোনো সব কমলালেবুই দার্জিলিংয়ের নয়। অনন্য স্বাদ আর গন্ধের জন্য এর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সেই সুযোগ নিয়েই দেদারে বিকোচ্ছে ভিনরাজ্যের ফল।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে শীত। পেটপুরে মধ্যাহ্নভোজনের পর নরম রোদে পিঠ দিয়ে কিংবা দুপুরে ভাতঘুমের পর অলস বিকেলে কমলালেবু ছাড়া ব্যাপার ঠিক জমতে চাইছে না।

খোসা ছাড়িয়ে একটি একটি করে কোয়া মুখে পুরতেই দু'চোখ যেন বুজে আসে। যদি আপনার ভালোমানের কমলালেবু চেনার ক্ষমতা না থাকে, তবে কিন্তু টক স্বাদে জড়িয়ে আসবে জিভ। আর চিনে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে।

কিন্তু, সাধু সাবধান। সমস্ত চকচকে বস্তু যেমন সোনা হয় না, তেমন পাহাড়ি রাস্তার ধারে কিংবা শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ঢাল করে বিকোনো সব কমলালেবুই দার্জিলিংয়ের নয়। অনন্য স্বাদ আর গন্ধের জন্য এর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সেই সুযোগ নিয়েই দেদারে বিকোচ্ছে ভিনরাজ্যের ফল।

ক্ষতি কী? আসুন দিনকয়েক আগেকার একটি ঘটনা বলি। দুপুরবেলায় পাহাড়ি পথের ধারে কমলালেবুর পসরা সাজিয়ে বসে কয়েকজন মহিলা। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের রাস্তায় এমন ছবি হামেশাই চোখে পড়বে। একটি চারচাকার ছোট গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল এক খুদে, 'বাবা দ্যাখো দার্জিলিংয়ের কমলালেবু!' গাড়ি থামিয়ে দরদাম করে এক কেজি কিনল খিদিরপুর থেকে আসা পর্যটকের দলটি।

পাহাড়ের রাস্তার দু'ধারে কমলালেবুর পসরা। -সংবাদচিত্র

সেই দলের একজন দিলীপ তালুকদার। সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে একটির খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরতেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন, 'হে রাম! এর তো কোনও স্বাদই নেই। কিন্তু আমি যে শুনেছি...।'

প্রতিবেদককে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি লোকাল? দার্জিলিংয়ের কমলালেবু কি এখন টক হয়ে গিয়েছে? কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগল।'

এরপর দোকানিকে চেপে ধরতেই তিনি স্বীকার করলেন, 'সিটং, তিস্তাভ্যালির কমলালেবুর সঙ্গে বাইরের কমলালেবু মিশিয়ে বিক্রি করছি। সবাই তো এভাবেই ব্যবসা করছেন।'

'এটা অন্যায়', বললেন সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা ডঃ স্যামুয়েল রাই।

এরপর দশের পাতায়

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল এলাকা সংলগ্ন লোকালয়ে প্রায়ই হাতির দেখা মিলছে। রবিবার সকালে জটেশ্বরের হাসপাতালপাড়ার এক বধূ অল্পের জন্য হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। বন দপ্তর এমন আক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিলেও তা অনেকসময়ই কাজে আসে না। অন্যদিকে, এদিন ধূপগুড়ি ও মহানন্দা অভয়ারণ্যে দুই হাতির মৃত্যুতে যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে তাতে দেশের মধ্যে বাকি জোনগুলিকে পেছেনে ফেলে শীর্ষে রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

শুঁড়ের গুঁতোর আগেই ঘরে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৩০ নভেম্বর : অন্যান্য দিনের মতোই রবিবার বাড়ির সামনের গলির মুখ এবং তুলসীতলা ঝাঁট দিচ্ছিলেন জটেশ্বরের হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা প্রতিমা ভদ্র। সময় সকাল ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিট। হঠাৎ প্রতিমা দেখেন রাস্তার ওপর একটা দাঁতাল দাঁড়িয়ে। দাঁতালটি হঠাৎ প্রতিমাকে তাড়া করে গলির ভেতর ঢুকে পড়ে। হাতি এসেছে, হাতি এসেছে বলে চিৎকার করতে করতে প্রতিমা দৌড়াতে থাকেন। দাঁতালটিও পিছু নেয়। কোনওমতে কোলাপসিবল গেট খুলে প্রতিমা বাড়িতে ঢুকে পড়েন। বরাতজোরে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে প্রতিমা বেঁচে যান। যদিও ভয়ের চোটে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রতিমা মেঝেতে পড়ে গিয়ে চোট পান। তাঁকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রতিমা ভদ্রর বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড়।

আতঙ্কের চোটে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রতিমা বাড়ি না ফিরে ধূপগুড়ির হাসপাতালপাড়ায় তাঁর মেয়ে ঝুমা ভাওয়ালের শ্বশুরবাড়িতে চলে যান। প্রতিমা বলেন, 'এদিন সকালে ঝাড়ু হাতে গলির মুখে যেতেই দেখি রাস্তা দিয়ে একটা দাঁতাল যাচ্ছে। হাতি দেখেই আমি দৌড়ে পালাই। দাঁতাল যে আমার পিছু নেবে সেটা ভাবিনি। মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় ভীষণ চোট পেয়েছি।'

এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ মালসাগাঁও হয়ে দাঁতালটি গুয়াবরনগর পলাশপুল এলাকায় আসে। হাতি দেখে স্থানীয়রা চিৎকার শুরু করেন। এরপর জটেশ্বর বাজার হয়ে হাতিটি কলেজ মোড় এলাকায় একটা বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল ভেঙে দেয়। এরপর হাতিটি হাসপাতালপাড়া হয়ে হেদায়েতনগরে যায়। তারপর দাঁতালটি দলগাঁও বস্তিতে যায়। সন্ধেবেলা দাঁতালটিকে জঙ্গলে ফেরান মাদারিহাট বন দপ্তরের কর্মীরা।

২০২২ সালে দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি জটেশ্বরের ধ্যানারপুল এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শেষ কবে হাতি এসেছিল প্রবীণ বাসিন্দারাও সেটা মনে করতে পারছেন না। লোকালয়ে এভাবে হাতি হানা দেওয়ায় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। কীভাবে দলছুট এক দাঁতাল জনবসতিতে ঢুকে পড়ল সেটা স্থানীয়রা বুঝতে পারছেন না। প্রতিমার বাড়ির গলি এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন।

হাতির হানা নিয়ে প্রতিমার জা কাকলি ভদ্র বলেন, 'প্রতিদিনের মতো রবিবারও আমার জা বাড়ির সামনের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিল। সেই সময় হাতি সামনে চলে আসে। আমার জা হাতি দেখে ভয়ে চিৎকার শুরু করে। ভাগ্যিস বাড়ির গেট খোলা ছিল, তাই অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচল।' তিনি যোগ করেন, 'আমরা এখনও আতঙ্কে আছি। সারাদিন বাড়িতে কারুর খাওয়াদাওয়া হয়নি।'

প্রতিমার স্বামী গৌরগোপাল ভদ্র বলেন, 'মাইক্রো সেকেন্ডের ব্যবধানে আমার স্ত্রী বেঁচে গিয়েছেন। ঠাকুর ওকে রক্ষা করেছেন।'

আতঙ্ক

- ভোর পাঁচটা নাগাদ মালসাগাঁও হয়ে দাঁতালটি গুয়াবরনগর পলাশপুল এলাকায় আসে
- এরপর জটেশ্বর বাজার হয়ে হাতিটি কলেজ মোড় এলাকায় একটি বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল ভাঙে
- তারপর হাতিটি হাসপাতালপাড়া, হেদায়েতনগর হয়ে দলগাঁও বস্তিতে যায়
- সন্ধেবেলা এই দাঁতালকে জঙ্গলে ফেরান মাদারিহাটের বন দপ্তরের কর্মীরা

উত্তর-পূর্ব রেলপথে ডেথ জোন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রবিবার ধূপগুড়ি ও মহানন্দা অভয়ারণ্যে দুই হাতির মৃত্যুতে উঠে এসেছে পরিসংখ্যান। ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুতে দেশের বাকি জোনগুলিকে পিছনে ফেলেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যৌথ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক এবং ভারতীয় রেল। সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন রাজ্যের বন দপ্তর। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় রেলের অন্য বিভাগগুলির মধ্যে অসম, ওড়িশার মতো বন্যপ্রাণ সংবলিত রাজ্য থাকলেও দুর্ঘটনায় হাতির মৃত্যুতে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। শুধু ডুয়ার্সের এলিফ্যান্ট করিডর নয়। তার বাইরেও ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু হচ্ছে, তা এই সংখ্যায় স্পষ্ট।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অন্তর্গত এলাকায় ২০১৫ সালে ৯টি, ২০১৬ সালে ৯টি, ২০১৭ সালে ১০টি এবং ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৯টি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এই চার বছরে এই জোনে হাতিমৃত্যুর সংখ্যা মোট ৩৭। অন্যদিকে, এই চার বছরে রেলের সাউথ-ইস্টার্ন জোনে মোট ১৩টি, ওয়েস্ট-সেন্ট্রাল এবং সাউথ-ইস্ট সেন্ট্রাল জোনে হাতিমৃত্যুর সংখ্যা ১২ করে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে সাউথ-ইস্টার্ন, ওয়েস্ট-সেন্ট্রাল এবং সাউথ-সেন্ট্রাল জোনে ট্রেনের ধাক্কায় ৩ থেকে ৪টি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। তখন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এলাকায় ৫টি হাতির মৃত্যু হয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। গতি নিয়ন্ত্রণ, লাইনের দু'পাশে ঝোপঝাড় সাফ, কিছু জায়গায় বেড়া দেওয়া, হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস ও র‍্যাম্প তৈরি এবং ট্র্যাকে ডিভাইস সেন্সর বসিয়েছে রেল। এছাড়া রেলের কন্ট্রোল রুমে বনকর্মীরা উপস্থিত থেকে সমন্বয় রাখছেন।

এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে আগে থেকে খবর আদানপ্রদান হলে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।' স্পোর নামে আরেক সংগঠনের সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বলেছেন, 'নগরায়ণের সঙ্গে উত্তরবঙ্গজুড়ে এখন বহু হাতির করিডর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেড়েছে রেললাইন। রবিবার ধূপগুড়ির যেখানে হাতির মৃত্যু হয়েছে সেই এলাকা এলিফ্যান্ট করিডরের মধ্যে পড়ে না। তাই ট্রেন গতি নিয়ন্ত্রণ করেনি। তবে চালকের নজর করা উচিত ছিল।'

জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'ধূপগুড়ির এই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা এলিফ্যান্ট করিডরের মধ্যে পড়ে না। ফলে গতি নিয়ন্ত্রণে ছিল না।' যদিও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ডুয়ার্সের জঙ্গলপথের বাইরে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি রুটের লাইনেও সতর্কতার সঙ্গে ট্রেন চালানোর লিখিত আবেদন করা হবে।' উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, ডুয়ার্স এলাকায় সব লাইনের ধারে ডিভাইস বসানোর আবেদন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, নাগরাকাটা থেকে মাদারিহাট পর্যন্ত ট্র্যাকে সেন্সর বসানোয় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু আটকানো গিয়েছে। বাকি এলাকায় সেন্সর বসানোর কাজ দ্রুত শুরু হবে।

তথ্যে আশঙ্কা

- যৌথ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক এবং ভারতীয় রেল
- অসম, ওড়িশার মতো রাজ্যের চেয়ে হাতির মৃত্যুতে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল
- রবিবার ধূপগুড়ি ও মহানন্দা অভয়ারণ্যে দুই হাতির মৃত্যুতে উঠে এসেছে পরিসংখ্যান
- রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে
- তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, রেল ও বন দপ্তরের সমন্বয় প্রয়োজন

শুল্ক দপ্তরের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

ভারতীয় ব্র্যান্ড নকল করে ওপারের সিগারেট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের বাজার ছেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে তৈরি নকল সিগারেটে। ভারতের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে এমনভাবে প্যাকেজিং করা হচ্ছে যে সাধারণ চোখে ওই সিগারেটগুলোকে নকল বলে ধরাই মুশকিল। বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বা ভুটানের পারো হয়ে ওই নকল সিগারেট বিমানপথে বাগডোগরা আসছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের নকল সিগারেটের কারবার চলছে। এমনকি এই পাচারে শুল্ক দপ্তরের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও শুল্ক দপ্তরের শিলিগুড়ির সহকারী কমিশনার পাসাং ভুটিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার এক্তিয়ার নেই।

বিশিষ্ট পালমোনলজিস্ট ইন্দ্রনাথ ঘোষ বলন, 'ভারতের নির্মাণকারী সংস্থাগুলো তা-ও কিছুটা বিধিনিষেধ মেনে সিগারেট তৈরি করে। কিন্তু নকল সিগারেটে সেসবের বালাই নেই। ফলে ওই সিগারেটগুলো শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।' আর স্বাস্থ্যের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, এই কারবারে ভারতের কোটি কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। ভারতে সিগারেট সহ সমস্ত তামাকজাত পণ্য থেকে ৪০ শতাংশ কর আদায় করা হয়। অর্থাৎ এক প্যাকেট সিগারেটের দাম যদি ১০০ টাকা হয়, তাহলে সেটির জন্য সরকারকে ৪০ টাকা কর দিতে হয়। নকল সিগারেটে ভারতের করের ঝুলি শূন্য।

> বাংলাদেশ থেকে নকল সিগারেট আসছে সত্যি কথা। তবে শুল্ক দপ্তর নিয়মিত সড়কপথ ও বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিগারেট অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট (কটপা) অনুযায়ী মামলা রুজু হচ্ছে।
>
> **রতন বণিক**
> আইনজীবী, শুল্ক দপ্তর

শুল্ক দপ্তর সূত্রে খবর, বাগডোগরা বিমানবন্দরে গত এক মাসে চারবার ব্যাংকক এবং পারো থেকে আসা অ্যাটাচিভর্তি নকল সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিমানবন্দরে লাগেজ পরীক্ষার সময় স্ক্যানারে অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তবে নকল সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হলেও বেশিরভাগ সময় পাচারকারীকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ শুল্ক দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিক। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে নকল সিগারেট আসছে সত্যি কথা। তবে শুল্ক দপ্তর নিয়মিত সড়কপথ ও বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিগারেট অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট (কটপা) অনুযায়ী মামলা রুজু হচ্ছে।'

প্রশাসন জানিয়েছে, নকল সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকছে 'মেড ইন ইন্ডিয়া'। অনেক ক্ষেত্রে কলকাতা সহ দেশের অন্যান্য জায়গার ঠিকানা থাকছে। উৎপাদনের তারিখ নিয়েও কারবারিরা চক্রান্ত করছে। পরবর্তী সময়ে বিক্রির স্বার্থে ডিসেম্বরে পাচার করা সিগারেটের প্যাকেটে 'জানুয়ারি ২০২৬' লেখা হচ্ছে।

মৃত বাইকচালক

ইটাহার, ৩০ নভেম্বর : ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণের। রবিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার কুরমানপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম আবদুল আজিজ (২৮)। তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ইটাহারের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন আবদুল। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারলে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় লোকজন তাঁকে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টেক ফেস্টে 'রোবো-যুদ্ধ'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'টেক ফেস্ট'-এর অন্তিম দিন ছিল রবিবার। অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'রোবো-ওয়ার'। আগামীদিনে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃত্রিম লৌহমানব অর্থাৎ রোবটদের পাঠালেই কীভাবে যুদ্ধজয় সম্ভব, এদিন কলেজের মাঠে সেই পরিকল্পনারই নেট-প্র্যাকটিস করে দেখালেন পড়ুয়ারা।। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়াও কল্যাণী, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও শিলিগুড়ি এসআইটি-র প্রযুক্তির পড়ুয়ারাও এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন।

রেসলিংয়ে যেভাবে দুজন পালোয়ান একটি লোহার রিংয়ে বন্দি হয়ে লড়াই করেন, তেমনই পড়ুয়ারা রোবটদের একটি লোহার খাঁচায় ঢুকিয়ে তাদের লড়াই করাচ্ছিলেন। হাতের স্মার্টফোন দিয়েই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তাঁরা। টিন, লোহার শিট বা স্টিল দিয়ে রোবটগুলি তৈরি করা হয়েছিল। যে রোবট আগে কুপোকাত হবে, সেই পরাজিত।

কলেজের ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বিশ্বদীপ আদকের কথায়, 'ছাত্রছাত্রীদের ১০টি দল নিজেদের রোবট নিয়ে রোবো-ওয়ারে অংশগ্রহণ করেছিল। আসলে রোবটের লড়াই হলেও আগামীতে যে যুদ্ধক্ষেত্রেও রোবট পাঠিয়ে লড়াই করা যেতে পারে, এটা বোঝাতেই আমাদের আজকের এই ইভেন্ট। দরকারে রোবটের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও চালানো যেতে পারে। আজও অনেকে ব্লেড, পেরেক, কাঁটার বল প্রভৃতি অস্ত্র তাদের রোবটদের দিয়ে ব্যবহার করে দেখিয়েছে।'

কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'টেক ফেস্টের রোবো-ওয়ার প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে রোবট বানিয়েছিল। সেগুলির আধুনিক মডেল তৈরি হলে লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করতে পারবে

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

•

সুপারভাইজার, গার্ড চাই। বেতন :- 13,500/- + থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি। M :- 8653609553, 8509827671.

•

Required Male & Female Graduate Office Staff with Computer Skill, Nepali Language Preferable for Siliguri Office. E-mail: hr@signinprojects.com, Cell : 8478998216.

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি হাইকোর্ট থেকে 300 মিটার দূরে 5 ডেসিমাল বাস্তু জমি বিক্রয় হবে। (M) - 7908604517.

সভা/সমিতি

আগামী ৭ই ডিসেম্বর রবিবার সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫৩ তম বার্ষিক সভায় সকল সদস্যদের উপস্থিতি কামনা করি। স্থান - গণপতি হোটেল, বিধান রোড, সময় - রাত ৭.৩০ মি: (C/119455)

অ্যাফিডেভিট

I, Ashish Biswas, S/o Arun Kanti Biswas, R/o Chittaranjan Pally, Alipurduar, have changed my name to Asish Biswas forever, vide affidavit no 36 of 28.11.2025.

চা পাতা তোলা চলবে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : শুখা মরশুমের উৎপাদন কবে বন্ধ হবে, এখনও পর্যন্ত নির্দেশিকা দেয়নি টি বোর্ড। গতবছর ৩০ নভেম্বর উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গ এবং অসমে। তবে ডুয়ার্সে এসে টি বোর্ডের সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তাই এবার কোনও বিতর্ক চাইছে না কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের আওতাধীন টি বোর্ড। তাই তারা নীরব বলে মনে করছেন অনেকে। চা মহলের একাংশের ধারণা, কবে থেকে কাঁচা পাতা তোলা, উৎপাদন বন্ধ করতে হবে তা বাগানগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। ৮ বছর আগে পর্যন্ত এই প্রথা ছিল।

এদিকে টি বোর্ডের নির্দেশিকার অপেক্ষায় না থেকে বেশকিছু বাগান শীতের পরিচর্যা শুরু করে দিয়েছে। টি বোর্ডের এক কর্তা বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনও সার্কুলার জারি হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।'

সম্প্রতি চা বণিকসভাগুলির সঙ্গে অনলাইনে বৈঠক করে টি বোর্ড। সেখানে বাগানগুলির প্রতিনিধিরা দাবি জানান, উৎপাদন বন্ধের কোনও নির্দেশিকা যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আশা করছি, টি বোর্ড যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভেবেচিন্তে নেবে।

বাগানগুলি তাদের নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কাজ করছে।' ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গতবার আগেভাগে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষোভ ছড়ায়। এবার সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে টি বোর্ড যা করার করবে।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'যতদিন ভালোমানের কাঁচা পাতা আছে, উৎপাদন চালু থাকুক। তবে এই সুযোগে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি যাতে নিম্নমানের পাতা দিয়ে উৎপাদনের রাস্তায় না হাঁটে, টি বোর্ডকে তা দেখতে হবে।'

শুষ্ক মরশুমে চা উৎপাদন

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, 'গতবার গুণমান বজায় রাখতে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত সফল হয়নি। উলটে কেনিয়া, নেপালের চা ওই সময়ে আমদানি হওয়া শুরু হয়।' অসমের চা শিল্পপতি ও টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রভাতকমল বেজবড়ুয়া বলেন, 'পাতা থাকলে বাগান চালু রাখতে অসুবিধে নেই।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ও আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'হঠকারী সিদ্ধান্তে গতবছর বিপুল লোকসান হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতিবাদ করেছিলেন। এবার যাই হোক না কেন, আমাদেরই আন্দোলনের ফসল।'

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ ও বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেন, 'এবার দেরিতে বৃষ্টির কারণে বাগানগুলির পুজো ফ্লাশের পাতাও দেরি করে মিলছে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎপাদন চালু থাকুক।

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO **BANARHAT/BDO/NIT-028/2025-26** Last date of online bid submission **30/12/2025 Hrs 09:00 AM**. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIeT No. 17, 18, 20, 22 & 24/NBWAP/25-26 (2nd call) & NIeT No. 26 to 31/NBWAP/25-26.

The undersigned invites e-Tender for soil substrate change in kraal, hiring of vehicle, food kiosk & supply animal feed, Agronet, Signage, CCTV and other misc. items, repairing of vehicle etc at North Bengal Wild Animals Park under WBZA. Starting date of submission of e-Tender is 01/12/2025. For more viewing and participating in e-tender please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
E. vijayakumar, IFS
Director,
North Bengal Wild Animals Park

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাফল্য পাবেন। নতুন বাড়ি নির্মাণে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। সন্তানের সাফল্যে গর্বিত হবেন। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিতর্কিত আলোচনা করবেন না। প্রেমে শুভ। মিথুন : প্রতিবেশীর কাছ থেকে কোনও বিষয়ে সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলায় সমস্যা হতে পারে। কর্কট : ব্যবসায়ীরা বকেয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। দাম্পত্য ক্ষেত্রে মতের অমিল হলেও বিকেলের পর তা কেটে যাবে। সিংহ : স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে। তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। কাউকে উপকার করে সমস্যার সম্ভাবনা। কন্যা : শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তুলা : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সার্থক হবে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করে সমস্যায় ফেলতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেলেও আলস্যের কারণে তা হাতছাড়া হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করুন। ধনু : দুপুরের পর ভালো সংবাদ পেতে পারেন। জনহিতকর কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। মকর : কোনও মূল্যবান দ্রব্য কেনার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কুম্ভ : বিকল্প রোজগারের পথ খুঁজে পাবেন। ব্যবসায় অল্পবিস্তর বিনিয়োগ করতে পারেন। পথেঘাটে আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। মীন : তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কারণে প্রেমের সম্পর্কে অশান্তি। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় সংসারে ভাঙন ঠেকাতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪ অঘোন, সংবৎ ১১ মার্গশীর্ষ বদি, ৯ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, একাদশী দিবা ২।১৬। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৫১। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ১০।৩১। বিষ্টিকরণ দিবা ২।১৬ গতে ববকরণ রাত্রি ১।১৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৭।৫১ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।১৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ২।১৬ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৭ গতে ১১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৭।৫১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাসে (মোক্ষদা)। মৌনী একাদশী (জৈন)। শ্রীশ্রীগীতামহাযজ্ঞ এবং শ্রীগুরুজয়ন্তী মহোৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে।

আজ টিভিতে

শোলে বিকেল ৩.৩৬ স্টার গোল্ড

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ কর্তব্য, দুপুর ১২.৪৫ সেজবউ, বিকেল ৩.৪৫ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ ভিলেন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ১২.০০ মেমসাহেব, ২.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ পবিত্র পাপী, রাত ১০.৩০ আজকের সন্তান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জীবনসঙ্গী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ দিল কা রিস্তা, বিকেল ৩.৪০ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৬.৫০ জিৎ, রাত ১০.০০ গোলমাল-থ্রি

স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৩১ ফির হেরা ফেরি, বিকেল ৩.৩৬ শোলে, সন্ধে ৭.৫০ ডিএনএ, রাত ১০.২৮ হ্যাপি নিউ ইয়ার

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.২২ টাইগার জিন্দা হ্যায়, বিকেল ৩.২৩ রব নে বনা দি জোড়ি, সন্ধে ৬.৫৫ গব্বর ইজ ব্যাক, রাত ৯.২১ তানহাজি দ্য আনসাং ওয়ারিয়র

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.২৬ পাগলপন্তী, বিকেল ৩.১৮ রুদ্র অবতার, ৫.২২ ওয়ার্ল্ড ফেমাস লভর, সন্ধে ৭.৫৫ অ্যাকশন, রাত ১০.৫৫ মুম্বই সাগা

জি সিনেমা : বেলা ১১.২৭ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ, দুপুর ২.১৫ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৩.৫৭ ভালাত্তি, ৫.৫২ সিডি : ক্রিমিনাল অর ডেভিল, সন্ধে ৭.৫০ সিকন্দর, রাত ১০.৩৯ চক্র কা রক্ষক

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈপ্সিতা ঘোষের গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে। সকাল ৭.০০ আকাশ আট**

খোকাবাবু বিকেল ৩.৪৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

মিলন হবে কত দিনে রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জখম হাতির খোঁজ নেই

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : পাঁচটি হাতির একটি দল এসেছিল আলিপুরদুয়ারের দলগাঁওয়ের জঙ্গল থেকে। তাদের মধ্যে ৩টি দুর্ঘটনায় পড়ে খলাইগ্রাম নামাপাড়া এলাকায়। মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় ২টির মৃত্যু হয়েছে। আরেকটি হাতি জখম। সেই জখম হাতিটি কিন্তু দলগাঁওয়ের জঙ্গলে ফেরেনি। কাছেই মোরাঘাটের জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে। সেই জখম হাতিটিকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন বনকর্মীরা।

শনিবার ভোরে সেই দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই একটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীতে আরও একটি মাকনা হাতির মৃত্যু হয়। জখম তৃতীয় হাতিটি আবার মোরাঘাটের জঙ্গলে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আর দলে যে আরও দুটি হাতি ছিল, সেগুলি অবশ্য দলগাঁওয়ের জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। বনাধিকারিকরা মনে করছেন, আঘাত পাওয়ার জন্যই হয়তো সেই হাতিটি বাকি দুই সঙ্গীর সঙ্গে দলগাঁওয়ে ফিরে যায়নি। কাছের মোরাঘাট জঙ্গলে ঢুকেছে। তবে আঘাত কতটা গুরুতর, তা হাতিটিকে না দেখলে বুঝতে পারছেন না বনকর্মীরা। সেই কারণেই জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া হাতিটির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার বিকাশ ভি।

মৃত হাতিকে শেষ শ্রদ্ধা। খলাইগ্রাম নামাপাড়ায়। -শ্রীবাস মণ্ডল

এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার পর মোরাঘাটের জঙ্গলে ঢোকার সময় হাতিটি যাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, তাঁর নাম বসন্ত রায়। বসন্তর দাবি, তিনি লক্ষ করেছেন, সেই হাতিটির মাথায় চোট ছিল। পায়ের সামনে যা কিছু পড়ছিল, সেগুলি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই বুনো। তবে তখনও অবশ্য বসন্ত জানতেন না, ওই হাতিটি কীভাবে জখম হয়েছে।

কেবল বসন্ত সেই হাতির রোষের মুখে পড়েননি, একটি গোরুও সেটির সামনে পড়ে গিয়েছিল। সেই গোরুটিকেও শুঁড়ে পেঁচিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় হাতিটি। স্থানীয় বাসিন্দা হারজিৎ রায় বলেন, 'চোখের সামনে ওই গবাদিপশুকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে ছুড়ে মারল। তখনই সেটি মারা যায়। এরপরও হাতিটি না থেমে এগিয়ে যায়। ওই হাতিটি প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে পড়েছে। সেটির দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে।'

এদিকে, সেই বুনো মোরাঘাট জঙ্গলে ঢুকলেও রবিবার রাত পর্যন্ত সেটিকে খুঁজে বের করা যায়নি। মোরাঘাট রেঞ্জের চারটি বিটের বনকর্মীরা এবং রেঞ্জ অফিসের কর্মীরাও তল্লাশি শুরু করেছেন। আহত হাতির খোঁজ মিললে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হবে।

নদীর চরে আটকে দুজন

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় বিপত্তি। চমকডাঙ্গিতে নদীর চরে আটকে গেলেন দুজন। আটকে পড়া দুজন বীরভূমের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও কীভাবে তাঁরা নদীর পাড়ে গেলেন, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুপুরে ওই দুই তরুণ নদীর চরে চলে গিয়েছিলেন। জলের স্রোত বেড়ে যাওয়ায় সেখানে আটকে যান তাঁরা। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ভক্তিনগর থানার পুলিশ পৌঁছে ওই দুই তরুণকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। খবর লেখা পর্যন্ত আটকে পড়া ওই দুই তরুণকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

রিচাকে সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : শিলিগুড়ির গ্রিন এনভায়রনমেন্ট প্রিজার্ভেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। রবিবার দুপুরে রিচার শিলিগুড়ির বাড়িতে পৌঁছে সংগঠনের সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী সহ অন্য সদস্যরা মানপত্র এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন। দেবব্রত বলেন, 'রিচাকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।'

সিপিএমের কনভেনশন

চোপড়া, ৩০ নভেম্বর : সিপিএমের মহিলা সমিতির (সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি) চোপড়া ২ নম্বর আঞ্চলিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দীগছে আয়োজিত এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেত্রী সুপ্রীতি ঘোষ মজুমদার সহ অন্য নেতৃত্ব। সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদার জানান, মোট ২৩ জন মহিলাকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মনোয়ারা বেগম।

ভুয়ো লটারির টিকিট সহ ধৃত

ইসলামপুর, ৩০ নভেম্বর : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে রবিবার ভুয়ো লটারি টিকিট চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকার নকল লটারি টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ। সোমবার তাদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশের অনুমান, ধৃতরা বৃহত্তর চক্রের সঙ্গে যুক্ত। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

আগ্নেয়াস্ত্র, মাদক বাজেয়াপ্ত

চোপড়া, ৩০ নভেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক জায়গায় নেশার ঠেক, বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, নগদ টাকা ও নেশার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। যদিও গ্রেপ্তারির কোনও খবর নেই।

গোপন খবরের ভিত্তিতে এদিন মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁসখাঁড়ি এলাকায় নেশার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে মনসুর আলম নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, একাধিক ধারালো অস্ত্র, নগদ ৯০ হাজার টাকা, চারটি মোবাইল ফোন, বেশকিছু সিম কার্ড এবং একটি ব্রাউন সুগারের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

এছাড়াও ওই এলাকার আরও বেশ কয়েকটি নেশার আসরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিনটি বাইক ও একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানের সময় পুলিশকে দেখে পালিয়ে যায় সকলে। পুলিশ সূত্রে খবর, মনসুর সহ বেশ কয়েকজনের নামে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে। পাশাপাশি এধরনের অভিযান চলবে বলেও জানানো হয়েছে।

সব পাখি ঘরে আসে- সব নদী- ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন

দিনশেষে।। রবিবার গজলডোবায় সুশান্ত পালের ক্যামেরায়।

গণবিবাহের আসর

বাগডোগরা, ৩০ নভেম্বর : ছাঁদনাতলায় মালাবদলের মধ্যে দিয়ে আজীবনের সম্পর্কে বাঁধা পড়লেন ২০ জোড়া দম্পতি। রবিবার এই গণবিবাহের আসর বসেছিল আঠারোখাইয়ের লালসিং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। উদ্যোগ এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। বিয়ে উপলক্ষ্যে আদিবাসী দম্পতিদের বাসন, খাট, সহ নানা উপহার তুলে দেওয়া হয়।

স্কুল মাঠ সেজে উঠেছিল বিয়েবাড়ির আদলেই। প্রত্যেক বরকনের বাড়ির পাঁচজন সদস্যকে অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। এই গণবিবাহের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ছিলেন এসএসবি'র আইজি বন্ধন সাক্সেনা (ফ্রন্টিয়ার রানিডাঙ্গা), মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য। আয়োজকরা জানান, বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করার সামর্থ্য নেই, চা বাগানের এমন তরুণ-তরুণীদের জন্যই এই গণবিবাহের আসর।

নদীতে নিখোঁজ

ক্রান্তি, ৩০ নভেম্বর : ক্রান্তি ব্লকে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রবিবার আপালচাঁদ নদী পার হতে গিয়ে নিখোঁজ হলেন এক ব্যক্তি। নিখোঁজের নাম মোমিনুল হক। বয়স ৩৫ বছর। তাঁর বাড়ি কাঠামবাড়ি নয়াবস্তি এলাকায়। ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত একটি নৌকা জোগাড় করে উদ্ধারকাজ শুরু করেন।

৬ ডিসেম্বর থেকে গর্জে ওঠার ডাক

ষষ্ঠ তফশিলের দাবিতে সোচ্চার জিএনএলএফ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ষষ্ঠ তফশিল পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান! এখনও এমনটাই মনে করে সুবাস ঘিসিংয়ের প্রতিষ্ঠিত পার্টি জিএনএলএফ। আগামী ৬ ডিসেম্বর ষষ্ঠ তফশিলের চুক্তি দিবস। সে দিন থেকে নতুন করে এই দাবিতে ফের সোচ্চার হচ্ছে জিএনএলএফ। রবিবার কার্সিয়াংয়ে দলের মুখপাত্র ভূপেন গুরুং বলেন, '৬ ডিসেম্বর দার্জিলিং এবং কালিম্পং পাহাড়জুড়ে ষষ্ঠ তফশিল চুক্তি দিবস পালন করা হবে। আমরা মনে করি, সংবিধান স্বীকৃত ষষ্ঠ তফশিলই পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে।'

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলে (জিএনএলএফ) থাকা জিএনএলএফ সুপ্রিমো সুবাস ঘিসিং পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ২০০৫ সালে ষষ্ঠ তফশিলের চুক্তি করেছিলেন। কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং জিএনএলএফের মধ্যে ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর পাহাড়ে ষষ্ঠ তফশিল কার্যকর করার চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিমল গুরুংরা পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে পাহাড়জুড়ে আন্দোলন শুরু করে। ফলে ষষ্ঠ তফশিলের বিল হিমঘরে চলে যায়। কিন্তু জিএনএলএফ বরাবর মনে করেছে একমাত্র ষষ্ঠ তফশিলই পাহাড় সমস্যা মেটাতে পারে। সুবাস ঘিসিং পরবর্তী সময়ে মন ঘিসিংয়ের নেতৃত্বাধীন জিএনএলএফ একই দাবিতে অনড় রয়েছে। প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর দিনটি ষষ্ঠ তফশিলের 'অ্যাকর্ড ডে' হিসাবে পালন করে আসছে জিএনএলএফ।

সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে এবারের ৬ ডিসেম্বর একটু আলাদাভাবে পালন করতে চাইছে জিএনএলএফ। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বৈঠকও করেছেন মন ঘিসিং সহ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা। রবিবার কার্সিয়াং মহকুমা কমিটি নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানেই ষষ্ঠ তফশিলের দাবিতে ফের গর্জে ওঠার ডাক দেওয়া হয়েছে।

জিএনএলএফের দাবি, গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ২০০৭ সাল থেকে নতুন করে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। সুবাস ঘিসিং সংবিধান স্বীকৃত দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল নিয়েছিলেন। কিন্তু বিমল গুরুংরা ২০০৭ সাল থেকে আন্দোলন করে ২০১১ সালে জিটিএ নিয়েছেন, যেটা পুরোপুরি অসাংবিধানিক। এই পরিস্থিতিতে ষষ্ঠ তফশিলের মাধ্যমেই পাহাড়ের উন্নয়ন সম্ভব।

আজ থেকে কাজে যোগ শ্রমিকদের

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ নভেম্বর : রবিবার থেকে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশির হাওয়া সৈয়েদাবাদ চা বাগানে। সোমবার থেকেই কাজে যোগ দিচ্ছেন শ্রমিকরা। গত ২৪ নভেম্বর বাগান বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২৯ তারিখ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক সংগঠিত হয়। শনিবারের বৈঠকে তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা), বিভিন্ন চা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বাগান মালিক কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিল। সেখানেই ৩০ তারিখ চা বাগান খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাগানের ম্যানেজার সব্যসাচী ঘোষ বলেন, 'গত ২১ বছরে শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস বকেয়া নেই। মজুরি, বোনাস, পিএফ সব মিটিয়ে দেওয়া আছে। তাই বকেয়া দেওয়ার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। রবিবার থেকেই বাগান খুলে গিয়েছে।'

মক টেস্টের ফলাফল

চোপড়া, ৩০ নভেম্বর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মক টেস্টের ফলাফল প্রকাশিত হল রবিবার। পাশাপাশি এদিন পরীক্ষার্থীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় সদর চোপড়ায়। সেখানে ১৫০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। মক টেস্টে ব্লকে প্রথম হয়েছে দাসপাড়া হাইস্কুলের আরিজ আফতাব, দ্বিতীয় স্থানে এলএলপিএস বোদিগছ হাইস্কুলের শুভময় সিংহ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মাঝিয়ালি হাইস্কুলের পড়ুয়া কুশল সিংহ।

নকশালবাড়িতে গোরুর উৎপাত

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : আতঙ্কে দিন কাটছে নকশালবাড়ি বাজারের দোকানদারদের। দোকান ছেড়ে এক মুহূর্ত বাইরে যাওয়ার জো নেই। প্রতিদিন বেশ কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হচ্ছে। একেবারে ল্যাজে গোবরে দশা। এই আতঙ্কের কারণ গোরুর দল। কয়েক মিনিটের জন্য দোকান ছেড়ে কোথাও গেলেই গোরুর দল সবজি খেয়ে ফেলছে, নষ্ট করছে। গোরুর দলের এই লাগামহীন দৌরাত্ম্য দোকানদার এবং স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

সুশীল সিংহ একজন সবজি বিক্রেতা। নকশালবাড়ি বাজারে দুর্গা মন্দিরের সামনে তিনি প্রতিদিন সবজি নিয়ে বসেন। রবিবার সুশীল দুঃখ করে বলছিলেন, 'দোকান ফাঁকা রেখে একটু জল আনতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি গোরুর দল প্রায় ১০ কেজি টমেটো খেয়ে ফেলেছে। যেই না লাঠি নিয়ে তাড়াতে গেলাম, পালাতে গিয়ে ওই গোরুর দল আমার দোকানের প্রায় সমস্ত সবজি নষ্ট করে দিল।' সবজি বিক্রি করেই সুশীলের সংসার চলে। এত সবজি নষ্ট হওয়ায় একদিনে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মুষড়ে পড়েন।

দুর্গা মন্দির ছেড়ে একটু এগোতেই দেখা গেল

ছবি : এআই

রাস্তার ধারে একজন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল তাঁর নাম ছোটন কুণ্ডু। বাড়ি নকশালবাড়ি বাজার এলাকাতেই। তিনি বলেন, 'রাস্তায় আমার পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা গোরু তেড়ে আসে। কোনওমতে ছেলেকে বাঁচাতে পারলেও, আমার কোমরে বেশ ভালোরকম চোট লেগেছে।'

কিন্তু এত গোরু আসছে কোথা থেকে? স্থানীয়রা জানান, গোরুর মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে গোরুগুলিকে ছেড়ে দেন। আর ছাড়া পেয়ে গোরুর পাল প্রতিদিন বাজার এলাকায় তাণ্ডব করছে। স্থানীয়রা জানান এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্যবসায়ী সমিতিকে পদক্ষেপ করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়নি।

এই বিষয়ে নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ রায় বলেন, 'ব্যবসায়ীরা অনেকেই অভিযোগ করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একটি খোঁয়াড়ও খোলা হয়েছিল তোতারামজোত এলাকায়। কিন্তু আইনি সমস্যার জন্য সেটা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা এ বিষয়ে পঞ্চায়েতকে চিঠি দেব।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করব। যেসব গোরুর মালিক বাজারের গোরু ছেড়ে দেবেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

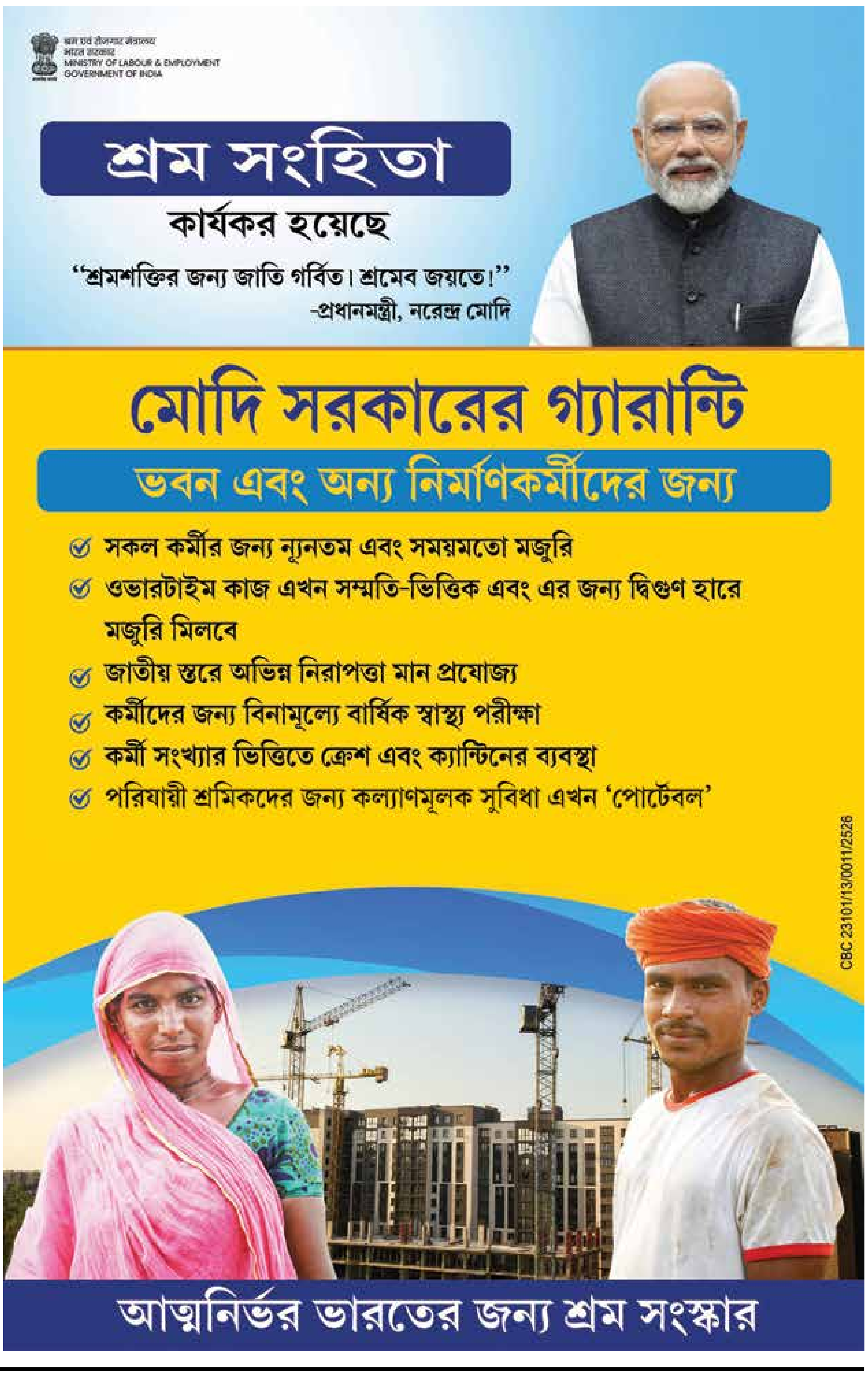

কেউ কি বাড়ি আছ? শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উত্তরবঙ্গে জল, জমি, জীবন বাঁচানোর ঘোষণাপত্র প্রকাশ

সিপিএমের যাত্রায় নেই অশোক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : কর্পোরেট ধাঁচে পরিচালিত হয়ে পুনরুজ্জীবিত হতে চাইছে সিপিএম। ’২৬-এর ভোটে নজর রেখে বিরোধী দলগুলিকে টেক্কা দেওয়ার লড়াইয়ে তরুণ প্রজন্মকে টানতে ডিজিটাইজেশনে জোর সিপিএমের। কিন্তু ৩৪ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা দলের এমন রসায়ন বাস্তবে কতটা কাজে আসবে, সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে রবিবার। এদিন শিলিগুড়ি শহরে সিপিএমের ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’-র অঙ্গ হিসাবে প্রকাশ্য সভামঞ্চ এবং মঞ্চের সামনে পক্ক কেশের ভিড়ই ছিল বেশি। অথচ দলের এমন কর্মসূচিতে তরুণ প্রজন্মকে টানতে সমাজমাধ্যমকে পুরোদস্তুর ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রবীণদের এই ভিড়ে অনুপস্থিত ছিলেন দলের বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। যা নিয়ে চলেছে ফিশফাশ। অশোক কেন নেই সভায়, প্রশ্নে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের উত্তর ‘ওঁকেই প্রশ্ন করুন।’

‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’য় এদিন শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়ার সভায় উত্তরবঙ্গের জল, জমি, জঙ্গল, জীবন বাঁচানোর খসড়া ঘোষণাপত্র ‘উত্তরপত্র’ প্রকাশ করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সেলিম। উত্তরপত্রে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে উত্তরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতামত জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। উত্তরের চা বাগানগুলিকে ধ্বংস করে বাগানের জমি কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলা, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সেলিম।

বাংলা বাঁচাও যাত্রার জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মহম্মদ সেলিম। -সূত্রধর

তিনি বলেন, ‘তৃণমূল ও বিজেপি ধর্ম, মন্দির-মসজিদ, হিন্দু-মুসলিমের নামে রাজনীতি করছে। বাম আমলে কোনও সভা হলে সেখানে গুরুত্ব পেত স্কুল, কলেজ, শিল্পের কীভাবে উন্নতি হবে। কিন্তু এখন আমাদের এগুলিকে বাঁচানোর বার্তা দিতে হচ্ছে। কারণ, এখন দুর্নীতি ছাড়া উন্নয়নের কোনও কাজ হচ্ছে না। শিলিগুড়ি পুরনিগম ও এসজেডিএতে নানা দুর্নীতি হচ্ছে।’ এদিনের সভায় সবচেয়ে বেশি ঝাঁঝালো ছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির

> তৃণমূল ও বিজেপি ধর্ম, মন্দির-মসজিদ, হিন্দু-মুসলিমের নামে রাজনীতি করছে। বাম আমলে কোনও সভা হলে সেখানে গুরুত্ব পেত স্কুল, কলেজ, শিল্পের কীভাবে উন্নতি হবে। কিন্তু এখন আমাদের এগুলিকে বাঁচানোর বার্তা দিতে হচ্ছে।
>
> **মহম্মদ সেলিম**
> *রাজ্য সম্পাদক, সিপিএম*

সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। চা বাগানে কেন পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, নারী সুরক্ষা কেন নেই এমন নানা প্রশ্ন তোলেন তিনি। মীনাক্ষী বলেন, ‘যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি করেন, তাঁদের কতজন নিজের দলে মতামত রাখার সুযোগ পান? ভোট এলে ওই দলগুলিতে যাঁদের টাকার জোর বেশি, তাঁরা টিকিট পান।’

দল পরিচালনায় বারবার নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি উঠেছে সিপিএমে। কিন্তু হাতেগোনা কিছু নতুন মুখকে জেলা বা রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হলেও বাস্তবে ‘ছড়ি’ রয়েছে প্রবীণদের হাতেই। ফলে সমাজমাধ্যমে লাগাতার প্রচারের পরেও যে নতুন প্রজন্ম তাতে সাড়া দিচ্ছে না, তা এদিনের সভা নতুন করে স্পষ্ট করেছে। ফলে ‘তৃণমূলের নব জোয়ার’ এবং বিজেপির ‘সংকল্প যাত্রা’-র ধাঁচে ১১টি জেলায় জনসংযোগে ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’ কতটা সাফল্য এনে দেবে সিপিএমকে, তা নিয়ে এখনই সংশয় দূর হচ্ছে না। বছর ঘুরলে যেখানে বিধানসভা ভোট, সেখানে এমন গুরুত্বপূর্ণ সভায় প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোকের অনুপস্থিতি, অনেকেরই নজর কেড়েছে। যদিও অশোক বলছেন, ‘বস্তি উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্মেলনে মেদিনীপুরে এসেছি। যা মহম্মদ সেলিমও জানেন।’ তাহলে অশোক প্রসঙ্গে কেন সেলিম বললেন, ‘ওঁকেই প্রশ্ন করুন’, নতুন চর্চা শহরে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের পাশাপাশি জীবেশ সরকার, ঝরেন রায়, গৌতম ঘোষ প্রমুখ।

অন্যদিকে, ইসলামপুরের চৌরঙ্গি মোড়ে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেলিম দলের ইসলামপুর-১ এরিয়া কমিটির পুনর্নির্মিত কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

মল ফেলা নিয়ে বিতর্ক

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রবিবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিআইপি রোডে এক হোটেলের পাশে ফাঁকা জায়গা পেয়ে একটি সেসপুল ট্যাংকার থেকে মল ফেলা হচ্ছিল। এর ফলে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় প্রধান বলেন, ‘ফাঁকা জায়গা পেয়ে অনেকেই এখানে নোংরা ফেলে। এদিন তো বাড়াবাড়িই হল। হঠাৎ করে দেখি পুরো এলাকা দুর্গন্ধে ছেয়ে গিয়েছে। ওই গাড়ির চালক প্রথমে বলেন, এটা পুরনিগমের গাড়ি, জল ফেলছি। যখন আমরা বুঝতে পারি তিনি এখানে মল ফেলছিলেন, তখন ওই চালক গাড়ি নিয়ে চম্পট দেন।’

রাস্তার পাশে সেসপুল ট্যাংকার।

স্থানীয়রা জানান, প্রথমে কিছু বলতে অস্বীকার করলেও পরে চালক বলেন গাড়িটি পুরনিগমের। পাশের হোটেল থেকে গাড়িটি লোড করা হয়েছিল। গাড়িতে ছিদ্র থাকায় যেতে সমস্যা হচ্ছিল, গাড়িটি ওভারলোডও হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় কারও গায়ে মল পড়লে সমস্যা হত, তাই তিনি এখানে মল ফেলছিলেন। স্থানীয়রা যখন জিজ্ঞেস করেন চালক কেন এমন কাজ করছেন, তখন ওই চালক গাড়ি নিয়ে চম্পট দেন। স্থানীয়রা বারবার জোর করলেও চালক নিজের নাম বলেননি।

অভিযোগ অস্বীকার করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, ‘গাড়িটি পুরনিগমের নয়। সেসপুল ট্যাংক খালি করার জন্য পুরনিগমের নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সেজন্য গাড়ির চালকদের দু’ধরনের কার্ড দেওয়া হয়েছে, যেটা দেখে চিহ্নিত করা যায় কোনটি কার গাড়ি। কিছু গাড়ি বেআইনিভাবে পুরনিগমের নাম করে এই ধরনের কাজ করছে। আমরা সেই গাড়িগুলোকে চিহ্নিত করে জরিমানা করছি। এদিনের ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভক্তিনগর থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হবে।’

আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের সঙ্গে দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক অনেকটাই গভীর। কিংবদন্তি ডাকাত সর্দার ভবানী পাঠকের শিষ্য ও সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি এই জঙ্গলে তাঁর আস্তানা তৈরি করেছিলেন বলে কথিত আছে। ডাকাতি করার আগে এই জঙ্গলের গভীরেই তাঁরা তাঁদের গোপন আস্তানায় বসতেন এবং পুজো করতেন। বর্তমানে এই স্থানটি স্থানীয় এবং পর্যটকদের কাছে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের স্মৃতিবিজড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত এবং এখানে বনদুর্গার পুজোও করা হয়। তিনটি সংস্থার উদ্যোগে বনবিভাগের সহযোগিতায় সরস্বতীপুর চা বাগানে রবিবার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ও পরিবেশ নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্টদের মধ্যে মলয় মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, প্রমিকা লামা, মহেন্দ্র সিং সার্কি, ব্রততী দাস, রামু ওরাঁও, পিএস হুন্দোল প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল এনে ধৃত

চোপড়া, ৩০ নভেম্বর : পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষায় মোবাইল ফোন নিয়ে এসে হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক পরীক্ষার্থী। চোপড়া থানার কালীগঞ্জ হাইস্কুল কেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ অভিযুক্ত মাসুদ আলি নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি রায়গঞ্জের পানিশালা এলাকার বাসিন্দা। এদিন তাঁর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। কালীগঞ্জ হাইস্কুলের টিআইসি তথা ভেনু ইনচার্জ আফজল হুসেন এনিয়ে বলছেন, ‘এদিন পরীক্ষা শুরুর আধ ঘণ্টার মধ্যে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঘরের ইনভিজিলেটরের নজরে পড়ে। পরীক্ষা শেষে অভিযুক্তকে চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।’ ওই পরীক্ষার্থীর মোবাইলে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর রয়েছে কি না, থাকলেও তা কী করে এল সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় পরীক্ষাকেন্দ্রে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

তবে মেইন গেটে এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও ওই পরীক্ষার্থী কী করে পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে ঢুকলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ নভেম্বর : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন হল মাদাতী লেবার ওয়েলফেয়ার। রানার্স হয়েছে মেটেলী লেবার ওয়েলফেয়ার। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মাদাতী লেবার ওয়েলফেয়ারের অডিটোরিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ নভেম্বর মহানন্দী লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। সেখানে ৫টি চা বাগান থেকে ১০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ১৬ নভেম্বর মাদাতী লেবার ওয়েলফেয়ারে ৭টি চা বাগান থেকে ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ডেপুটি কমিশনার অপরূপ রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমারেশমি এক্কা, মাদাতী লেবার ওয়েলফেয়ারের ভারপ্রাপ্ত কর্মী দেবাঞ্জন সূর সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের জয়ীরা রাজ্য পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কলকাতার উৎসব মঞ্চে যাবেন বলে দেবাঞ্জন জানান।

চেন সিস্টেমে অ্যাকাউন্টে প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মালিক একজন অথচ ‘রিমোট কন্ট্রোল’ অন্যজনের হাতে। ওই অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হবে। বিনিময়ে অ্যাকাউন্টের মালিক পাবেন মোটা টাকা কমিশন। শিলিগুড়িতে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অ্যাকাউন্ট ভাড়াচক্র। সম্প্রতি ভক্তিনগরের একটি অ্যাকাউন্ট ভাড়া কাণ্ডের তদন্তে নেমে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের।

রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে শিলিগুড়িতে সক্রিয় রয়েছে অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়ার ওই চক্রটি। এমনকি চেন সিস্টেমে প্রায় শতাধিক অ্যাকাউন্টকে ওই চক্রের সদস্যরা নিয়ন্ত্রণ করত বলে অভিযোগ। মূলত সেবক রোড ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোকে কেন্দ্র করেই চক্রটি চলছিল। কিন্তু চক্রের মাথা কে? সে ব্যাপারে এখনও পরিষ্কার করে কিছু বলেননি তদন্তকারীরা। অ্যাকাউন্টে যে টাকা লেনদেন করা হত, সেই টাকার উৎস কী? চক্রের শিকড় কত গভীরে? দুর্নীতির খোলনলচে উদ্‌ঘাটন করতে আরও তদন্ত প্রয়োজন বলে পুলিশের দাবি।

তবে পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ওই চক্রের সদস্যরা প্রথমে তাদের পরিচিত ব্যক্তিদের টার্গেট করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের বেছে বেছে মুনাফার

> **অভিযোগ**
>
> ■ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষরাই অ্যাকাউন্ট ভাড়া চক্রের প্রথম টার্গেট
>
> ■ ওই অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের পর মোটা টাকা কমিশনের প্রস্তাব
>
> ■ নতুন নতুন গ্রাহক খুঁজে দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি হলে অতিরিক্ত কমিশনের টোপ
>
> ■ ইতিমধ্যেই অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার কাজে যুক্ত এক ব্যক্তি পুলিশের জালে
>
> ■ পাশাপাশি ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

লোভ দেখিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে নেয়। পরে পাসবুক, এটিএম সহ ওই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইলের সিম নিজেদের জিম্মায় নেয়। এদিকে মুনাফা লোভে মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন খাতায়-কলমে যিনি অ্যাকাউন্টের মালিক। সাধারণত, অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসে তাঁরা ঘরে বসে পেয়ে যান ১০-২০ হাজার টাকা।

এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। প্রথমে যিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন, তাঁকে আরও গ্রাহক খুঁজে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় চক্রীরা। বিনিময়ে অতিরিক্ত আরও কমিশন পাওয়া যাবে বলে প্রলোভন দেখানো হয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে, যিনি নিজে অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর পরিচিত বেশ কয়েকজনকে দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে ওই চক্রকে সাহায্য করেছেন। বৃহস্পতিবার ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণ বর্মনকে সোমবার ফের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে হেপাজতে চাইবে পুলিশ।

শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় ট্যাব কেলেঙ্কারির সময় একাধিক ভাড়ার অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। ফাঁদে পড়ে অনেকে গ্রেপ্তার হয়। পরে অ্যাকাউন্ট ভাড়া সম্পর্কে সচেতনতামূলক অভিযান চালায় পুলিশ। তবে বাস্তবে যে এই চক্র এখনও সক্রিয়, হাতেনাতে প্রমাণ পেল পুলিশ।

শীত আসতেই হাজির ওঁরা

দোকানে বসেই উলকাঁটা নিয়ে ব্যস্ত বিক্রেতা। শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেটে রবিবার। ছবি : সূত্রধর

ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ, উলটে গেল ট্যাংকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পেট্রোলবোঝাই ট্যাংকার রাস্তার ধারে উলটে যাওয়ায় রবিবার সকালে আতঙ্ক ছড়াল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকায়। প্রায় ২৪ হাজার লিটার পেট্রোল নিয়ে ট্যাংকারটি শিলিগুড়ি থেকে অসমের গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। এদিন ভোরে ৩১ ডি জাতীয় সড়কের ওপর ট্যাংকার ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুটি গাড়ি উলটে যায়। ঘটনায় ট্রাকের চালকের তেমন কিছু না হলেও ট্যাংকারচালক গুরুতরভাবে জখম হন। ট্যাংকারচালককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে, স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মূলত ট্যাংকারটিতে পেট্রোল থাকায়।

এদিকে, উলটে যাওয়া ট্যাংকার থেকে পেট্রোল বের হতে থাকার খবর মিলতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি, বড় দুটি ক্রেন এনে প্রথমে ট্যাংকারটিকে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। যেহেতু ট্যাংকারটিতে পেট্রোল ছিল, তাতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে দমকল। অপেক্ষা শুরু হয় পেট্রোল বের হয়ে ট্যাংকারের ওজন কমার জন্য। পাশাপাশি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাংকার থেকে পেট্রোল বের করে অন্য ট্যাংকারে বোঝাই করার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা হয়। যাতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাংকারের ওজন কমে যায় এবং টেনে তোলার সময় বিপদ না ঘটে। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে দমকলের তরফে ট্যাংকারটির ওপরে অগ্নিনির্বাপক রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। পরে অতি সতর্কতার সঙ্গে ক্রেন দিয়ে ট্যাংকারটি তোলা হয়। পরে এনজেপি থানার পুলিশ ট্যাংকারটিকে নিয়ে যায়। ট্যাংকার তোলার আগে অবশ্য ট্রাকটিকে তোলা হয়েছিল।

বাইকের ধাক্কা

রাজগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : ফের জাতীয় সড়কে ফাটাপুকুর টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটল। রবিবার জাতীয় সড়ক পার হতে গিয়ে বাইকের ধাক্কায় জখম হলেন রাজগঞ্জ প্রধানপাড়া গমিরুদ্দিন হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক প্রদীপ্ত দেব। তিনি রাজগঞ্জ স্কুলপাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের আকর্ষণের ম্যাল রোড।

পর্যটনে নতুন ভাবনা জিটিএ-র

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বিদেশি পর্যটকদের কাছে দ্বিতীয় জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকারের এমন তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরই রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। পাহাড়ে নতুন ডেস্টিনেশনের খোঁজ দিতে তৎপর গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পর্যটকদের মন কাড়বে, এমন জায়গা খুঁজে সেখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দিতে চাইছে জিটিএ। পাশাপাশি ভিলেজ ট্যুরিজম, বার্ড ওয়াচিং, মাউন্টেন বাইকিং, রক ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং, হাইকিংয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। ওই লক্ষ্যে শনিবার দার্জিলিংয়ে স্টেকহোল্ডারদের পাশাপাশি পর্যটন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে বসে জিটিএ। জিটিএ’র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড অফিসার দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, ‘আমরা দার্জিলিংয়ের পর্যটনে নতুন কী কী যোগ করা যায়, কীভাবে আরও বেশি পর্যটক পেতে পারি, তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। একারণেই সকলের সঙ্গে আলোচনা করছি।’

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় ও কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে প্রতিবছর দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক দার্জিলিংয়ে ছুটে আসেন। তবে পরিচিত ডেস্টিনেশনের বাইরে যে দার্জিলিংয়ে আরও অনেক জায়গা রয়েছে, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনকে টেক্কা দিতে পারে, তা অজানা অনেকের কাছেই। এমনই কিছু জায়গার পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানে পর্যটক টানতে চাইছে জিটিএ।

ইতিমধ্যেই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ট্যুরিজমে নজর দিয়ে সাফল্য পেয়েছে জিটিএ। নতুন নতুন পর্যটন ডেস্টিনেশন হলে একদিকে যেমন স্থানীয়দের আয় বাড়বে, তেমনই পর্যটকরা খুশি হবেন বলে মনে করছেন জিটিএ আধিকারিকরা। নতুন ডেস্টিনেশনের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যটন, স্থানীয় খাবার, সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল বলছেন, ‘দার্জিলিংয়ে নতুন আর কী কী জিনিস এমন রয়েছে, যা পর্যটকদের আকর্ষণ করবে, সেদিকে নজর দিয়ে আমরাও কাজ করছি।’ পর্যটনের মধ্যে দিয়ে নতুন কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী জিটিএ জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা।

রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালে ভাঙচুর

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৩০ নভেম্বর : চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ভাঙচুর চলেছে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের ভিতরে। অভিযোগ, স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর চড়াও হন রোগীর আত্মীয়রা। শনিবার মাঝরাতে এই ঘটনা ঘিরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, হাসপাতালে থাকা অন্য রোগীরাও এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে রবিবার বহরমপুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একইসঙ্গে হাসপাতালের ভিতরে নিরাপত্তা রক্ষায় এদিন সকাল থেকেই পুলিশ পিকেট বসানো হয়। অবশ্য মৃতের এক আত্মীয় জিয়াউর রহমান বলেন, ‘আমরা রোগীর মৃত্যুর প্রতিবাদে ন্যায়বিচার চাইতে গিয়েছিলাম। উলটে হাসপাতালের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

বেলডাঙ্গার বাসিন্দা বছর চুয়ান্নর নার্গিস বানু খাতুনকে হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, রোগীর চিকিৎসা শুরু করতে টালবাহানা করছিলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। তা নিয়ে নার্গিসের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের বচসা বাধে। সেসময়ে বচসা মিটে গেলেও, কিছু বাদেই হাসপাতালের তরফে ওই

> **কী ঘটেছে**
>
> ■ বেলডাঙ্গার এক বাসিন্দা হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন
>
> ■ অভিযোগ, চিকিৎসা শুরু করতে টালবাহানা
>
> ■ যা নিয়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের বচসা
>
> ■ কিছুক্ষণ পরই রোগীকে মৃত ঘোষণা করা হয়
>
> ■ এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ওয়ার্ডে ঢুকে ভাঙচুর

রোগীকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ, এই খবর শোনার পরই মৃতের আত্মীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে এবং বিচার চেয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েন। সেখানে টেবিল, চেয়ার থেকে শুরু করে জানলার কাচ ও অন্য সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। সেখানে থাকা অন্য মহিলা নার্স থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে রোগীর আত্মীয়দের কথা কাটাকাটি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সেসময়ে বেশকিছু ওষুধও নষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যান কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরপরই হাসপাতালের তরফে বহরমপুর থানার পুলিশকে জানানো হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। হাসপাতালের তরফে অভিযোগ পাওয়ার পরই ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। ভাঙচুরের ঘটনায় রবিবার চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ মাসুম কবির, রোহন করিম, মাসুদ করিম এবং জিয়াউর রহমান। ধৃতরা সকলেই বেলডাঙ্গার বাসিন্দা।

যদিও এই ঘটনায় হাসপাতালের সুপার অনাদি রায় চৌধুরী বলেন, ‘হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় কোনও গাফিলতির ঘটনা ঘটেনি। তারপরেও পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি।’

স্কুল চত্বরে জঞ্জাল, রাতে মদের আসর

আঁধারে পাঠশালা

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : স্কুলের সামনে ও পেছনে জমে রয়েছে জঞ্জাল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই বসে মিড-ডে মিল খায় পড়ুয়ারা। এই ছবি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অভিযোগ, স্থানীয়দের একাংশ রোজ স্কুল চত্বরে আবর্জনা ফেলে যান। সেই স্তূপ থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে ক্লাসরুমের জানলা বন্ধ রাখতে হয়। এমনকি শিক্ষকদের কমনরুমের পেছনেও জমে থাকে জঞ্জাল। নাকে রুমাল চাপা দিয়েই দিন কাটে তাঁদের। অভিযোগ, রাতে স্কুল প্রাঙ্গণে মদের আসর বসে। দিনেরবেলা মদের বোতলের ভাঙা অংশ পড়ে থাকতে দেখা যায় এদিক-ওদিক। বাচ্চারা কি আর অতশত ভেবে চলাফেরা করে। পাছে যদি পা কেটে রক্ত...।

ফুলবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায় আশ্বাস দিলেন, ‘স্কুলের পেছনের অংশে সৌন্দর্যায়নের জন্য গাছ লাগানো হবে। এছাড়া, চারপাশে যেন কেউ আবর্জনা না ফেলেন, সেজন্য সচেতন করা হবে এলাকাবাসীকে।’

স্থানীয় অভিভাবকদের মধ্যে বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করানোর ঝোঁক রয়েছে। যাঁদের সেই সামর্থ্য নেই, সেই বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসেন এই প্রাথমিক স্কুলে। বর্তমানে ৯১ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা ছয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত সরকার বলছিলেন, ‘এলাকাবাসীদের অনেকেই আবর্জনা ফেলে দিয়ে চলে যান। বারবার নিষেধ করা হয়েছে। অনুরোধ করা হয়েছে। তবুও লাভ হয়নি। গ্রামবাসী সচেতন না হলে পরিস্থিতি বদলাবে না।’ সঞ্জিত জানালেন, স্কুলের সীমানা প্রাচীর নেই। প্রাচীর তৈরির জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানো হয়েছে। তবুও সেই কাজ হয়নি।

২০০৪ সালে পথচলা শুরু হয়েছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির। একসময় প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া ছিল। বর্তমানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বহু অভিভাবক ছেলেমেয়েকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। স্কুলে ঢুকে দেখা গেল, বাচ্চারা পাত পেরে বসে মিড-ডে মিল খাচ্ছে। কিন্তু সেই ঘরের পাশেই আবর্জনার পাহাড় মাথা তুলেছে যেন।

অম্বিকানগর প্রাইমারি স্কুলের পিছনে জমে আবর্জনার স্তূপ।

সবিতা বর্মন নামের এক অভিভাবকের গলায় আফসোসের সুর, ‘আমি দিনমজুর। সামান্য রোজগারের ওপর নির্ভর করে সংসার চলছে। বাচ্চাকে বড় বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করানোর মতো সামর্থ্য নেই আমাদের মতো পরিবারের। এখানেই লেখাপড়া করে ও বড় হোক, নিজের পায়ে দাঁড়াক- সেটুকুই চাই। কিন্তু ভয় লাগে, যখন-তখন বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া, পোকামাকড়ও বাসা বাঁধতে পারে ওই আবর্জনায়।’

বিপদ হলে দায় কে নেবে? সবিতার প্রশ্নের সদুত্তর হয়তো কারও কাছেই নেই।

গ্রেপ্তার তরুণ

কলকাতায় তরুণীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২৪ বছরের তরুণ। পলাতক বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শনাক্ত করা হয়েছে ধৃতকে।

উদ্ধার কঙ্কাল

নতুন বাড়ির জন্য ভিত কাটতে গিয়ে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হল নরকঙ্কাল। রবিবার অশোকনগরে দুটি মাথার খুলি সহ বেশ কয়েকটি হাড়গোড় উদ্ধার করেন মিস্ত্রিরা। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বাবাকে মারধর

চিৎপুরে বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল দুই ছেলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন তিনি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আত্মঘাতী বৃদ্ধ

উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার ইছাপুরে সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বৃদ্ধ। তাঁর বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ায়। আর্থিক অনটনের জেরেই এই ঘটনা কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দিগন্ত ছাড়িয়ে... ফানুস উৎসবে রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

৫ বাঙালি আটক ওড়িশায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টায় অবশেষে মুক্তি

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৩০ নভেম্বর : ফের ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে হেনস্তার অভিযোগ উঠল। বীরভূমের নলহাটি-২ ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের ৫ শ্রমিককে বাংলায় কথা বলার কারণে আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাঁদের পরিবারের দাবি, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তাঁদের বাংলাদেশি বলে ওড়িশার ভদ্রকের আগরপাড়া থানা এলাকায় একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি জানতে পেরে রবিবারই ওড়িশার স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। এরপর রবিবার তাঁদের শর্তসাপেক্ষে ছাড়া হয়। প্রতিদিন থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বীরভূম জেলা পরিষদের মেন্টর তথা বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা (রানা) বলেন, 'এই রাজ্যের শ্রমিকদের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপি কতটা বাংলা-বিরোধী। ওই পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখেছি। রাজ্য সরকার বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মতো আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি।'

নলহাটির এই পাঁচজনকে আটকে রাখা হয়েছিল ওড়িশায়। -তথাগত চক্রবর্তী

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের নলহাটি-২ ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল আলিম শেখ, আতাউর রহমান, সেলিম শেখ, মণিরুল ইসলাম ও নূর আলম গত ২৫ বছর ধরে ওড়িশার আগরপাড়ার পারকুন্দায় শ্রমিকের কাজ করেন। শনিবার বিকালে আগরপাড়া থানার পুলিশ তাঁদের থানায় ডেকে পাঠায়। তাঁরা কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের ভদ্রকের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আটক শ্রমিকদের বাড়িতে কয়েকদিন আগেই এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন স্থানীয় বিএলও। আটকে থাকা শ্রমিকদের প্রত্যেকের নামই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে।

এরপরও তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে বা তাঁদের কাগজপত্র গ্রাহ্য করা হচ্ছিল না। আতাউর রহমান বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমাদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ। সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল। শনিবার ফের আমাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। পরে কাগজপত্র দেখে ছাড়া হলেও প্রতিদিন থানায় হাজিরার শর্ত দেওয়া হয়েছে।'

অনুপ্রবেশ তাস কতটা সফল?

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর ঘোষণার পরেই সীমান্ত দিয়ে এরাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা বাংলাদেশিদের সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে যাওয়ার ঢল নামে। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সেই ছবিকে হাতিয়ার করে রাজ্যের অনুপ্রবেশ তত্ত্বে শান দিয়েছে বিজেপি। কিন্তু রাজনৈতিক মহল ও বিজেপির একাংশের প্রশ্ন, সীমান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পলায়নের এই ছবি দেখিয়ে ভোটে জেতা যাবে তো?

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই রাজ্যের উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব বিজেপি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পালাবদলের সূত্র ধরে রাজ্যের সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে বিধানসভা ভোটের আগে অনুপ্রবেশ ইস্যুকে ফের হাতিয়ার করেছে বিজেপি। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে এসআইআর শুরুর পর থেকেই শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতারা নিয়ম করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে থাকেন, এসআইআর শুরুর আগে পালাও, না হলে বিএসএফ কাঁটাতারের ওপারে ছুড়ে ফেলে দেবে। লাগাতার এই প্রচারে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কার্যত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। শুধু অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাই নন, রাজ্যের উদ্বাস্তু শরণার্থীরাও আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যান। এই আবহে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের মতো নেতাদের মন্তব্যও কার্যত আতঙ্ককে আরও উসকে দিয়েছে। সম্প্রতি শান্তনু বলেন, 'খসড়া ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। শান্তনুর এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে মতুয়া সহ রাজ্যের উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে। কারণ, শান্তনুদের পরামর্শেই

সন্দিহান বিজেপি

তাঁরা সিএএতে আবেদন করেছেন। কিন্তু সেই আবেদনের ভিত্তিতে যে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে এমন কোনও আশ্বাস কমিশন এখনও দেয়নি। তৃণমূল বলে চলেছে সিএএতে আবেদন করা মানেই নিজেকে অনুপ্রবেশকারী বলে ঘোষণা করা। ফলে মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এসআইআর এখন সিএএ। কার্যত শাঁখের করাতের মতো।

বিজেপি ও গেরুয়া শিবির মনে করেছিল এসআইআরে প্রায় দেড় কোটির মতো নাম বাদ যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে ৩৫ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ পড়েছে। এসআইআর শেষ হওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। তবে লক্ষ্যপূরণ হবে কি না তা জোর দিয়ে বলতে পারছে না বিজেপিও।

রাজনৈতিক মহল ও নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সংখ্যা দিয়ে নয়, আসলে সীমান্তে পলায়নের ছবি দেখিয়েই রাজ্যের ভোটে অনুপ্রবেশ তাস খেলতে চেয়েছে বিজেপি। সেই খেলায় সংবাদমাধ্যমের দৌলতে কিছুটা হলেও সফল বিজেপি। তবে অন্য একটি অংশের মতে, বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন। কয়েক হাজার অবৈধ মানুষকে সীমান্তের দিকে চলে যাওয়ার ছবি দেখিয়ে উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানো যাবে না। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দেবাশিস সেনও বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে কিছু নাম কেটে নির্বাচনে জেতা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।' সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপির অনুপ্রবেশ তাস এখন হরতনের টেক্কা হয়ে গিয়েছে। সেই জন্যেই শমীক ভট্টাচার্যকে কার্যত আর্তনাদ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বলতে হচ্ছে রাজ্যে এসে আসল পরিস্থিতিটা দেখুন।'

এসআইআর-এর পদক্ষেপ নিয়ে তর্জা

সময়সীমার বৃদ্ধিতে একসুর বিরোধীদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর-এর মেয়াদ বাড়ল, পিছোল খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়। শেষ মুহূর্তে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমজনতা ও রাজনৈতিক মহলের তরজা তুঙ্গে। কার চাপে শেষপর্যন্ত মাথা নোয়াল কমিশন, তা নিয়েই চলেছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তবে এরই মধ্যে এই প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা এসআইআর-এর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে সরব হয়েছিলেন, কমিশনের এই সিদ্ধান্তে সত্যিই তাঁদের কি কোনও লাভ হল? নাকি এখানেও সেই শক্তি প্রদর্শনের তত্ত্বেরই জয়?

এসআইআর-এর শুরু থেকেই তার সময়সীমা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এদিন এসআরএর-এর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের সমালোচনা করতে দেরি করেনি তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, সময়সীমা বাড়ানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আগেই দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তখন কমিশন তা মানেনি। এদিনের সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণ হল তৃণমূলের দাবি সঠিক। তবে তৃণমূলের দাবি মানতে রাজি নয় বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কমিশনের এই সিদ্ধান্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের জন্য। নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কথায় সময় বাড়ায়নি।' তবে কী কারণে এই সময় বৃদ্ধি, তা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানায়নি কমিশন।

> কমিশনের এই সিদ্ধান্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের জন্য। নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কথায় সময় বাড়ায়নি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

> শেষমুহূর্তে এসে কমিশনের বোধোদয় হল। মোদি-শা'র কথাতেই চলছে কমিশন। সেজন্য এই হাল।
>
> **সুজন চক্রবর্তী**

কমিশনের একটি সূত্র বলছে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর অগ্রগতি যথেষ্টই সন্তেষজনক। কমিশন তা আগেই জানিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সহ যে ১২টি রাজ্যে বর্তমানে এসআইআর চলছে, সেগুলির সব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। যেমন, কেরল। উত্তরপ্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ এখনও ৭০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়নি।

যদিও কমিশনকে তুলোধোনা করতে ছাড়ছে না কেউ। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এসআইআর সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে যে পরিকাঠামো দরকার তা তৈরি না করেই মাঠে নেমে পড়েছিল কমিশন। ফলে কমিশনের অবস্থা এখন ল্যাজেগোবরে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শেষ মুহূর্তে এসে কমিশনের বোধোদয় হল। মোদি-শা'র কথাতেই চলছে কমিশন। সেজন্য এই হাল।' শুরু থেকেই কাজের চাপ ও সময়সীমা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএলওরা। চাপ বাড়াতে সিইও দপ্তরে টানা দু'দিন ধরে ধর্না দিয়েছে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ। কমিশনের এদিনের সিদ্ধান্তকে তাঁরা নৈতিক জয় বলে মনে করছেন। তবে একই সঙ্গে কমিশনের ওপর চাপ বজায় রাখতে তাঁদের দাবি, ৭ দিন সময় বাড়িয়ে কোনও কাজ হবে না। অন্তত এক মাস সময় বাড়ানো দরকার। এক মৃত বিএলও কর্মীর স্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আগে ঘোষণা হলে প্রাণ যেত না আমার স্বামীর।'

কমিশনের ৭ দিন সময় বাড়ানোর কারণ এখনও ধোঁয়াশায়। আমজনতা থেকে কমিশনের আধিকারিকদের একাংশ মনে করেন, এই সিদ্ধান্তে নির্বাচন কর্মী ও আধিকারিকদের কমিশনের ওপর নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস কমবে।

নির্বিঘ্নে ফলতায় পর্যবেক্ষকরা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর-এর কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় গেলে তৃণমূলের বাধার মুখে পড়তে হবে। এমনকি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে পর্যবেক্ষকদের। শুক্রবার সুব্রত গুপ্তের নেতৃত্বে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ পর্যবেক্ষকদের ফলতা পৌঁছোনোর ঠিক আগে এক্স হ্যান্ডেলে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তা আশঙ্কাই রয়ে গেল।

এদিকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এদিনও বলেছেন, 'রাজ্যে এসআইআর বাস্তবে কী হচ্ছে, জ্ঞানেশ কুমার নিজে এসে দেখুন। সদলবলে রাজ্যে আসুন। দিল্লিতে ঠান্ডা ঘরে বসে থেকে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে দিলেই কাজ হবে না। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ১৩ রোল অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন। যাঁরা শুধু সরেজমিন পরিস্থিতি দেখবেন না, ইতিমধ্যে মধ্যে তৈরি হওয়া এসআইআর-এর তালিকাও খতিয়ে দেখবেন। এদিন সেই উদ্দেশ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ফলতায় আর এক সদস্য পর্যবেক্ষক শ্রী মুরুগানকে সঙ্গে নিয়ে যান রোল অবজার্ভারদের নেতৃত্বে থাকা প্রাক্তন আমলা সুব্রত গুপ্ত। তাঁর সেই সফরের আগেই বিরোধী দলনেতার পোস্টে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়। যদিও বাস্তবে তার কিছুই এদিন ঘটেনি। পর্যবেক্ষকরা ফলতা বিডিও অফিসে গিয়ে বিএলও এবং বিএলএ-দের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন।

সেই বৈঠকে ডায়মন্ড হারবারের এসডিও এবং ফলতার বিডিও উপস্থিত ছিলেন। পরে সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো এসআইআর হচ্ছে কি না সেটা দেখতেই এখানে এসেছিলাম। বিএলও ও বিএলএ-দের সমস্যা নিয়েও কথা হয়েছে। অসন্তোষের কোনও জায়গা নেই। এখনও পর্যন্ত যা দেখেছি তা সব ঠিকঠাকই চলছে। কিছু অভিযোগ পাচ্ছি। সেগুলিও খতিয়ে দেখতে হবে।'

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে... হস্তশিল্পমেলায় সন্তান কোলে কাজে ব্যস্ত মা। রবিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

নাম তুলতে মা, বাবা সেজেছেন প্রতিবেশীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : কোথাও প্রতিবেশী প্রৌঢ়া হয়েছেন মা, আবার কোথাও প্রতিবেশী বৃদ্ধ বাবা। রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা হতেই উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, দেগঙ্গা, স্বরূপনগর, মুর্শিদাবাদের লালগোলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসছে। কোথাও অভিযোগ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে। আবার কোথাও এপার বাংলাতে থেকেই কারসাজি।

দেগঙ্গায় প্রতিবেশী মহিলাকে মা সাজিয়ে ভোটার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক বাংলাদেশি মহিলার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বেলেঘাটা খালপাড় এলাকায় শেফালি মণ্ডল নামে অভিযুক্ত মহিলা ২৬ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছেন। তাঁর নিজের মা বাংলাদেশে রয়েছেন। কিন্তু প্রতিবেশী প্রৌঢ়া ঊষারানি মণ্ডলকে নিজের মা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। এসআইআরের সময় বিষয়টি ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত মহিলার দাবি, ২৬ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আসার সময় ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া চলছিল দেখে তিনি এই কাজ করেছেন। ঊষারানি মণ্ডলের ছেলে উজ্জ্বল মণ্ডল জানান, তাঁর মায়ের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

বাগদায় এক বৃদ্ধ অভিযোগ তুলেছেন, তাঁকে বাবা সাজিয়ে ও তাঁর এপিক নম্বর ব্যবহার করে এসআইআরের ফর্ম জমা করেছে তিন ভাই। এঁরা কেউই তাঁর ছেলে নন। ওই ব্যক্তিদের বাবা মৃত। কিন্তু নামের মিল থাকায় তাঁকেই বাবা দেখিয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন তিন ভাই। সীমান্তবর্তী এলাকা স্বরূপনগরে অভিযোগ উঠেছে, প্রতিবেশীকে বাবা বানিয়ে দুই বাংলাদেশি মহিলা ভোটার হয়েছেন। এনুমারেশন ফর্মও জমা দিয়েছেন তাঁরা। বিজেপির দাবি, অভিযুক্ত রেহেনা খাতুন ও তাঁর মেয়ে রোজিনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের পাসপোর্ট, ভিসায় এসে তাঁরা আর ফেরেননি। এদিকে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় নতুন করে ৭০ বছর বয়সে বাবা হয়েছেন নুরাল শেখ। অভিযোগ, বাবু শেখ নামে ৪০ বছরের এক বাংলাদেশি ব্যক্তি এনুমারেশন ফর্মে বাবার জায়গায় নুরালের নাম লিখেছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই পারিবারিক কলহ শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত বাবু শেখের দাবি, নুরাল শেখের পরিবারকে টাকা দিয়ে ও অনুমতি নিয়ে তিনি ওই বৃদ্ধের নাম ব্যবহার করেছেন। বাবু শেখের পরিবার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

বাংলা বাঁচাও যাত্রায় বাদ অনেক জেলা

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সমসাময়িক ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করে ঘুরে দাঁড়াতে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' শুরু করেছে সিপিএম। মূল মিছিলের তালিকায় উত্তরবঙ্গের কালিম্পং বাদে কোচবিহার, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা থাকলেও তালিকা থেকে উধাও একাধিক জেলা। দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলি মূল যাত্রা থেকে বাদ পড়েছে।

চর্চা সিপিএমে

যদিও নেতৃত্বের দাবি, যে জেলাগুলির নাম তালিকায় নেই, সেখান থেকে উপযাত্রা হচ্ছে। সেই জেলাগুলি থেকে মিছিল করে মূল যাত্রায় যোগ দেওয়া হবে। একাধিক জেলার ক্ষেত্রে বুথভিত্তিক বা স্থানীয়ভাবেও মিছিল ও সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এমন কোনও রুট নেই যাতে সবকটি জেলা থেকে মূল জাঠা যেতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে উপজাঠা হবে।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক রতন বাগচি বলেন, 'এই জাঠা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঢুকছে না। আমরা স্থানীয়ভাবে মূল জাঠায় অংশ নেব।' হাওড়ার দিলীপ ঘোষ বলেন, '৭,৯,১৪, ১৯,২০,২১ ডিসেম্বর স্থানীয়ভাবে এই কর্মসূচি হবে। অনেকেই অংশ নেবেন। শীর্ষ নেতৃত্ব বলতে শুধুমাত্র মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তী বোঝায় না।' কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের মন্তব্য, 'সমস্ত জেলা ঘুরতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে। তাই হয়তো স্ট্রেট লাইনে মূল জাঠা নির্ধারিত হয়েছে।' বীরভূমের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'এতে বিভ্রান্তি তৈরির কিছু নেই। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে মূল জাঠা গেলে মাসদুয়েক সময় লেগে যাবে।'

বামেদের বিরুদ্ধে ক্রমশ বিরূপ চাকরিহারা শিক্ষকরা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : আন্দোলনে কখনই নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক রং লাগতে দেননি এসএসসি'র চাকরিহারারা। ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের পর থেকে বারংবার একাধিক বিরোধী শিবির চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। কিন্তু আইনজীবী তথা বামনেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিমের একাধিক বিরোধী মন্তব্য রীতিমতো ক্ষোভ বাড়িয়েছে চাকরিহারাদের মনে। সম্প্রতি ২০১৬ প্যানেলে চাকরি পাওয়া সব শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এই মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজ্যের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে তাঁদের পাশে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। রাজনৈতিক মহলের মত, 'যোগ্য' চাকরিহারাদের মধ্যে ক্রমাগত বাম বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়া বাম শিবিরের ভোটবাক্সে ভবিষ্যতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে।

'যোগ্য' চাকরিহারাদের তালিকায় নাম রয়েছে একাধিক বামনেতার। তাঁরাও এবার নিজের দলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক শাখার জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম। সাতপুরুষ ধরে তাঁর পরিবার সিপিআইএমের সক্রিয় কর্মী। কলেজ জীবনে তিনিও এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'গাজা সহ একাধিক বিদেশি ইস্যুতে বামেরা যদি রাস্তায় নামতে পারেন, তাহলে যোগ্যদের নিয়ে তাঁদের কোনও স্পষ্ট বার্তা নেই কেন? চাইলেই বামপন্থী আইনজীবীরা আদালতে লড়ে যোগ্যদের দাবি ছিনিয়ে আনতে পারতেন। শুধুমাত্র তৃণমূল বিরোধী এজেন্ডা প্রমাণ করতে তাঁদের এমন বিরূপ মন্তব্য।'

বিকাশ, শামিমের কথায় ক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরের 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক অনিমেষ পাল বর্তমানে ডিওয়াইএফআইয়ের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। জেলার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও পরিচিত। আদ্যোপান্ত বামপন্থার আদর্শে চলা একজন শিক্ষক এখন নিজেই দলের এই পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট। তাঁর মত, এখনও পর্যন্ত চাকরিহারাদের নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছে না বামেরা।

চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'যখন ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হল সেই সময় এবিটিএ সহ একাধিক বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন আমাদের হয়ে মিছিল করেছেন। অনেক বামনেতা আচার্য সদনের সামনে এসে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরবও হয়েছেন। তাহলে তাঁদের দলের একজন আইনজীবী কীভাবে যোগ্যদের সম্পর্কে বার বার অসম্মানজনক মন্তব্য করেন এবং আদালতে আমাদের নিয়ে বিরূপ কথা বলেন?'

যদিও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের পালটা উত্তর, 'আমি অবোধ কারোর কথায় উত্তর দেব না। আমার মূল দায়িত্ব মক্কেলদের স্বার্থে কাজ করা। যাঁরা মামলা করেছেন, তাঁরাও বঞ্চিত। এখন কেউ যদি মনে করেন, তাঁদের হয়ে সওয়াল করা ভুল হয়েছে, তাহলে তার উত্তর দেওয়ার দায় আমার নয়।' 'যোগ্য' চাকরিহারাদের কথায়, সিবিআই সহ একাধিক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরেও বার বার এরকমভাবে জনসমক্ষে অপমানিত হতে হতে তাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন 'যোগ্য বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এক্সপায়ারি প্যানেলে চাকরি পেয়েছেন। যোগ্যদের নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রামাণ্য তালিকা প্রকাশ হয়নি। তাহলে যোগ্যতার প্রমাণ কোথায়?' বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী 'যোগ্য' চাকরিহারাদের সমর্থনে আগেও সুর চড়িয়েছেন। তবে তিনি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই বিষয়ে নৌশাদের যুক্তি, 'কোন আইনজীবী কোন তথ্যের ভিত্তিতে কী বলছেন, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে যোগ্যদের সপক্ষে লড়াই চলবে। যোগ্যদের সুরাহা দিক রাজ্য সরকার।' রাজনৈতিক মহলের মত, বাম নেতারাই যদি এভাবে বামেদের বিরুদ্ধে চলে যান, তাহলে রাজ্য সরকার বিরোধী চাকরিহারাদের আন্দোলন এভাবে ধীরে ধীরে বাম বিরোধী হয়ে পড়তে পারে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রানবীর সিং - কে 31.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66L 86983 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই জয় আমাকে এমনভাবে শক্তি আর আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, যা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। আর্থিক নিরাপত্তা এবং আরও ভালোভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতার দিকে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। কোটিপতি হওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯২ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

আত্মসন্তুষ্টি

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল দেখে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব আশার আলো দেখতে শুরু করেছে। বিহারে মূলত বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপি'র (রামবিলাস) এনডিএ ২৪৩ আসনের মধ্যে ২০২টি জিতেছে। এই জয়ের পিছনে নীতীশ কুমারের সুশাসনের ভাবমূর্তি, নির্বাচনের প্রাক্কালে দেড় কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে এককালীন দশ হাজার টাকা জমা ইত্যাদি যেমন আছে, তেমনই আছে বিহারজুড়ে মোদি-শা'র আগ্রাসী প্রচারের মতো অন্যান্য অনুঘটক।

বিহারে এনডিএ'র জয়জয়কারে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মুখে একটাই কথা, 'এবার লক্ষ্য বাংলা।' বাংলাকে ছয়টি জোনে ভাগ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বঙ্গজয়ের প্রাথমিক পরিকল্পনা নাকি চূড়ান্ত। বিভিন্ন রাজ্য শাখায় দলের সাধারণ সম্পাদকদের দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ঠিক হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের সত্যিই কি মাথাব্যথা আছে?

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু কার্যত এখনও নির্বিকার, উদাসীন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যাঁর যাঁর নিজের নিজের কর্মসূচিতে ব্যস্ত। একসঙ্গে সকলকে কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায় না।

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দলীয় নেতৃত্বের কাছে ব্রাত্য। তিনি তাঁর মতো মাঝেমধ্যে খড়্গপুরে কর্মসূচি নেন। আবার কখনো-সখনো চলে যাচ্ছেন মানালি কিংবা আন্দামানে। অথচ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন ইস্যুতে কলকাতা এবং জেলায় জেলায় নিয়মিত মিছিল-বিক্ষোভ কর্মসূচি করছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ভূমিকা সেখানে যথেষ্ট নিষ্প্রভই মনে হয়।

শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি মনোনীত হয়েছেন পাঁচ মাস আগে। কিন্তু এখনও বাংলায় বিজেপির রাজ্য কমিটি তৈরি হয়নি। রাজ্য সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও শমীকের সেই কর্তৃত্ব, তৎপরতা, উদ্যম কি ততটা আছে, যতটা থাকা দরকার ছিল? রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর শমীকের প্রথম ভাষণ কিন্তু সব মহলে সমাদৃত হয়েছিল।

বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে রাজ্য শাখার লাইন যথেষ্ট অস্পষ্ট। শমীক আপাতভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু কট্টর মুসলিম-বিরোধী। মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে দলীয় অবস্থান নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে এমন মতান্তর তৃণমূল স্তরে কর্মী-সমর্থকদের মনে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সম্পর্কিত নানাবিধ আতঙ্কে রাজ্যে একের পর এক মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। কাজের চাপে বিএলও-দের ব্রেনস্ট্রোক ও আত্মহত্যা ইত্যাদি দাবিও আছে। সব মিলিয়ে ৪৫ জনের মতো মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এইসব ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রীরা মৃতের শেষকৃত্যে হাজির হচ্ছেন। তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

বিজেপি নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টিকে তৃণমূলের মিথ্যাপ্রচার বলে প্রচার করে ক্ষান্ত থাকছেন। শমীক কিছুটা ব্যতিক্রমী পথে। এসআইআর-এ নানাবিধ সমস্যার জন্য তিনি সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের তীব্র সমালোচনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি কিছু না জেনে দিল্লিতে বসে বড় বড় কথা বলা উচিত নয় জ্ঞানেশের।

নদিয়ার বিএলও রিংকু তরফদারের দেহের পাশে উদ্ধার হওয়া নোটে তাঁর মৃত্যুর জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী বলে উল্লেখ করা আছে। এসব সমস্যা কার্যত এড়িয়ে থাকায় বঙ্গ বিজেপি-র ভূমিকা নিয়ে রাজ্যবাসীর মনে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। উপরন্তু শুভেন্দুর কথায় কথায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ নাম বাদ পড়ার হুঁশিয়ারি কাউকে কাউকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলছে।

বাংলার সাধারণ মানুষ শুভেন্দুদের হম্বিতম্বি ভালো চোখে দেখছে না। বাংলায় কোনও কোনও পদ্ম নেতার ভূমিকা কিছুটা এরকমই। শুধু বিহারের ফলে বিজেপির আত্মসন্তুষ্টি শেষপর্যন্ত কোন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়, তা এখন দেখার।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

বাতাস-বিষ দিচ্ছে মৃত্যুর হাতছানি

এই মুহূর্তে বায়ু দূষণ ভারতের অন্যতম বড় সংকট। গোটা দেশের কোনও অংশই এই বিপদের বাইরে নয়।

চিরঞ্জীব রায়

দিনকয়েক আগে দিল্লিতে হাঁটতে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। স্রেফ শ্বাস নেওয়ার 'দোষ'-এ! যে বাতাস ছাড়া মানুষের আয়ুর অস্তিত্বই নেই, সেই বাতাসই আজ প্রাণঘাতী, তীব্রভাবে বিষাক্ত। তাই এই ঘটনা ক্ষুদ্র হলেও হিমশৈলের চূড়ার মতো ভয়ংকর সংকেত— মৃত্যুঘণ্টার আগাম আওয়াজই যেন। প্রায় একশো চল্লিশ কোটি মানুষের এক বিরাট অংশ প্রতিদিন অনিবার্যভাবে বিষপান করছে— প্রতিটি শ্বাসে, প্রতিটি মুহূর্তে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) মতে, ২০২৫ সালে বায়ু দূষণই ভারতের সবচেয়ে মারাত্মক পরিবেশগত সংকট। দেশের কোনও অংশই এই বিপদের বাইরে নেই। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স (AQLI)-এর সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে— ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই পিএম২.৫-এর মাত্রা হু-র নির্ধারিত প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রাম সীমা অতিক্রম করেছে। ভারতের গড় মাত্রা সেখানে ৪০-এর কাছাকাছি।

উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা— দিল্লি এবং সংলগ্ন শহরগুলি মিলিয়ে প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ— প্রতিদিন প্রতি ঘনমিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি পিএম২.৫ কণা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। মার্কিন এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির (ইপিএ) সংজ্ঞায় ০-৫০ একিউআই স্বাস্থ্যকর, ৫০-১০০ সহনযোগ্য; তার ওপরে মানেই বিপদ। সেই তুলনায় ভারতের অবস্থা উদ্বেগজনক।

২০২৪ সালে যে গড় একিউআই ছিল ১৩০-এর ঘরে, বর্তমান পরিস্থিতি তার থেকেও খারাপ। চলতি বছরের ২৭ নভেম্বরের পরিসংখ্যান বলে— খড় পোড়ানো, যানবাহনের ধোঁয়া, শীতের স্তব্ধ বাতাস এবং শিল্পজনিত দূষণে দেশের বহু বড় শহরেই পিএম২.৫ বারবার ৩০০ একিউআই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তত ২৫০-এরও বেশি শহর হু-র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রিপোর্টে ৩০টি সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ভারতের শহর— যার মধ্যে দিল্লিতে গড় একিউআই প্রায়শই ৩৫০-৩৮০ ছুঁয়েছে।

আমাদের রাজ্যের ছবিটাও খুব আলাদা নয়। তিলোত্তমা কলকাতা আজ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত মহানগরগুলির একটিতে পরিণত। বহুতল নির্মাণের ধুলো, যানবাহনের ধোঁয়া— সব মিলিয়ে শহরের একিউআই প্রায়ই ২০০-এর আশপাশে থাকে; নভেম্বরের শুরুতে তা ২৩২ ছুঁয়েছিল। বালি, বর্ধমান, হাওড়া, খড়্গপুর, তারকেশ্বর, হরিহরপাড়া— অনেক শহরেই একিউআই ২০০ পার। বহরমপুর, বালুরঘাট, বাঁকুড়া, হলদিয়া, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ— কোনও শহরেরই বাতাস নির্মল নয়। কারণ, ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া, ফসলের গোড়া পোড়ানো, যানবাহন, কারখানা, খনি, তীব্র নির্মাণ-প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। সে তুলনায় উত্তরবঙ্গ খানিকটা ভালো। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির একিউআই যথাক্রমে ৯৯, ৬৮, ৮৮ এবং ৭২। আর দার্জিলিং—অভিনন্দনযোগ্য ব্যতিক্রম। পাহাড়ি সেই শহরে একিউআই মাত্র ২২— প্রায় স্বর্গসুখ।

বায়ু দূষণ যে মৃত্যুদূত— এ উপলব্ধি দেরিতে হলেও এখন সবারই হচ্ছে। বাস্তব

দূষণের কবলে দিল্লি।

হল— শরীরে প্রবেশ করা পিএম২.৫ ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত করে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। অক্সিজেনের সরবরাহ কমে, প্রদাহ বাড়ে। অদৃশ্য এই বিষ ক্রমাগত বিপর্যস্ত করে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা।

ভারতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার অর্ধেক, সিওপিডি-র ৬৬ শতাংশ, হৃদরোগের ২৫ শতাংশ, ফুসফুস ক্যানসারের ৩০ শতাংশেরও বেশি এবং ডায়াবিটিসের একটি বড় অংশ— সবই বায়ু দূষণের সঙ্গে যুক্ত বলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-গবেষণা ইঙ্গিত দেয়। ২০০০ সালে যেখানে দূষণে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ, সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হচ্ছে তা এখন ২০ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মৃত্যুহার প্রতি লক্ষে প্রায় ১৮৬। শিশুর চিন্তাশক্তি হ্রাস, নবজাতকের কম ওজন— সবই এই বিষ-বাতাসের দান।

শুধু স্বাস্থ্য নয়— আর্থিক ক্ষতিও বিপুল। অসুস্থতায় কর্মহানি, উৎপাদন ক্ষমতার পতন এবং চিকিৎসা খরচ মিলিয়ে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যয় হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রতিবছর প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বায়ু দূষণের শিকার হয়ে মারা যান। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানাচ্ছে— ২০১৬ থেকে ২০২১-এর মধ্যে রাজ্যের ২২টি জেলায় দীর্ঘদিন পিএম২.৫-এ আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ। তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ মারা গিয়েছেন স্ট্রোকে, প্রায় ২৫ হাজার ফুসফুস ক্যানসারে। কলকাতায় গড় আয়ু কমছে প্রায় ছয় বছর।

বালি, বর্ধমান, হাওড়া, খড়্গপুর, তারকেশ্বর, হরিহরপাড়া— অনেক শহরেই একিউআই ২০০ পার। বহরমপুর, বালুরঘাট, বাঁকুড়া, হলদিয়া, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ— কোনও শহরেরই বাতাস নির্মল নয়। কারণ, ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া, ফসলের গোড়া পোড়ানো, যানবাহন, কারখানা, খনি, তীব্র নির্মাণ-প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। সে তুলনায় উত্তরবঙ্গ খানিকটা ভালো। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির একিউআই যথাক্রমে ৯৯, ৬৮, ৮৮ এবং ৭২। আর দার্জিলিং— অভিনন্দনযোগ্য ব্যতিক্রম। পাহাড়ি সেই শহরে একিউআই মাত্র ২২— প্রায় স্বর্গসুখ।

তাহলে উপায়? আছে— তবে প্রয়োজন সদিচ্ছা ও কঠোর বাস্তবায়ন।

- ফসলের গোড়া পোড়ানো বন্ধ করতে হবে; রোটাভেটর বা বায়োমাস উৎপাদনকেন্দ্রের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।
- বাহন-দূষণ কমাতে বিএস-VI নিয়ম কার্যকর করতে হবে এবং জ্বালানিতে ভেজাল রুখতে হবে।
- ধোঁয়া পরীক্ষায় কঠোরতা, রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ বাড়ানো এবং সিএনজি-ইভি বাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য।
- কারখানায় কয়লার বদলে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- নির্মাণস্থলে ধুলো আটকাতে উইন্ড ব্রেকার, ওয়াটার স্প্রিংকলার এবং ডাস্ট-রিডাকশন প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- বাড়িতে ঘুঁটে-কয়লার বদলে এলপিজি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- এবং অবশ্যই— ব্যাপক বৃক্ষরোপণ।

কিন্তু 'করতে হবে' আর 'করা হবে'—এই দুয়ের মাঝেই বিরাট ফাঁক। রাজনৈতিক স্বার্থ, সামাজিক অভ্যাস, অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভেদ— সব মিলিয়ে দূষণ কমানোর সমাধান বলে দেওয়া সহজ, কার্যকর করা হাজারগুণ কঠিন। তাই প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ, এবং নাগরিকের সচেতন সদিচ্ছা। বস্তুত, আমরা নিজেরাই বহুদিন ধরে বিষপান করে চলেছি। বাতাসে সেই বিষ বাড়িয়েছি নিজেরাই। এই সত্যটি মাথায় রেখে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে না পারলে, আইন মেনে চলার ন্যূনতম চেষ্টাও না থাকলে— আমাদের আয়ু আরও কমবে। স্বাস্থ্য সম্পদ নয়, বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কুড়ুলটা অন্য কেউ নয়— আমরাই আমাদের পায়ে মারছি।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৫৪

সমাজকর্মী মেধা পাটকরের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৫

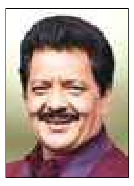

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী উদিত নারায়ণ।

আলোচিত

তারকাদের ছবি মোবাইলে বন্দি করলেই নিজেকে সাংবাদিক বলা যায় না। তার জন্য পড়াশোনার প্রয়োজন। আমার বাবা সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু কারা এঁরা। নোংরা জামাকাপড় পরে চলে এসেছেন। এঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? হাতে একটা মোবাইল আছে মানেই কি সব করতে পারেন এঁরা?

-জয়া বচ্চন

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে একটি এসইউভি পুকুরে পড়ে যায়। গাড়ির মধ্যে আটকে পড়েন একজন। এক জেলে ডিঙি নিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছোন। জীবন বাজি রেখে ডুবন্ত গাড়ির দরজা ভেঙে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। মুগ্ধ নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

ভারতীয়রা প্রতিভাবান, তাঁদের কাজে আমেরিকা উপকৃত হয়েছে। পডকাস্টে দাবি ধনকুবের এলন মাস্কের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া অভিবাসন নীতির জেরে একদিকে যখন অস্বস্তিতে সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা, তখন মাস্কের এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে শোরগোল ফেলেছে।

জনমন জনমত

বন্দে মাতরম, জয়হিন্দ উচ্চারণ শালীনতাবিরোধী!

বন্দে মাতরম ও জয়হিন্দ স্লোগান আর সংসদে দেওয়া যাবে না- রাজ্যসভার এই সাম্প্রতিক নির্দেশে দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়েছে। সংবিধানের আঁতুড় সংসদই যদি এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের শিকার হয়, তা যে আখেরে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই কালিমালিপ্ত করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রের শাসকদল ঘটা করে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পালন করেছে। শেষে তাকেই সংসদে ব্রাত্য করে তোলা হচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা আনন্দমঠের বন্দে মাতরম ধ্বনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জয়হিন্দ স্লোগান আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্যবদ্ধতার চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। তাকেই আজ শালীনতাবিরোধী তকমা দেওয়া হচ্ছে! এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

এমন বিধিনিষেধ চাপানোর অর্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। মনে রাখতে হবে, আমরা ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিকদের জন্য স্বাধীনতা পাইনি, পেয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য। তাঁদের কথা ভেবে কেন্দ্রের শাসকদল এই হঠকারিতার পথ থেকে সরে আসুক সেটাই দেশবাসীর কামনা।

প্রদ্যুৎকুমার সেন
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

প্রত্যাহার করা উচিত

সম্প্রতি জানতে পারলাম, আগামী শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন জয়হিন্দ ও বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়া যাবে না- এমনটা নাকি শালীনতাবিরোধী। এমন ফতোয়া গণতন্ত্রের প্রতি চরম আঘাত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সৃষ্ট জয়হিন্দ এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট বন্দে মাতরম কী করে শালীনতাবিরোধী হয় তা ভাবতে অবাক লাগে! এমন ভাবনাচিন্তা থাকলে শীঘ্রই তা প্রত্যাহার করা উচিত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মূল মন্ত্র জয়হিন্দ ও বন্দে মাতরম আজও প্রত্যেক ভারতবাসীর মনকে উদ্বেলিত করে, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। ঈশ্বর সাময়িকভাবে উন্মাদ তথা বিভ্রান্তদের সুবুদ্ধি দিক।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাতি-রেল সংঘাত : এক গভীর সংকট

বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে রেলপথ স্থাপনের জেরে হাতি-রেল সংঘাত বাড়ছে। 'উন্নয়ন'-কে ঘিরে প্রশ্নও উঠছে।

সৌম্যজিৎ ঘোষ

উন্নয়ন ও প্রকৃতি- এই দুইয়ের টানাপোড়েন চিরন্তন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই টানাপোড়েন এমনভাবে তীব্র হয়েছে যে, তা সরাসরি হুমকি হয়ে উঠেছে মানুষ ও বন্যপ্রাণ- বিশেষত হাতির অস্তিত্বের উপর। বৃক্ষচ্ছেদন, নতুন রেললাইন, বিস্তীর্ণ চা বাগানের সম্প্রসারণ, দ্রুত বাড়তে থাকা মানব বসতি- এসবই হাতিদের ঐতিহ্যগত চলাচলের পথকে টেনে এনেছে এক গভীর সংকটে। মানুষের অগ্রগতির নামে প্রকৃতি তার ধারক প্রাণীদের হারাতে শুরু করেছে; বদলে প্রকৃতি নিজেও দেখাচ্ছে রোষ- যার উদাহরণ উত্তরবঙ্গের পুনঃপুন বন্যা বা জঙ্গলাঞ্চলজুড়ে বাড়তে থাকা অস্থিতিশীলতা।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল এক সময়ে ছিল হাতিদের স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ, যার ফলে বনভূমি খণ্ডিত হয়েছে এবং হাতির করিডরগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। দ্রুতগামী ট্রেন, পর্যবেক্ষণের অভাব, রেল-বন বিভাগ সমন্বয়ের ঘাটতি এবং মানুষের অসচেতনতা মিলিয়ে হাতি-রেল সংঘর্ষ আজ এক ভয়াবহ বাস্তবতা। ঘটনাগুলো 'দুর্ঘটনা' বলে চিহ্নিত করা হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলোর অনেকটাই প্রতিরোধযোগ্য ছিল- যদি পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হত।

প্রশ্ন উঠছে, হাতিরা কোথায় যাবে? বনভূমির জায়গায় যখন চা বাগান, গ্রাম, শহরতলি তৈরি হয়, তখন হাতিরা বাধ্য হয় মানুষের দুনিয়ায় ঢুকে পড়তে। আর তখনই শুরু হয়

এআই

সংঘর্ষ- ক্ষতি হয় মানুষ ও হাতি উভয়েরই। অনেক চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের কাছে হাতির উপস্থিতি ভয় ও আতঙ্কের কারণ, আবার হাতিদের কাছেও মানুষের বসতি সম্প্রসারণ এক অবিরাম বিপদ। অথচ মনে রাখা প্রয়োজন, হাতি প্রকৃতির সন্তান- জঙ্গলের বিবর্তন ও ভারসাম্যের এক অন্যতম ধারক। তাদের উপস্থিতি বনাঞ্চলের স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের প্রশ্নে অপরিহার্য।

এখানে ন্যায়বিচারের মাত্রা কেবল মানুষের আইনি কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকে না। ভারতীয় সংবিধানের ৫১(গ) অনুচ্ছেদ নাগরিকদের প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছে, আর বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন হাতিকে দিয়েছে সর্বোচ্চ আইনগত সুরক্ষা। ফলে হাতিদের মৃত্যু প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফল হলে তা কেবল পরিবেশগত নয়, নৈতিক অপরাধও বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তদন্ত, দায় নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ- সবই অনিশ্চিত ও ধীর।

সমাধান কী? বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা- ল্যান্ডস্কেপ স্তরের সংরক্ষণ, করিডরের সুরক্ষা, থার্মাল ক্যামেরা ও সেন্সর প্রযুক্তির ব্যবহার, চালকদের সতর্কীকরণ, রাত্রিকালীন ট্রেনে গতিনিয়ন্ত্রণ এবং রেল-বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত কাজ। বড় প্রকল্পের আগে পরিবেশ-প্রভাব মূল্যায়নকে কঠোরভাবে মানা এবং হাতিদের স্বাভাবিক চলাচলের পথ পুনরুদ্ধারের দিকেও নজর দিতে হবে। উন্নয়নের পথে আমরা হাঁটবই- কিন্তু সহানুভূতি ভুললে চলবে না। কারণ মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরনির্ভর। হাতি শুধু একটি প্রাণী নয়, বনাঞ্চলের রক্ষাকবচ। আমরা যদি তাদের রক্ষা করতে না পারি, তবে প্রকৃতির ক্ষয় অনিবার্য হয়ে উঠবে- আর তার শাস্তি শেষপর্যন্ত মানুষকেই পেতে হবে।

(লেখক কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যে ব্যক্তি পূর্ব পরিচিত নন ৪। মসজিদে নমাজ পরিচালনা করেন ৫। এক ধরনের যুদ্ধবিমান ৭। সুজি দিয়ে তৈরি মিষ্টি খাবার ৮। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৯। আসবাব বা উপকরণ ১১। ধানের খড়ের স্তূপ ১৩। একটি সবজি, লাউ ১৪। সেচনালা ১৫। সোজা কথায় দাঁত।

উপর-নীচ : ১। উৎসাহের অভাব ২। নজরুল যাকে বলেছেন কান্ডারি ৩। তীরন্দাজি প্র্যাকটিস করার জন্য উঁচু মাটির ঢিপি ৬। বড় আকারের চিংড়ি মাছ ৯। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন ১০। বাদশার বসার আসন ১১। একটি তরল ধাতু ১২। আগুন জ্বালাতে লাগে, কাউকে উৎসাহিত করতেও ব্যবহৃত হয়।

সমাধান ■ ৪৩০৫

পাশাপাশি : ১। দন্তরুচি ৩। বৎস ৫। রজতগিরি ৭। কাজরি ৯। কড়কা ১১। মরাকটাল ১৪। তম্বুর ১৫। সিংহল।

উপর-নীচ : ১। দন্তালিকা ২। চিক্কুর ৩। বরাত ৪। সবরি ৬। গিদ্ধড় ৮। জম্বুরা ১০। কাকফল ১১। মদত ১২। কদর ১৩। লপসি।

বিন্দুবিসর্গ

সক্রিয় সিম কার্ড ছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ অচল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : দেশের কোটি কোটি ইউজারদের প্রিয় মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহারের নিয়মে বড়সড়ো বদল আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার ঠেকাতে ভারত সরকার এবার হোয়াটসঅ্যাপ সহ রকমারি মেসেজিং অ্যাপগুলির জন্য কঠোর নিয়ম জারি করল। কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও ব্যবহারকারীকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই একটি সক্রিয় সিম কার্ড যুক্ত করতে হবে। এই কড়া নিয়মের জেরে আমাদের ডিজিট্যাল জীবনের একটা বড় অংশ বদলে যেতে চলেছে। বর্তমানে সাইবার জগতে যেভাবে জালিয়াতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা ঠেকাতেই সরকার এবার হোয়াইসঅ্যাপ, টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিকে সরাসরি টেলিকম পরিষেবার আওতায় আনছে, যা সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

নিয়ম জারি কেন্দ্রের

- ব্যবহারকারীকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে অবশ্যই একটি সক্রিয় সিম কার্ড যুক্ত করতে হবে
- মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে এখন পর্যায়ক্রমে যাচাই করতে হবে যে, গ্রাহকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি সক্রিয় এবং বৈধ
- যদি সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বা অন্য কোনও ব্যবহারকারীকে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মকে পদক্ষেপ নিতে হবে
- ব্যবহারকারীদের তাঁদের মেসেজিং অ্যাকাউন্টের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নিবন্ধিত সিম কার্ডটি সক্রিয় রাখতে হবে।

এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হল, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচয় যাচাইকরণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। এতদিন ব্যবহারকারীরা একটি ফোন নম্বর ব্যবহার করে একবার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে নিলে, পরে সেই সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও ওয়াই-ফাই বা ডেটা সংযোগের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটি চালু রাখতে পারতেন। অপরাধীরা প্রায়ই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভুয়ো বা সাময়িকভাবে কেনা সিম কার্ড ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ করে থাকে।

কেন্দ্রের নিয়মে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে এখন পর্যায়ক্রমে যাচাই করতে হবে যে, গ্রাহকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি সক্রিয় এবং বৈধ। যদি সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বা অন্য কোনও ব্যবহারকারীকে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য প্ল্যাটফর্মটিকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই নিয়মের কারণে সাধারণ ব্যবহারকারীরাও কিছুটা প্রভাবিত হতে পারেন। যেমন, যদি কোনও ব্যবহারকারী দীর্ঘদিন বিদেশে থাকেন এবং তাঁর ভারতীয় সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, অথবা যদি কেউ মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করেন, তাহলে নিষ্ক্রিয় সিমের সঙ্গে যুক্ত হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ব্যবহারকারীদের তাঁদের মেসেজিং অ্যাকাউন্টের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নিবন্ধিত সিম কার্ডটি সক্রিয় রাখতে হবে। আজ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে অ্যাপগুলিকে এই সিস্টেম চালু করতে হবে। যদি আপনার রেজিস্টার সিম কার্ড ফোন থেকে খুলে নেওয়া বা সিম পাল্টে ফেলা হয়,তবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা ওয়াইফাই নির্ভর ট্যাবলেট বা সেকেন্ডারি ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছে বড় ধাক্কা।

অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যাবহার করেন। এবার সেখানেও কড়াকড়ি। নয়া নিয়ম বলছে, আপনার ডেস্কটপ প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর স্বয়ংক্রীয়ভাবে লগআউট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ফের কিউআর কোড স্ক্যান করে ডিভাইসের সঙ্গে ফোনকে লিঙ্ক করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ডিজিটাল নিরাপত্তাবিধি তথা টেলিকম সুরক্ষা সংশোধনের অংশ হিসেবে এসেছে। এর ফলে আর্থিক জালিয়াতি, ম্যালওয়্যার এবং পরিচয় গোপন রেখে করা স্প্যাম বা রাজনৈতিক অপপ্রচার চালানো উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নতুন নীতি সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

আজ শুরু শীতকালীন অধিবেশন

এসআইআর, নিরাপত্তা ও দূষণ নিয়ে আলোচনা দাবি বিরোধীদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে রবিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধী দলগুলি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর), দিল্লির বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে জাতীয় নিরাপত্তা, বায়ুদূষণ সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে বিরোধীদের কাছে অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চালানোর আবেদন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। হাজির ছিলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং বিজেপি সভাপতি ও বিজেপির রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা। অপরদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের গৌরব গগৈ, সিপিএমের জন ব্রিট্টাস প্রমুখ হাজির ছিলেন।

আসন্ন অধিবেশনে পারমাণবিক শক্তি বিল, উচ্চশিক্ষা বিল, বিমা আইন সংশোধনী বিলের মতো মোট ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনার চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। এদিন বিরোধীদের কাছে অধিবেশন নির্বিঘ্নে চালানোর আবেদন জানিয়ে রিজিজু বলেন, 'সংসদে গঠনমূলক ও বাধাহীন বিতর্ক হওয়া উচিত। আশা করি সবাই ঠান্ডা মাথায় কাজ করবেন ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এড়িয়ে চলবেন। বিতর্ক সংসদের অংশ। আমি আশা করি, কোনও বিশৃঙ্খলা হবে না।'

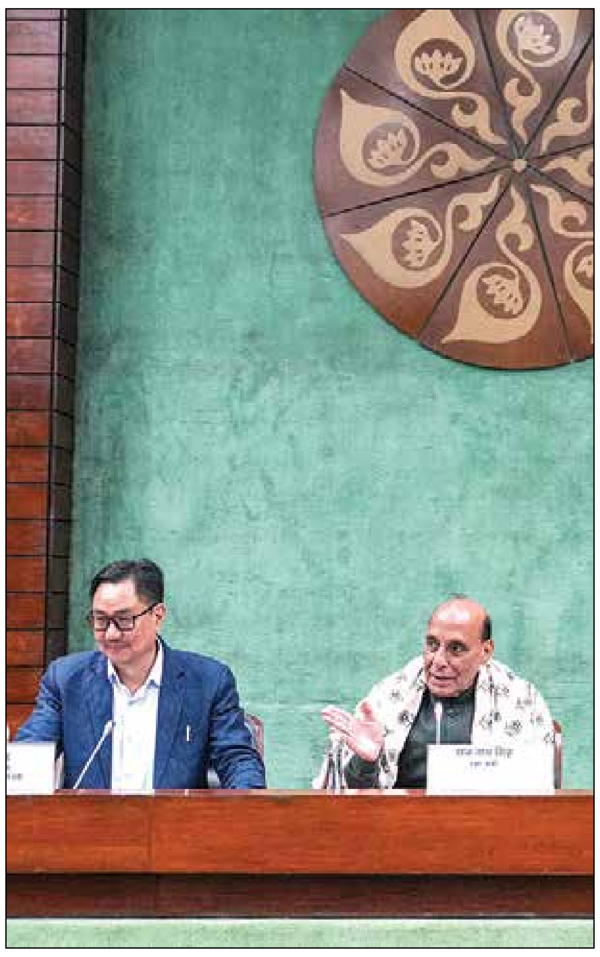

> সংসদে গঠনমূলক ও বাধাহীন বিতর্ক হওয়া উচিত। আশা করি সবাই ঠান্ডা মাথায় কাজ করবেন ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এড়িয়ে চলবেন। বিতর্ক সংসদের অংশ। আমি আশা করি, কোনও বিশৃঙ্খলা হবে না।
> **কিরেন রিজিজু**
> ....
> সরকার সংসদের ঐতিহ্য নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের, যার মধ্যে কার্যত ১৫ দিনে আলোচনা সম্ভব। এটি হয়তো সংসদের ইতিহাসে সবচেয়ে ছোট শীতকালীন অধিবেশন হতে চলেছে।
> **গৌরব গগৈ**
> ....
> সব বিরোধী দল এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছে, আশা করি সরকার এসআইআর নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। এ বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া উচিত।
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যেহেতু সব বিরোধী দল এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছে, আশা করি সরকার এসআইআর নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। এ বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া উচিত।' জানা গিয়েছে, বৈঠকে তৃণমূলের তরফে মনরেগা সহ রাজ্যের বকেয়া নিয়েও আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে। লোকসভার উপ-দলনেতা গৌরব গগৈ অভিযোগ করেন, 'সরকার সংসদের ঐতিহ্য নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের, যার মধ্যে কার্যত ১৫ দিনে আলোচনা সম্ভব। এটি হয়তো সংসদের ইতিহাসে সবচেয়ে ছোট শীতকালীন অধিবেশন হতে চলেছে। উপরন্তু অধিবেশন ডাকতেও দেরি করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট, সরকারই সংসদকে বিপথে নিয়ে যেতে চাইছে।'

এদিকে শীতকালীন অধিবেশনের আগে হওয়া প্রথম বিএসি মিটিংয়েও বিরোধীরা দাবি জানিয়েছে যে কোনভাবেই হোক এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতেই হবে সরকারকে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের পৌরহিত্যে রাজ্যসভার প্রথম বিএসি বৈঠক হয়। এদিকে লোকসভার বিএসিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রতিনিধিত্ব করে কাকলি ঘোষ দস্তিদারও রাজ্যের বকেয়া এবং এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

রাগা-সোনিয়ার বিরুদ্ধে নয়া এফআইআর

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে এবার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নতুন একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে সোনিয়া-রাহুল সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে।

ইডি-র হেডকোয়ার্টার্স ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শিবকুমার গুপ্তার থেকে বিস্তারিত অভিযোগ পেয়ে দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা সোনিয়াদের বিরুদ্ধে নতুন এফআইআরটি দায়ের করেছে। ৩ অক্টোবর ওই এফআইআরটি দায়ের হয়। ওই এফআইআরে সোনিয়া, রাহুলের পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদারও নাম রয়েছে। রয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল), ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং ডটেক্স মার্কেনডাইস প্রাইভেট লিমিটেডেরও নাম।

এফআইআরের প্রতিবাদে রবিবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মোদি-শা লাগাতার হেনস্তা, ভয় দেখানো এবং প্রতিহিংসার কদর্য রাজনীতি জারি রেখেছেন। যাঁরা ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁরাই আসলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ও ভয় পাচ্ছেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড একটি ফালতু মামলা। ন্যায়বিচার হবেই। সত্যমেব জয়তে।' অপরদিকে বিজেপির শেহজাদ পুনাওয়ালার তোপ, 'কংগ্রেসের ফার্স্ট ফ্যামিলি সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার। তাঁরা দুর্নীতি করেন আর মনে করেন যে তাঁরা সঠিক কাজই করেছেন। কংগ্রেসের অর্থ হল আই নিড করাপশন এবং আই নিড চোরি।' এর আগে এপ্রিলে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ইডি চার্জশিট দায়ের করা হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কায় অপারেশন সাগর বন্ধুতে উদ্ধারকাজে এনডিআরএফ। রবিবার।

বিকশিত ভারতের চালিকাশক্তি জেন জেড মোদি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৮ তম পর্বে দেশের যুব সমাজকে বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। রবিবার তিনি বলেন, 'যদি মনে সংকল্প থাকে, একতার শক্তিতে বিশ্বাস থাকে এবং পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহস থাকে, তবে কঠিন সময়েও সাফল্য নিশ্চিত।'

প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ইসরোর একটি ড্রোন প্রতিযোগিতার ভাইরাল ভিডিওর কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এই প্রতিযোগিতায় দেশের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে জেন জেড সদস্যরা মঙ্গলগ্রহের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে জিপিএস-এর সাহায্য ছাড়া ড্রোন ওড়ানোর চেষ্টা করছিল। পুনের একদল তরুণের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করে মোদি বলেন, 'বহুবার ব্যর্থ হওয়ার পরও তারা হাল ছাড়েনি এবং অবশেষে ড্রোনটিকে উড়িয়ে সফলতা অর্জন করে।' তাঁর মতে, এই হার না মানা মনোভাব ভারতীয় যুবশক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এই সময় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান-২ মিশনের ব্যর্থতা এবং সেখান থেকে চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের গল্প লেখার কথা স্মরণ করেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতির অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর জোর দেন। তিনি 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তির কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন। একই সঙ্গে 'ভোকাল ফর লোকাল' নীতির গুরুত্ব তুলে ধরে স্বদেশি পণ্য কেনার আহ্বান জানান। মহাকাশ গবেষণায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন মোদি। তিনি বেসরকারি সংস্থা স্কাইরুটের 'ইনফিনিটি ক্যাম্পাস'-এর উদাহরণ টেনে মহাকাশ ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কথা বলেন।

তামিলনাড়ুতে মৃত ৩

চেন্নাই ও কলম্বো, ৩০ নভেম্বর : ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া ভারত এবং প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। প্রথমে শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালানোর পর ঘূর্ণিঝড়টি ভারতের উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যার ফলে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে জারি হয়েছে চরম সতর্কতা। যদিও এদিন সকালে আবহাওয়া দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতে দিতওয়ার ল্যান্ডফল হবে না। ঘূর্ণিঝড় তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূলের গা-ঘেঁষে সমুদ্রের অংশ দিয়ে এগোতে থাকবে।

শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। সরকারিভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারী বর্ষণ, বন্যা এবং ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন প্রায় ১৫০ জন। দেশজুড়ে প্রায় ৭৮ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে আশ্রয় শিবিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং ১৫ হাজারেরও বেশি বাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বহু জায়গায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট অনুরা দিশানায়েকে শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া বহু ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করছে।

দিতওয়ার প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর উত্তাল হয়ে উঠেছে। তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে অতিভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুসারে, তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি ও দেওয়াল ধসে এ পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৫৭,০০০ হেক্টর কৃষিজমি বন্যার জলে ডুবে গিয়েছে। নাগাপট্টিনম, তিরুভারুর এবং মায়িলাদুথুরাই-এর মতো বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ১৪৯টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে। ২৩৪টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং কৃষকদের জন্য জরুরি সরকারি সহায়তা ঘোষণা করেছে।

আরব সাগরে আজব জলযান। রবিবার মুম্বইয়ের জুহুর সমুদ্রসৈকতে।

খালেদার পাশে শরিফ

ঢাকা, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নজিরবিহীন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলেছে, যা সাবেক দুই প্রধান নেত্রীর নিষ্ক্রিয়তা এবং নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের কারণে তৈরি হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে নির্বাসনে আছেন। মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ। বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা কম। রবিবার খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করে চিঠি লিখেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি লিখেছেন, 'আপনার অসুস্থতার খবর শুনে উদ্বেগে রয়েছি। পাক জনতা, সরকার এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।' বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যেন কোনও ঘাটতি না থাকে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সরকার প্রস্তুত।'

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা বিএনপি-কে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এক গভীর নেতৃত্বের সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দেশে দুই নেত্রীর শূন্যতার সুযোগে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সংস্কারের কাজ করছে। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক শক্তিগুলি তাদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছে।

দুই বাসের সংঘর্ষে মৃত ১০

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর : তামিলনাড়ুতে দুই সরকারি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত দশজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৪০। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার শিবগঙ্গা জেলার তিরুপাথুরে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি শিবগঙ্গার কুম্মানগুড়ির কাছে ঘটে। তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহণ কর্পোরেশনের ২টি বাস দ্রুত গতিতে বিপরীত দিক থেকে আসছিল। একটি বাস কারাইকুডি এবং অন্যটি মাদুরাইয়ের দিকে যাচ্ছিল। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে বাসের সামনের অংশগুলি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কয়েকজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তামিলনাড়ু সরকার নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র গণবিবাহের পাত্র

ভোপাল, ৩০ নভেম্বর : ভিআইপিদের বিয়ে মানে বিলাসবহুল, চোখধাঁধানো ব্যাপার। বছর দেড়েক আগে ছেলের বিয়ের সময় আয়োজনের বহর দেখিয়েছেন মুকেশ আম্বানি। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব উলটো পথে হাঁটলেন। ছোট ছেলে অভিমন্যু যাদবকে গণবিবাহে শামিল করে বিয়ের ধারণা বদলে দিলেন।

রবিবার উজ্জয়িনীতে গণবিবাহের আসরে নতুন জীবন শুরু করলেন অভিমন্যু। কনে ডা. ইশিতা যাদব। উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিমন্যু-ইশিতা ছাড়াও গাঁটছড়া বাঁধলেন আরও ২১ যুগল।

মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিয়ের আগে বাগদান পর্ব হয়েছে সাধারণভাবে। অনুষ্ঠানে ভাবী বর ও কনে এসেছিলেন গোরুরগাড়িতে চড়ে। এদিন এক দুর্দান্ত দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ঐতিহাসিক শহর উজ্জয়িনী। বরেরা ইম্পেরিয়াল হোটেল থেকে ঘোড়ায় চড়ে এলেন সানওয়াড়া খেরিতে। কনেরা সাজানো গাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে এলেন একঝাঁক নৃত্যরত তরুণী, মহিলা। ব্যান্ডের তালে নাচতে নাচতে এলেন তাঁরা। ছাদনাতলায় তখন এক রঙিন উষ্ণতা।

গণবিবাহ অনুষ্ঠানের উদযাপন শুরু হয় শুক্রবার। গীতা কলোনিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পুজোর মাধ্যমে। রবিবার বিবাহের মাঙ্গলিক উপচারের পর রিসেপশন হল অর্থব হোটেলে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ থেকে নীতীশ কুমার, রেখা গুপ্তা, মোহনচরণ মাঝি, ভজনলাল শর্মা সহ ১১ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আট রাজ্যের রাজ্যপালের উপস্থিতিতে জমজমাট বিয়ের আসর। আমন্ত্রণপত্রটিতেও চমক। তাতে আমন্ত্রিতদের উপহার না আনার অনুরোধ।

লালুর ঠিকানা

পাটনা, ৩০ নভেম্বর : বাংলো বিতর্কের মধ্যেই নতুন ঠিকানায় উঠে যাচ্ছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর পরিবার। পাটনার দানাপুর ব্লকের মহুয়াবাগের ওই নির্মীয়মান বাড়ির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ওই বাড়িটি নির্মাণের দায়িত্বে যে বিল্ডার রয়েছেন, তাঁকে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন লালু। গত ২০ বছর ধরে পাটনার ১০ নম্বর সার্কুলার রোডের বাড়িতে বাস করছেন লালু ও তাঁর পরিবার। সম্প্রতি লালুর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে ওই বাড়িটি ছেড়ে দিতে বলে নোটিশ পাঠায় রাজ্য সরকার। বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে রাবড়ি দেবীকে দেড় কিলোমিটার দূরে ৩৯ নম্বর হার্ডিঞ্জ রোডের বাংলোটি বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারের ওই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আরজেডির তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রাবড়ি দেবী বা তাঁর পরিবার কিছুতেই সার্কুলার রোডের বাড়িটি ছাড়বেন না। মহুয়াবাগের বাড়ির দরজা আর সবার জন্য খোলা থাকবে না বলে জানা গিয়েছে।

ভোটের মাঠে 'হিটলার' ম্যাজিক

উইন্ডহোক, ৩০ নভেম্বর : নাৎসি নেতার নামেই ভোট জয়! শুনে চমকে গেলেন? এটাই এখন নামিবিয়ার হট টপিক। এক সময়ের জার্মানির কলোনি এই দেশে এক রাজনীতিকের নাম— অ্যাডল্ফ হিটলার উনোনা! হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন, হিটলার! এই নাম নিয়েই তিনি ভোটে একের পর এক গোল দিচ্ছেন।

অ্যাডল্ফ হিটলার উনোনা নামিবিয়ার ওম্পুন্ডজা আসনের জনপ্রতিনিধি। ২০০৪ সাল থেকে তিনি তাঁর আসনটি ধরে রেখেছেন, যা প্রমাণ করে নামের বিতর্ক সত্ত্বেও তিনি এলাকায় অসম্ভব জনপ্রিয়। তাঁর দল, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন। ৫৯ বছর বয়সি এই নেতা এর আগে ২০২০ সালের নির্বাচনে ৮৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন— ভাবা যায়! এই জয়ের পর স্থানীয় দৈনিক দ্য নামিবিয়ান-কে তিনি জানিয়েছিলেন, নামের কুখ্যাত সংযোগ থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতে চান।

নামের জন্য তাঁকে কম ভোগান্তি পোহাতে হয় না! আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় নাম উঠলেই বিতর্ক শুরু। তবে হিটলার উনোনা সোজাসাপটা বলছেন, 'বাবা এই নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি জার্মানির অ্যাডল্ফ হিটলারের মতো মানুষ বা তাঁর চরিত্র বহন করি।'

জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড-কে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, তাঁর বাবা হয়তো নাৎসি নেতাটির আসল রূপ জানতেন না। ছোটবেলায় এই নাম তাঁর কাছে ছিল একদম স্বাভাবিক। বড় হয়ে যখন ইতিহাসের সেই ভয়ংকর অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি বোঝেন আসল ব্যাপারটা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি! তাঁর কথায়, 'আমার সব সরকারি নথিতে এই নাম, এখন বদলানোর সময় নেই।'

নামিবিয়া একসময় জার্মানির দখলে ছিল, তাই অ্যাডল্ফের মতো নাম সেখানে এখনও চলে। অবশ্য উনোনা লোকসমাজে সাধারণত 'হিটলার' শব্দটি এড়িয়ে শুধু অ্যাডল্ফ নামেই পরিচয় দেন। তবে পাঁচবারের জয়ী এই নেতা আবারও প্রমাণ করলেন, নাম যাই হোক না কেন, স্থানীয় মানুষের মন জিততে পারলে জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হয়।

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস হলে তা অনেকসময় মারাত্মক জটিলতা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে জন্ডিস খুব বিপজ্জনক। তাই গর্ভাবস্থায় জন্ডিস এড়াতে সচেতনতা জরুরি। লিখেছেন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার **ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য**

সাধারণত রক্তে বিলিরুবিনের স্বাভাবিক মাত্রা ০.২-০.৮ মিলিগ্রাম। গায়ের চামড়ার রং হলুদ হয়ে যাওয়া, চোখের স্ক্লেরা কনজাংটাইভা এবং মিউকাস মেমব্রেন হলুদ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে যদি বিলিরুবিনের মাত্রা ১.২ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারের বেশি হয় তখন তাকে গর্ভাবস্থায় জন্ডিস বলব। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, প্রতি হাজার গর্ভবতী মহিলার মধ্যে এক থেকে চারজন জন্ডিসে ভুগে থাকেন।

কারণ

গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের কারণ সরাসরি গর্ভাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। যেমন, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্ট্যাসিস, অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার, হেলপ সিনড্রোম, হাইপার এমেসিস গ্রেভিডেরাম গর্ভাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার ভাইরাল হেপাটাইটিস কিন্তু গর্ভাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

জন্ডিসের কারণের মধ্যে রয়েছে, ভাইরাল হেপাটাইটিস-এ, ই এবং জি, গলস্টোন, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, হিমোলাইসিস, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্ট্যাসিস, হেলপ সিনড্রোম, অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার, গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বমি এবং সিরোসিস।

উপসর্গ

গায়ের চামড়া, চোখের স্ক্লেরা, কনজাংটিভাইটিস এবং মিউকাস মেমব্রেন হলুদ হয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি, পেটে ব্যথা, প্রস্রাব হলুদ হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি, দুর্বলতা, খাবারে অরুচি, ওজন কমে যাওয়া এবং চুলকানি।

রোগ নির্ণয়

রোগীর উপসর্গ এবং লক্ষণ দেখে চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা বিশেষত সিবিসি লিভার ফাংশন টেস্ট, প্লেটলেট কাউন্ট করাতে বলেন। ইউরিন টেস্ট করে ইউরিনে অ্যালবুমিন সুগার বাইল পিগমেন্ট আছে কি না দেখা হয়। সিরাম ভাইরাল মার্কারগুলো নির্ণয় করা হয়। এছাড়া ইউএসজি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমআরআই করার দরকার হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

- এ সময়ে বাইরের খাবার, আঢাকা ও দূষিত খাবার খাওয়া চলবে না।
- সময়ে হেপাটাইটিসের টিকা নিতে হবে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, জল নিয়মিত দুই থেকে তিন লিটার খেতে হবে।
- নিয়মিত অ্যান্টিনেটাল চেকআপ করতে হবে, প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- খাবার খাওয়ার আগে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে।
- তেল-মশলাদার, চর্বি জাতীয় ও ভাজা খাবার খাওয়া চলবে না।
- রক্ত পরীক্ষার সময় ও রক্তদানের সময় জীবাণুমুক্ত করা সূচ ব্যবহার করতে হবে।
- ডাক্তারবাবুর পরামর্শে ফলিক অ্যাসিড বড়ি খেতে হবে।
- খাদ্যতালিকায় নিয়মিত ফলমূল ও সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে।

চিকিৎসা

রোগীকে বিশ্রামে থাকতে হয়। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, গ্লুকোজ জল, ফলের রস, মুখে খেতে না পারলে প্রয়োজনে ১০ শতাংশ ডেক্সট্রোজ স্যালাইন, নিয়মিত রক্তপরীক্ষা, পটাশিয়াম গ্লুকোজ এবং ক্যালসিয়ামের মাত্রা নির্ণয় করা দরকার।

প্রসবের সময় হেপাটোটক্সিক ড্রাগ এড়িয়ে চলা উচিত। ইনজেকশন ভিটামিন-কে এবং অক্সিটোসিন ব্যবহার করতে হয় এবং এসময় একজন লিভার বিশেষজ্ঞর তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।

কতটা বিপদ

মা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে জন্ডিস সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন মায়ের ক্ষেত্রে লিভারের ক্ষতি এবং লিভার ফেলিওর হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অনেকের স্নায়বিক সমস্যা হতে পারে, কিডনির ক্ষতি হতে পারে। কারও কারও রক্তক্ষরণ হতে পারে। এছাড়া সিজারিয়ান সেকশনের পরিমাণ বাড়ে। প্রসবের আগে এবং প্রসবের পরে রক্তপাত হতে পারে।

অন্যদিকে, শিশুর ক্ষেত্রে সময়ের আগে জন্ম বা কম ওজনের শিশুর জন্ম, গর্ভপাত, নবজাতকের জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা, গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু এবং নবজাতকের সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কী খাবেন

এই সময় পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খাওয়া জরুরি। ফলের মধ্যে আপেল, কমলালেবু ও তরমুজ খেতে পারেন। সবজির মধ্যে পালংশাক, গাজর, বিট খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া কমলালেবুর রস খেতে পারেন। আখের রস খুব উপকারী। ভুট্টা, ওটস ও অন্যান্য গোটা শস্য লিভারের জন্য খুব উপকারী।

কী খাবেন না

চর্বি জাতীয় খাবার, ভাজাভুজি, অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবার, বেশি চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার, অতিরিক্ত লবণযুক্ত, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড, কাঁচা লবণ, রেড মিট ও অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাবার খাবেন না। মদ্যপান এড়িয়ে চলুন।

খিঁচুনি পাঁচ মিনিটের বেশি হলে সতর্ক হোন

মৃগী একটি সাধারণ স্নায়বিক রোগ, যা সারাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। এটি কোনও মনোরোগ নয়, কোনও অভিশাপও নয়, বরং এটি মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার একটি অসামঞ্জস্য, যা সঠিক চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। লিখেছেন কোচবিহারের ডাঃ পিকে সাহা হাসপাতালের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট (নিউরোঅ্যানাস্থিশিয়া) **ডাঃ কৌস্তভ দত্ত**

মৃগী বোঝার জন্য প্রথমে খিঁচুনি কী তা বুঝতে হবে। আমাদের মস্তিষ্কে বিলিয়ন বিলিয়ন সেল বা কোষ একে-অপরের সঙ্গে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। সহজভাবে বললে, খিঁচুনি হল হঠাৎ এবং সাময়িক 'বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট', যা এই স্বাভাবিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়। এই অল্প সময়ের 'ঝড়'-ই সাময়িকভাবে চেতনা হারানো, দৃষ্টি লোপ বা অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়ার কারণ হয়। অন্যদিকে, মৃগী এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি অবস্থা, যেখানে রোগীর মধ্যে এমন অনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক ঝড় (খিঁচুনি) বারবার ঘটার প্রবণতা থাকে।

প্রাথমিক সংকেত : 'অরা' চিনুন

সব খিঁচুনি হঠাৎ করে হয় না। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে খিঁচুনি শুরু হয় 'অরা' নামের একটি অনুভূতি দিয়ে।

অরা আসলে খিঁচুনির প্রাথমিক ধাপ, যা তখনও সীমিত অংশে থাকে। এটি চিনতে পারা নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যা লক্ষ করবেন

অরা হতে পারে হঠাৎ পেটে একধরনের ওঠানামার অনুভূতি, তীব্র ভয় বা আগেও এই জায়গায় ছিলাম এমন অনুভূতি, পোড়া রাবারের মতো অদ্ভুত গন্ধ বা চোখের সামনে আলোর ঝলক দেখা।

কী করতে হবে

যদি রোগী বুঝতে পারেন যে তাঁর অরা শুরু হয়েছে, তাহলে তিনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারেন বিশেষ করে আগুন, জল বা উঁচু জায়গা থেকে দূরে।

চিকিৎসা

উন্নত এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগে জটিলতম মৃগী রোগীরও চিকিৎসা করা সম্ভব। যাঁদের খিঁচুনি অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী— যেমন, রিফ্র্যাক্টরি স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস (আরএসই) অর্থাৎ এমন খিঁচুনি যা ৩০ মিনিটেরও বেশি স্থায়ী হয় বা একের পর এক খিঁচুনি হয়। কিন্তু রোগী পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেন না এবং সাধারণ ওষুধেও কাজ হয় না। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এমন রোগী জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পান। প্রয়োজনে অ্যানাস্থেটিক ওষুধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে সম্পূর্ণ খিঁচুনি দমন করা হয়, যাতে মস্তিষ্কের ক্ষতি বন্ধ করা যায়। এই অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়াটি নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞ টিমের সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

অ্যান্টি-সিজার মেডিকেশন (এএসএম) বা খিঁচুনি প্রতিরোধক ওষুধের মাধ্যমে অধিকাংশ রোগীর খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এইসব ওষুধ মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ চলাচল স্বাভাবিক রাখে, যাতে নতুন বিদ্যুৎ চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওষুধ সঠিকভাবে খাওয়া। একটি ডোজ বাদ পড়লে রক্তে ওষুধের মাত্রা নেমে যেতে পারে। তখন হঠাৎ তীব্র খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে ওষুধ খাওয়া সবচেয়ে ভালো প্রতিরক্ষা।

যেসব নিয়ম মেনে চলবেন

- একা কখনও সাঁতার কাটবেন না। পাশে এমন কেউ থাকবেন যিনি খিঁচুনির সময় কীভাবে সাহায্য করতে হয় জানেন।
- একা রান্না করবেন না, বিশেষ করে খোলা আগুনে বা ডিপ ফ্রাই করার সময়। হিটার বা গরম তরল থেকে সতর্ক থাকুন।
- ঘুমের অভাব খিঁচুনি বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যাপ্ত সময় ঘুমোন।

খিঁচুনি হলে কী করবেন

- **সময় দেখুন :** খিঁচুনি ৫ মিনিটের বেশি চললে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকুন।
- **চারপাশ পরিষ্কার রাখুন :** ধারালো বা শক্ত জিনিস সরিয়ে ফেলুন।
- **মাথার নীচে নরম কিছু দিন :** যাতে আঘাত না লাগে।
- খিঁচুনি থামার পর রোগীকে পাশ ফেরান যাতে শ্বাসনালি অবরুদ্ধ না থাকে।

কী করবেন না

- মুখে কিছু ঢোকাবেন না। সিনেমায় যা দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণ ভুল।
- জোর করে ধরে রাখবেন না।

কোন বাদামে কী উপকার

স্ন্যাকস হিসেবে বাদাম খেতে কে না পছন্দ করেন! প্রোটিন, ভিটামিন ও বিভিন্নরকম খনিজে সমৃদ্ধ বাদাম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, কিন্তু তাই বলে মুঠো মুঠো বাদাম খেলেই যে পুষ্টি হবে তা কিন্তু নয়। দেখে নেওয়া যাক, কোন বাদামে কী পুষ্টি রয়েছে।

কাজুবাদাম

কাজুবাদামে থাকা আয়রন মহিলাদের জন্য বেশ ভালো। এছাড়া কাজুবাদামে জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, সেলেনিয়াম থাকে যা হাড়ের স্বাস্থ্য, হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়। সেইসঙ্গে এতে থাকা মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে এবং ট্রিপটোফ্যান সেরোটোনিন উৎপাদনে ও মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করে।

কাঠবাদাম

কাঠবাদামে রয়েছে ভিটামিন-ই, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ কাঠবাদাম হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া এতে থাকা ফেনোলিক অ্যাসিড খিদে নিয়ন্ত্রণ ও ওজন কমাতে সহায়ক।

চিনাবাদাম

চিনাবাদামে প্রোটিন, ফাইবার, স্বাস্থ্যকর চর্বি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহ অসংখ্য ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে। চিনাবাদামে ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। এছাড়া এটি কোএনজাইমের ভালো উৎস। চিনাবাদামে রেসভেরাট্রল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত চিনাবাদাম খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা ও ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আখরোট

আখরোট ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। আখরোটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। আখরোট ভিটামিন-ই, ফলিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজ ও বায়োটিনের ভালো উৎস।

পেস্তা

পেস্তায় ফাইবার ও প্রোটিন বেশি থাকে যা হজমে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পেস্তা ভিটামিন-বি৬, কপার, ম্যাঙ্গানিজের ভালো উৎস। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, কোলেস্টেরল কমানো ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পেস্তায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

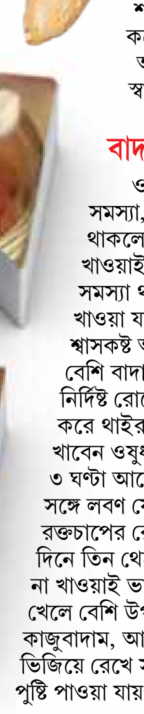

বাদাম কতটুকু খাবেন

ওজন বেশি হলে, পেটের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক বা আইবিএস থাকলে বেশি বাদাম না খাওয়াই ভালো। পিত্তথলিতে সমস্যা থাকলে বেশি বাদাম খাওয়া যাবে না। অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্ট আছে যাঁদের, তাঁরা বেশি বাদাম খাবেন না। যাঁরা নির্দিষ্ট রোগের ওষুধ খান, বিশেষ করে থাইরয়েড রোগীরা বাদাম খাবেন ওষুধ খাওয়ার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে বা পরে। বাদামের সঙ্গে লবণ যোগ করে খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য খারাপ। দিনে তিন থেকে চারটির বেশি বাদাম না খাওয়াই ভালো। বাদাম ভিজিয়ে খেলে বেশি উপকার। কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে তবেই পুষ্টি পাওয়া যায়।

প্রাণ গেলেও হুঁশ নেই

টোটো-বাইকে পণ্য পরিবহণ বিপদ ডাকছে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যুর পরও হুঁশ ফেরেনি শহরের একাংশ নাগরিকের। টোটো, স্কুটার বা বাইকে আড়াআড়িভাবে লোহার রড, বাটাম, বাঁশ পরিবহণ চলছেই। সেবক রোড, শান্তিনগর, ইস্টার্ন বাইপাসে রবিবার এমনই ছবি চোখে পড়ল। একরত্তির প্রাণ যাওয়ার পরও সবাই যেন কেমন নির্বিকার। উদাসীন পুলিশও। কবে বন্ধ হবে ঝুঁকির পরিবহণ? প্রশ্ন তুলছে আমআদমি। এবিষয়ে ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'অনেকে সাইকেল, বাইক, ভ্যান বা টোটোতে বিপজ্জনকভাবে বাঁশ, রড ইত্যাদি নিয়ে চলাচল করেন। অনেক সময় যানবাহনের দু'দিকে সেসব বেরিয়েও থাকে। এটা নিয়মবিরুদ্ধ। এসবের বিরুদ্ধে অভিযান লাগাতার চলছে।'

শনিবার বাইকের মাঝে আড়াআড়িভাবে রাখা কাঠের দরজায় ধাক্কা খেয়ে বাইপাসের রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল আট বছরের এক স্কুল পড়ুয়া। পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে পিষে দেয়। যদিও আক্ষেপের বিষয়, তারপরও অনেকেই শোধরাননি। পথ নিরাপত্তাকে শিকেয় তুলে অনেকে সামগ্রী পরিবহণ করছেন। এদিন এমন ছবি দেখা গিয়েছে সেবক রোডে। টোটোতে আড়াআড়িভাবে লোহার রড রেখে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অন্যত্র। কাছেই ছিলেন শহরের নাগরিক অমলচন্দ্র সাহা। লোহার রডের গুঁতো লাগে তাঁর মাথায়। কয়েক সেকেন্ড চোখে অন্ধকার দেখছিলেন তিনি। পরে নিজেকে সামলে নেন। আশ্চর্যজনকভাবে টোটোচালক উলটে অমলকেই দুষলেন। বললেন, 'আহা! দেখবেন তো দাদা। আর একটু হলে তো মুশকিল হয়ে যেত।' আবার শান্তিনগর এলাকায় ভ্যানে বাঁশবোঝাই করে যাচ্ছিলেন এক ভ্যানচালক। ভ্যান থেকে বাঁশের অনেকটা অংশ বেরিয়েছিল বাইরে। তা থেকে যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেটা মানতে নারাজ। এভাবে কেন বাঁশ নিয়ে যাচ্ছেন? দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তো। উত্তরে ভাবলেশহীনভাবে ভ্যানচালক বললেন, 'কিস্যু হবে না।' তিনি ডোন্ট কেয়ার মনোভাব দেখালেও ঝুঁকি কিন্তু থেকেই যায়।

ইস্টার্ন বাইপাসে রাস্তা থেকে দোকানের সামগ্রী সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ।

এসব নিয়ে রথখোলায় কথা হচ্ছিল অসীম হাজরার সঙ্গে। তিনি জানালেন, প্রায় প্রতিদিনই শহরের রাস্তায় এমন ছবি দেখা যায়। ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। তারপরও পুলিশ ও প্রশাসন নিশ্চুপ। দুর্ঘটনা রুখতে ট্রাফিকের তরফে কড়া পদক্ষেপ করা হোক, এমনই দাবি উঠেছে। ডিসিপি ট্রাফিক অবশ্য পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

পথে জরিমানায় ব্যস্ত পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ট্রাফিক পুলিশের কাজ কী? রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি বা বাইক-স্কুটার আটকে জরিমানা করা? নাকি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা, দুর্ঘটনা রোধ করা? গত ২০ দিনে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন তরুণ, আর দুজন শিশু। যাদের মধ্যে একজনের বয়স সাত বছর, আরেকজনের নয় বছর। বারবার কেন শহরের রাস্তায় ঘটছে দুর্ঘটনা? দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে বেপরোয়া যান চলাচলের বিষয়টাই সামনে আসছে বারবার। আর নাগরিকদের সচেতনতার ওপর দায় চাপাচ্ছে পুলিশ।

শহরের রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশের মোতায়েন থাকার কথা সকাল আটটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত। সেই সময়ের মধ্যেই কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে। তাই নাগরিকরা ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতির অভিযোগই তুলছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ অবশ্য বলছেন, 'আমরা সারাবছরই দুর্ঘটনা রোধের জন্য স্পেশাল ড্রাইভ দিচ্ছি। সমস্ত ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে।'

কী অভিযোগ

- গত ২০ দিনে পথ দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে
- শহরে সকাল আটটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশ থাকে
- সেই সময়ের মধ্যেই শহরে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে
- কেউ কেউ মনে করেন জনবসতি বাড়ছে, তাই আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রয়োজন

চলতি মাসের ১০ তারিখ বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়েছিলেন বছর বাইশের লক্ষ্মণ বর্মন। মৃত ওই তরুণের বাবা অন্নকুমার বর্মন বলছিলেন, 'সেদিন ছেলে বাগডোগরা থেকে শিবমন্দিরের দিকে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেটের কাছে অতিরিক্ত গতিতে আসা একটি গাড়ি পেছন দিক দিয়ে সজোরে ছেলের বাইকে ধাক্কা মারে।' পরে ২৯ তারিখ ওই গাড়ির বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অন্নকুমার। এছাড়া সেই ১০ তারিখই ভরদুপুরে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় বিবেকানন্দ রোড বাই লেনে নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাকের তলায় পড়ে পিষ্ট হয় ৯ বছরের এক নাবালক। আর শনিবার বাণেশ্বর মোড়ে ৮ বছরের এক শিশুকে পিষে দেয় সিমেন্টবোঝাই ট্রাক।

শহরের বাসিন্দা অভিরূপ দাসের অভিযোগ, শহরজুড়ে চলছে ট্রাকের দৌরাত্ম্য। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন পয়েন্টে দাঁড়িয়ে টার্গেটমতো ফাইন তুলতে গিয়ে বাকি জায়গাগুলোর কথা ভুলে যাচ্ছেন ট্রাফিক কর্মীরা। যার জেরে গোটা ট্রাফিক ব্যবস্থাই ডকে উঠেছে। বিভিন্ন রাস্তায় থাকা ট্রাফিক সিগন্যালগুলিও তো কোনও কাজে আসছে না।'

একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবে সেই কর্মসূচি শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরকালেই কার্যকর থাকছে। শুধু ঘটা করে কর্মসূচি পালন করলেই সচেতনতা, সতর্কতা বাড়ানো যায় না।' একই মন্তব্য সিপিএম নেতা তথা ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীরও। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় জনবসতি বাড়ছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমরা এব্যাপারে পুরনিগমের বোর্ড সভায় এগারো দফা দাবিও জানিয়েছিলাম।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য মনে করছেন, 'এই ধরনের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের কারণে আগের থেকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই কমেছে।'

রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযান

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : শনিবার ইস্টার্ন বাইপাসে পথ দুর্ঘটনায় এক পড়ুয়ার মৃত্যুর পর রাস্তা দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হল পুলিশ। রবিবার এসিপি (ট্রাফিক) অহিতাগ্নি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ইস্টার্ন বাইপাস, নরেশ মোড়, ঘোগোমালি এলাকায় অভিযান চালায়।

এদিনের অভিযানে বিভিন্ন দোকানের সামগ্রী রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। রাস্তার মধ্যে যত্রতত্র

শিলিগুড়ি

পার্কিং সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তা যাতে কোনওভাবে দখল করা না হয়, সেবিষয়ে সচেতন করা হয়। এরপরেও যদি কেউ রাস্তা দখল করে কোনও সামগ্রী বা বাইক পার্কিং করেন তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় পুলিশ।

মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এমন অভিযান লাগাতার চলবে। তাছাড়া এরপরেও যদি কেউ সচেতন না হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঐতিহ্যের দীনবন্ধু মঞ্চ নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে

প্রেক্ষাগৃহে খুলে পড়ছে ভাঙা চেয়ার

অডিটোরিয়ামে প্রচুর চেয়ার ভেঙে রয়েছে। কোনও চেয়ারে বসার জায়গা ভেঙে নীচে পড়ে রয়েছে, কোথাও চেয়ারের কভার উঠে গিয়ে চেয়ার বেঁকে রয়েছে। কোথাও আবার চেয়ার অর্ধেক ভেঙে ঝুলে রয়েছে। কোনও চেয়ারের হাতল নড়বড়ে, যখন-তখন খুলে যেতে পারে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মাল্টিপ্লেক্সে টিকিটের চড়া দাম। সবার পক্ষে সবসময় ট্যাঁক থেকে এত টাকা বের করা মুশকিল। যে কারণে সরকারি সুবিধায়, অনেকটাই কম খরচে দীনবন্ধু মঞ্চে সিনেমা দেখতে আগ্রহী থাকেন অনেক মানুষ। এছাড়া অনুষ্ঠান, নাটক প্রযোজনার জন্য ভাড়াও পাওয়া যায় এখানে। একসময় সিনেমা দেখানো বন্ধ হয়ে গেলেও ফের স্বমহিমায় সিনেমা ফিরে এসেছে দীনবন্ধু মঞ্চে। আর সিনেমার টানে আসতে শুরু করেছেন দর্শকও। তবে একটু গা এলিয়ে বসার উপায় নেই। অডিটোরিয়ামে প্রচুর চেয়ার ভেঙে রয়েছে। কোনও চেয়ারে বসার জায়গা ভেঙে নীচে পড়ে রয়েছে,

বেহাল অবস্থা

- মাঝেমধ্যেই অপরিষ্কার থাকছে শৌচালয়গুলো, সেইসঙ্গে দুর্গন্ধ
- সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে ভাঙা চেয়ারের সংখ্যা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে
- অগ্রিম দিয়ে বুকিং করেও লাইট-সাউন্ড অপারেটরদের উপরি দিতে হচ্ছে
- চেয়ার ভেঙে থাকায় বয়স্করা এই মঞ্চে গিয়ে অনুষ্ঠান দেখতে ভয় পান

কোথাও চেয়ারের কভার উঠে গিয়ে চেয়ার বেঁকে রয়েছে। কোথাও আবার চেয়ার অর্ধেক ভেঙে ঝুলে রয়েছে। কোনও চেয়ারের হাতল নড়বড়ে, যখন-তখন খুলে যেতে পারে। ফলে যাঁরা সিনেমা দেখতে আসছেন তাঁরাও কিছুটা ভ্রূ কোঁচকাচ্ছেন। এ তো হল চেয়ারের কথা, সিনেমা বা কোনও অনুষ্ঠান চলাকালীন যদি শৌচাগার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে পড়তে হবে আরও সমস্যায়। মাঝেমধ্যেই অপরিষ্কার হয়ে থাকছে শৌচালয়গুলো, সেইসঙ্গে দুর্গন্ধ। নাকে হাত চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে মানুষকে।

সিনেমা দেখে ফেরার পর সুভাষপল্লির পলি দেব বলছিলেন, 'বিরতির সময়ে শৌচাগারে গিয়েছিলাম। তবে খুব খারাপ অবস্থা সেটার। দুর্গন্ধের জন্য ফের প্রেক্ষাগৃহেই ফিরে যাই। সেখানেও প্রচুর বসার চেয়ার ভেঙে রয়েছে, আবার কোনওটা এত নড়বড়ে যে বসতে ভয় করে।'

বসার চেয়ার সহ শৌচাগারের দুর্দশার কথায় সহমত ব্যক্ত করেছেন হাকিমপাড়ার আশুতোষ সেনও। বলছিলেন, 'একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রথমে যে চেয়ারটিতে বসতে যাই সেটা অর্ধেক ভেঙে ঝুলে রয়েছে। পরের চেয়ারে বসতে গিয়ে দেখি হাতলটা ভাঙা। উঠে আরও এগিয়ে দেখেশুনে একটা চেয়ারে বসলাম। আমার চেয়ার থেকে এক-দুটো চেয়ার এগিয়েই আরও একটি চেয়ারের বসার জায়গাটা ভেঙে পড়ে ছিল।'

তবে এসবের ঊর্ধ্বে গিয়েও আরও নানা অভিযোগ ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজমাধ্যমজুড়ে। সমাজমাধ্যমে একটি গ্রুপে অভিষেক রায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, 'ভাঙা চেয়ারের সংখ্যা যেন দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও অগ্রিম দিয়ে বুকিং-এর পরও লাইট-সাউন্ড অপারেটরদের উপরি দিতে হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে মিলছে অসহযোগিতা। অনুষ্ঠান চলাকালীন যাতে অসহযোগিতার মধ্যে পড়তে না হয় সেই ভয়ে অনেকেই মুখ বুজে মেনে নেন সবটা। তাহলে কি শুধু শাসক নেতাদের আগমনেই সেজে ওঠে সব? আর সাধারণ মানুষের জন্য ভাড়ার টাকা ছাড়াও অন্য জিনিসের আলাদা আলাদা রেট বাঁধা?'

এমন মন্তব্যের পর শহরের জনপ্রিয় এই মঞ্চ ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

এই বিষয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'এভাবে উপরি নেওয়ার কোনও কথাই নেই। আমার কাছে এমন কোনও অভিযোগ আসেনি। যদি কেউ লিখিত বা মৌখিকভাবে আমাকে অভিযোগ জানায় তবে বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের বর্তমান মেয়র গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন দীনবন্ধু মঞ্চে আধুনিক চেয়ার বসানো, শৌচালয় সংস্কারের কাজ করেছিলেন। তারপর বহুবার সংস্কার করা হয়েছে শহরের এই ঐতিহ্যকে। তবে ভাঙা চেয়ারের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন সেগুলো ঠিক করা হবে।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং পুরনিগমের খরচে শহরের ঐতিহ্যবাহী দীনবন্ধু মঞ্চকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চললেও কিছু বেহাল অবস্থার জন্য সংস্কৃতির এই পীঠস্থান সমালোচনার মুখে পড়ছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা (এডিআই) পাসাং বল বলেন, 'দীনবন্ধু মঞ্চে ৭০৫টি চেয়ার রয়েছে। তার মধ্যে কিছু চেয়ার ভাঙা অবস্থায় থাকতে পারে, বিষয়টি দেখা হচ্ছে। দীনবন্ধু মঞ্চে নানা অনুষ্ঠান হয়, শৌচাগার সবসময় পরিষ্কার রাখারই চেষ্টা করা হয়।'

মেয়রের ওয়ার্ডে নালা নিয়ে ক্ষোভ

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই নালা নিয়েই সরব বাসিন্দারা। -সংবাদচিত্র

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বিগত দু'বছর ধরে একটি বাড়ির সমস্ত জল রাস্তার ওপর গিয়ে জমছে। পচা জলের দুর্গন্ধে এলাকাবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু ওই বাড়ির মালিক রাস্তার পাশে নতুন করে নালা তৈরির জন্য পুরনিগমকে জমি দিতেও নারাজ। নালা তৈরির সিদ্ধান্তে অনড় মেয়র তথা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম দেবের নির্দেশে দু'বছর আগে বাড়িটির সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়। আর তার প্রতিক্রিয়ায় বাড়ির মালিক প্রদীপ দাশগুপ্ত তখন পুরনিগমের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলাও করেছিলেন। সেই মামলা এখনও চলছে, কিন্তু পচা জল থেকে নিস্তার নেই লেকটাউনের ওল্ড গ্রামীণ ব্যাংক রোডের বাসিন্দাদের। তাঁর বাড়ির উলটোদিকের ফ্ল্যাটেই থাকেন রত্না বসু। তাঁর কথায়, 'তিনতলায় থাকা সত্ত্বেও আমরা দুর্গন্ধের জ্বালায় জানলা খুলতে পারি না।'

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রবিবার এই সমস্যা নিয়ে প্রদীপের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। নালার জল রাস্তায় জমার সমস্যার কথা তিনি নিজেও মেনে নিয়েছেন। তবে তাঁর শর্ত, নালার জন্য সরকারকে জমি দিলে তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত নথি দিতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে নালা আদৌ তৈরি হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এবিষয়ে গৌতম বলেন, 'নালার জায়গা ছাড়ার জন্য তাঁরা যেভাবে নিগমকে অসহযোগিতা করছেন, তেমনটা আগে কখনও হয়নি। ওই বাড়ির ব্যবহার্য সমস্ত জল রাস্তায় জমছে। তাঁর জমির পাঁচিলটিও আবার করে দেওয়া হবে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। ওই ব্যক্তির বক্তব্য শোনার জন্য পুর কমিশনারকে তাঁকে ডাকতে বলব।'

প্রদীপ বলেন, 'জমি ছাড়তে রাজি আছি। কিন্তু তার বদলে নির্দিষ্ট কাগজ দিতে হবে। নইলে কোনওদিন নিগম দাবি করতেই পারে যে, আমরা বাড়ি তৈরির সময় রাস্তার পাশে জমি ছাড়িনি। ওয়ার্ডের একাংশ বাসিন্দা মেয়রকে ভুল বুঝিয়েছেন। জমিজটে আমাকে আগে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। জল নিয়ে আমিও খুব শান্তিতে নেই। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে মশার লার্ভার উপরেই বসবাস করছি।'

এদিকে, স্থানীয় নাগরিক কমিটি 'সুহৃদ' কিছুদিন আগে মেয়রকে স্মারকলিপি দিয়েছিল। কমিটির সভাপতি তথা আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক পরিমল ব্যাপারী বলেন, 'রাস্তায় যাতে ওই জল না আসে, মালিককে সেই ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল। তিনি কিছুই করেননি। আমরা এই সমস্যার সমাধান চাই।'

এইডস নিয়ে সচেতনতার আলো। রবিবার শিলিগুড়িতে দীপেন্দু দত্তর তোলা ছবি।

বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মীই রায়গঞ্জের ভোটার বলে অভিযোগে শুনানি

বলো কোথায় তোমার দেশ...

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম রায়গঞ্জের ভোটার তালিকায়! পরিবার সহ ওই বাংলাদেশি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছেন বলেও অভিযোগ। জেলা শাসকের দপ্তরে এমন অভিযোগ জমা পড়তেই শোরগোল ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানিও হয়েছে। সেই শুনানিতে অভিযুক্ত দীপক তরফদার হাজির ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিএলও। এদিকে, দীপকের স্ত্রী অঞ্জলি তরফদারের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় পাওয়া যায়নি। বিতর্ক দেখা দেওয়ায় অঞ্জলির এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া হয়নি। তবে অভিযোগ নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে।

এসআইআর চলাকালীন জেলা শাসকের দপ্তরে যেসব নথি জমা পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দীপক তরফদার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মী ছিলেন। ১৯৯৯ সালে অবসর নিয়েছেন। সেখানে পেনশনও পেতেন। এরপর তিনি ভারতে চলে আসেন। রায়গঞ্জের বীরঘই অঞ্চলের পশ্চিম গোপালপুরে পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করেন তিনি। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত। তথ্য মারফত জানা গিয়েছে, এখানকার ভোটার তালিকায় দীপক তরফদারের নাম থাকলেও বাংলাদেশে তিনি দীপকচন্দ্র তরফদার নামে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন। তাঁর পেনশনের পিপিও নম্বর ডিএ/মানুক/হেলথ/৭১৫ ডেটেড ০৪/০৪/১৯৯৯। পেনশন অফিস মানিকগঞ্জ। বাংলাদেশের আইডি নম্বর ১৯৪৭৫৯২৫৬১২০০০০০২। স্থায়ী ঠিকানা-হোল্ডিং নম্বর ৮১৮, গ্রাম - মানিকপুর, ডাকঘর মুন্সীগঞ্জ।

এ নিয়ে পশ্চিম গোপালপুর বুথের বিএলও নসলিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দীপক তরফদারের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতেই জেলা শাসকের দপ্তরে শুনানি হয়েছে। আমিও শুনানিতে ছিলাম। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাঁর নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আছে। ওঁর ছেলের নামও আছে। তবে স্ত্রীর নাম ছিল না। যদিও স্ত্রীর নাম গোয়ালপোখরে একটি বুথে আছে বলে দীপক দাবি করেছিলেন। পরে ম্যাপিং করতে গিয়ে দেখি, স্ত্রী অঞ্জলি তরফদারের ভুল তথ্য দেওয়া হয়। তাই ওর স্ত্রীর ফর্ম নেওয়া হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'উনি যে বাংলাদেশের পেনশনার্স তা জানি। এর আগে নোটিশ এসেছে আমার কাছে। যিনি আগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (এআরও) ছিলেন, ওঁর কেসটা তাঁর টেবিলে পড়ে আছে। ওঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল, আমিও গিয়েছিলাম। ডাকঘর মারফত আমার কাছে ওঁর বাংলাদেশের সমস্ত তথ্য এসেছে। তবে আমার কাজ আমি করেছি।'

অন্যদিকে, পশ্চিম গোপালপুর সংসদের সদস্য নরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমি চাই না কারও নাম কাটা যাক। দীপক বাংলাদেশের বাসিন্দা কি না জানা নেই। ওর নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আছে, স্ত্রীর নাম ছিল কি না জানি না। শুনেছি, ওর নাম ভোটার তালিকায় থাকায় কেউ বা কারা অভিযোগ করেছেন। জেলা শাসকের দপ্তরে শুনানি হয়েছে। আমি সঠিকটা বলতে পারব না।'

এদিন দীপককে পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাঁর ছেলে মুকুলেশ তরফদার বলেন, 'আমি বাবার সঙ্গে থাকি না। তবে উনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। কী করে চাকরি করবেন বাংলাদেশে? উনি বাংলাদেশে কোনওদিন থাকতেনই না। চাকরি তো দূরের কথা। সবটাই মিথ্যা অভিযোগ। তবে জেলা শাসকের দপ্তরে শুনানি হয়েছে, বাবা শুনানিতে গিয়েছিলেন।'

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ভোটার তালিকায় রায়গঞ্জ ব্লকের ৩৪ কালিয়াগঞ্জ (তপশিলি জাতি) বিধানসভার ২৪১ নম্বর অংশে ১৪০ ক্রমিক নম্বরে নাম রয়েছে দীপক তরফদারের। ১৪২ ক্রমিক নম্বরে স্ত্রী অঞ্জলি তরফদার এবং ১৪৩ ক্রমিক নম্বরে রয়েছে মেয়ে রিপা তরফদারের নাম। ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ছেলে মুকুলেশ তরফদারেরও।

অভিযুক্ত ভোটারের বুথ।

কী অভিযোগ

- দীপক বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী
- ১৯৯৯ সালে অবসর নিয়েছেন, সেখানে পেনশনও পেতেন
- ভারতে এসে রায়গঞ্জের বীরঘই অঞ্চলের পশ্চিম গোপালপুরে পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করেন

জলের নীচে পরিকাঠামো পরিদর্শন

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত রিমোটলি অপারেটেড রোবোটিক ভেহিকল (আরওআরভি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলের নীচে থাকা রেলওয়ে ব্রিজের অংশ এবং কাঠামো পরিদর্শন করেছে। এই তালিকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর অবস্থিত বিখ্যাত সরাইঘাট ব্রিজ সহ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু রয়েছে।

সরাইঘাট ব্রিজ আরওআরভি জরিপ, লিডার, থার্মাল ইমেজিং, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর) এবং আল্ট্রাসনিক পালস ভেলোসিটি (ইউপিভি) পরীক্ষার মাধ্যমে পরিদর্শন করা হয়েছিল। মূল্যায়নগুলিতে পিয়ার ক্যাপ, কূপের ভিত্তি, জলের নীচের স্কোর জোন, সুপারস্ট্রাকচার স্ট্রেস পয়েন্ট এবং ডেক কম্পোনেন্টস অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে। সেখানেও আরওআরভি ডুবে যাওয়া স্তম্ভ, নদীর তল এবং সম্ভাব্য ত্রুটির হাই-রেজোলিউশন ছবি তুলেছে। বড় কোনও ত্রুটি শনাক্ত করা যায়নি বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : বাহাদুরগঞ্জ-ঠাকুরগঞ্জমুখী ৩২৭ই জাতীয় সড়কের খেখাটচক পেট্রোল পাম্পের কাছে রবিবার একটি সবজিবোঝাই ট্রাক ও একটি ট্র্যাক্টরের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই দুটি গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়। মৃত ট্রাকচালক দীনেশ কাটিহার উত্তরপ্রদেশের কনৌযের বাসিন্দা ও ট্র্যাক্টরচালক মহম্মদ কাশিম দীঘলব্যাংক থানার খেখাটের বাসিন্দা। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ।

সম্মান।। *সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে রবিবার তাঁর বাড়িতে ডি-লিট সম্মানে সম্মানিত করলেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রূপকুমার বর্মন। শীর্ষেন্দু অসুস্থ থাকায় কনভোকেশনে যেতে পারেননি, তাই বাড়িতে তাঁকে সম্মানিত করেন উপাচার্য।*

প্রতারণার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : সেবক রোডের জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে তরুণীর কণ্ঠস্বর। নিজেকে পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের কর্মী বলে পরিচয় দেন অকপটে। এরপরই সটান প্রশ্ন, 'ট্রেড লাইসেন্স আছে? রিনিউ হয়েছে?' উত্তরে ওই ব্যবসায়ী স্বীকার করে নেন, 'মেয়াদ পার হয়ে গেলেও ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা সম্ভব হয়নি।' ব্যবসায়ীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চেয়ে তরুণী পাঠিয়ে দেন কিউআর কোড। দাবিমতো, হাজার পাঁচেক টাকাও পাঠিয়ে দেন ওই ব্যবসায়ী। দু'একদিনের মধ্যে 'রিসিভড' কপি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান ওই তরুণী। তবে কোনও 'রিসিভড' কপি পাঠানো হয়নি। উলটে নম্বর ব্লক করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

হিলকার্ট রোড, বিধান রোডের আরও বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। আর ট্রেড লাইসেন্স বিভাগে গিয়ে রিসিভড কপির খোঁজ করতেই মাথায় হাত প্রতারিতদের। ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ সূত্রে খবর, প্রতারিতদের একটা বড় অংশ পিংকি গিরি নামের জনৈক কর্মীর খোঁজ করতে আসছেন। যদিও ওই নামের কোনও কর্মী নেই ট্রেড লাইসেন্স বিভাগে। এই পরিস্থিতিতে প্রতারণাচক্রের হদিস পেতে শনিবার পুরনিগমের তরফে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যালস) দেবব্রত মজুমদার। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'অনেক ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে ফাঁদে পড়ে টাকা দিয়ে ফেলেছেন। পুরনিগমে প্রচুর মৌখিক অভিযোগ আসছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, এ ব্যাপারে দ্রুত তদন্ত করার জন্য।' তবে, কে এই পিংকি গিরি? কোথায় থাকেন তিনি? আদৌ ওই নাম আসল কি না, কোনও তথ্য পুলিশকে দিতে পারেনি পুরনিগম। তবে অভ্যন্তরীণ তদন্তে প্রতারকের ব্যবহার করা মোবাইল নম্বর জোগাড় করা গিয়েছে। অভিযোগপত্রে তা উল্লেখ করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন বলছেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা বিষয়টা শুনছি। এ ব্যাপারে বিভাগের তরফে অভ্যন্তরীণ তদন্ত করে অভিযোগ দায়ের করা হয়।' তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ২ হাতির

প্রথম পাতার পর

পড়েছিল একটি হাতির দল। এদিন সেই হাতির দল ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যে হাতিটি নীচে পড়ে গিয়েছিল, তার অভ্যন্তরীণ ক্ষত থাকায় উদ্ধারের পরও বাঁচানো যায়নি।'

রেল ও বনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সেই জায়গায় হাতির দল যে রেললাইন পার হবে, সেকথা বন দপ্তর জানত। কিন্তু রেলকর্মীরা জানতেন না। ট্রেন চলাচলের সময় হাতির চলাচল নিয়ে রেলের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখেনি বন দপ্তর। অভিযোগ কিন্তু অস্বীকার করেনি বন দপ্তর। ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, 'ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণের জায়গা এটি নয়। কারণ এই এলাকা হাতির করিডরের মধ্যে পড়ে না। আর এদিন ভোরে কুয়াশা ছিল। তাতে রেললাইন দেখতেও সমস্যা হচ্ছিল। হয়তো সেই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

যে দাঁতালটি জখম হয়েছিল, সেটি খলাইগ্রাম সংলগ্ন গিলান্ডি নদীর বাঁধ দিয়ে যাওয়ার সময় বসন্ত রায় নামে এক ব্যক্তিকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মারে। বাঁধের পাথরের ওপর পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি আহত হন। তাঁকে প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ও পরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জখম বসন্তের কথায়, 'হাতিটির মাথায় আঘাত ছিল। ওই অবস্থায় আমাকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মারে।'

এদিন দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'বিকট শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখি ট্রেনের ধাক্কা লাগায় একটি হাতি কিছুটা দূরে এসে শুয়ে পড়ল। পরে সেটির মৃত্যু হল। আরেকটি হাতি যে নীচে পড়ে গিয়েছে, সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। কোন জঙ্গল থেকে এসেছে তা বুঝতে পারছি না।' একই কথা বলেছেন অপর বাসিন্দা মোসারফ হোসেন।

দুর্ঘটনার পর প্রায় ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় রেললাইনের পাশে নীচে পড়ে যাওয়া হাতিটিকে হাইড্রলিক ক্রেন দিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে তোলা হয়। মোরাঘাটে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তাতে লাভ হয়নি। রেলের ট্রাফিক ইনস্পেকটর শুভেন্দু রায় বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ঘটনার পর দুটি ট্রেন নিকটবর্তী স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। লাইন ফাঁকা হলে ট্রেন ছাড়ে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

গত শুক্রবার বীরপাড়ার দলগাঁও জঙ্গল থেকে পাঁচটি হাতি বের হয়। প্রথমে দলটি সরুগাঁও চা বাগানে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। বনকর্মীদের নজর এড়িয়ে হাতির দলটি জঙ্গল পথে ধূপগুড়ি ব্লকের কাজিপাড়া হয়ে বাইশচালা এবং গিলান্ডি নদী পার করে খলাইগ্রাম হয়ে মেঘলিগঞ্জের উছলপুকুরি এলাকায় চলে যায়। সেখান থেকে হাতির দলটিকে ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেন জলপাইগুড়ি জেলার ও কোচবিহার জেলার বনকর্মীরা। টানা দু'দিন ধরে চেষ্টার পর শনিবার রাত ৯টা নাগাদ জামালদহ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হাতির দলটিকে। এরপর সেখান থেকে তাড়ানোয় পাঁচটি হাতির দল খলাইগ্রাম এলাকায় চলে আসে। এর মধ্যে তিনটি দুর্ঘটনায় পড়ে। পাঁচটির মধ্যে বাকি দুটি দলগাঁও জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে।

সময়সীমা বাড়ল

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। তাদের মনে হয়েছে এসআইআর-এর সময় বাড়ানো দরকার। তাই বাড়িয়েছে। এতে আমাদের আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।' তিনি আরেক যুক্তি দেখিয়েছেন। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, এসআইআর করতে দু'বছর লাগে। তাহলে সময় তো আরও বাড়তেই পারে।'

গত কয়েকদিন ধরে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলে চলেছেন, দিল্লিতে বসে না থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কলকাতায় এসে পরিস্থিতি দেখা উচিত। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিএলও-রা ভয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন।

এই আবহে সুকান্ত আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এসআইআর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেছেন রবিবার। কমিশনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট সিপিএমও। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ভাষায়, 'ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হয়, সেই প্রশিক্ষণই তো দেওয়া হয়নি। উলটোদিকে, প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশ পেয়ে বিএলও-দের নাজেহাল অবস্থা।'

শুরু থেকেই অবশ্য এসআইআর-এর সঙ্গী হয় একগুচ্ছ প্রশ্ন। সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরির সঙ্গে অসমে বিধানসভা ভোট থাকলেও অসমে এসআইআর হচ্ছে না বলে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। মাত্র এক মাসের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ, তারপর যথাযথভাবে পূরণ ও ডিজিটাইজড করার বিপুল কর্মযজ্ঞ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তার সঙ্গে দেশজুড়ে বিএলও-দের কয়েকজনের মৃত্যুর নেপথ্যে অস্বাভাবিক কাজের চাপের অভিযোগ ওঠে।

ভিন্ন সূত্রে খবর, কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে ধীরগতিতে এসআইআর চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বরং প্রক্রিয়াটি দ্রুতগতিতে চলছে। তাছাড়া ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'র প্রভাবে দুর্যোগ চলায় তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে সমস্যায় পড়ছেন বিএলও-রা। ফর্ম ডিজিটাইজেশন ধীরগতিতে এগোচ্ছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশেও।

তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বিজেপির বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি বলে কমিশন এই পদক্ষেপ করেছে। কমিশনের নির্দেশিকা প্রমাণ করে দিল, তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে।'

রক্ষীর চেয়ারে

প্রথম পাতার পর

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকেও এদিন অবহিত করা হয়েছে। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন বলেছেন, 'ভিজিটিং আওয়ারে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কেউ এই কাজ করেছে। বিষয়টি অবশ্যই উদ্বেগের। নিরাপত্তায় ত্রুটির বিষয়টি অস্বীকার করা যাবে না। আমরা পদক্ষেপ করছি।' তিনি বলেন, 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে আমরা শিশুটি হ্যান্ডওভার করব। পুলিশে জানানো হয়েছে। হাসপাতালের সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'এমন ঘটনা অবশ্যই উদ্বেগের। বিষয়টি আমি নিজে খতিয়ে দেখছি। যথাযথ পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা হবে।' ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস জানান, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে শিশুটিকে তুলে দেওয়া হবে। প্রাথমিক তদন্তে শিশুটির দাবি নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে কোনও নথি পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হাসপাতালে শিশুর এই ঘটনা হাসপাতালের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যা রোগী ও পরিজনদের উদ্বেগ-চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

হোটেলে ঘুম না আসার কারণ

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, নতুন কোনও হোটেলে গেলে প্রথম রাতে আপনার ভালো ঘুম কেন হয় না? এর কারণ হল, অপরিচিত জায়গায় আপনার মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ আসলে পাহারা দিতে থাকে। এটি একটি প্রাচীন আত্মরক্ষার কৌশল, যাকে 'ফার্স্ট নাইট এফেক্ট' বলা হয়। মস্তিষ্কের এই সতর্কতা মোড আপনাকে গভীর ঘুমে যেতে বাধা দেয় এবং ফলে পরের দিন ক্লান্তি লাগে। তবে সুখবর হল, একবার আপনার মস্তিষ্ক নিশ্চিত হলে যে পরিবেশ নিরাপদ, তখন আপনার ঘুম স্বাভাবিক হয়ে যায়। আপনার প্রিয় বালিশ বা পরিচিত সুগন্ধ সঙ্গে রাখা মস্তিষ্ককে তাড়াতাড়ি শান্ত হতে সাহায্য করতে পারে।

বালিশের কভার নোংরা

আপনার বালিশের কভার কি পরিষ্কার? একবার ভাবুন। এক সপ্তাহ ব্যবহার করা একটি বালিশের কভারে টয়লেট সিটের চেয়েও ১৭,০০০ গুণ বেশি ব্যাকটিরিয়া জমা হয়! মৃত ত্বকের কোষ, ঘাম, তেল এবং প্রসাধনীর অবশেষটুকু আপনার বালিশকে রাতারাতি জীবাণুর আস্তানা বানিয়ে ফেলে। এই জীবাণুগুলি ব্রণ তৈরি করে, ত্বককে সংবেদনশীল করে তোলে এবং ঝুঁকি বাড়ায় সংক্রমণের। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, প্রতি দুই থেকে তিনদিন পরপর বালিশের কভার পরিবর্তন করা উচিত। বালিশের কভার পরিষ্কার রাখা কেবল স্বাস্থ্যবিধি নয়, এটি পরিষ্কার ত্বক ও ভালো ঘুমের জন্যও জরুরি।

লালাতেই আপনার গোপন নিরাময়

আপনি হয়তো লালাকে শুধু খাবার হজমের অংশ হিসাবে দেখেন, কিন্তু এটি আসলে এক শক্তিশালী নিরাময়কারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের লালায় থাকা প্রাকৃতিক প্রোটিন ও এনজাইমগুলি ক্ষত নিরাময়কে দ্রুততর করতে পারে, কখনো-কখনো প্রচলিত অ্যান্টিসেপটিকের চেয়েও দ্রুত। গ্রোথ ফ্যাক্টর এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে ভরা লালা নতুন কোষের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, প্রদাহ কমায় এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটি প্রমাণ করে যে মানবদেহের মধ্যেই তার নিজস্ব নিরাময় ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।

ডিম খান, মস্তিষ্ক বাঁচান

সপ্তাহে মাত্র একটি ডিম আপনার মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দিতে পারে। একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে একটার বেশি ডিম খেলে অ্যালজাইমার্স রোগের ঝুঁকি প্রায় ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ডিমে রয়েছে কোলিন, লুটেইন এবং উচ্চমানের প্রোটিন। কোলিন মস্তিষ্কের কোষ এবং স্মৃতির জন্য অপরিহার্য। অন্যদিকে ডিমের কুসুমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লুটেইন মস্তিষ্কের প্রদাহ কমায়। ডিমকে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা মস্তিষ্ককে সতেজ রাখা এবং অ্যালজাইমার্স-এর ঝুঁকি কমানোর এক সহজ উপায়।

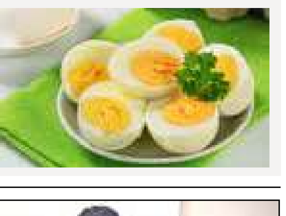

শব্দশালায় নবজাগরণ ভক্তি-সুফির

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর : গান, গল্প ও মৌখিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে ভক্তি-সুফি বহুদিন ধরেই অনেকটা পথ চলার পাশাপাশি নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছে। ঠিক এই পদ্ধতিতেই সাধক-কবিদের কণ্ঠস্বরকে স্কুল পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিক্ষাবিদ ও গায়িকা শবনম ভিরমানি-র বৃহত্তর 'কবীর প্রোজেক্ট'-এর অংশ 'শব্দশালা'-র হাত ধরে।

আজকালকার স্বয়ংক্রিয়তা ও বিভ্রান্তির যুগে শিশুদের মনোযোগ, সহানুভূতি এবং অভ্যন্তরীণ স্থিরতা বিকাশের অভ্যাস খুবই প্রয়োজন। আর সেই কারণে সুবিধাবঞ্চিত স্কুলগুলিতে 'শব্দশালা' কার্যক্রম শুরু করেছে 'আর্ট ফর কজেস'। এই জ্ঞান সবার জন্য সহজলভ্য করার পাশাপাশি এর প্রভাবকে আরও গভীর করা এবং শিল্পী-শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য জীবিকা নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

নভেম্বর মাসে এই কার্যক্রমটি ইমারা স্কুল এবং বিদ্যারণ্য হাইস্কুলে আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে বাংলার লোকশিল্পী লক্ষ্মণ দাস বাউলের পরিচালিত সেশনগুলিতে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি ছোটদের বাউল গান গেয়ে শোনান। শেখার আনন্দ কখন যে প্রচণ্ড আনন্দে বদলে গিয়েছে তা পড়ুয়ারা প্রথমে টের পায়নি। তবে টের পাওয়ার পর তাদের মুখের হাসিতে নির্মল আনন্দের বিষয়টি ছিল পরিষ্কার।

ভুল বৃত্তে কিশোরীরা

প্রথম পাতার পর

সেখানে তিন বছরে দুই সন্তানের মা হয়েছে বলে খবর পেয়েছিলাম। ক্লাস ফাইভে নতুন ভর্তি হওয়া সুদক্ষিণার মুখখানা স্মৃতিতে কড়া নাড়ছিল। 'বাড়ি কোথায় রে তোর? খুব চেনা লাগছে তোকে রে!' প্রশ্নের উত্তরে একগাল হেসে সে উত্তর দেয়, 'আমার দিদিকে মনে নাই তোমার? সুচন্দ্রা...'

'আরে! তাই বল! কী করছে এখন ও?'

সুদক্ষিণার মাথা নীচু। জানা গেল, ছয় মাসের বাচ্চা সহ উনিশ বছরের সুচন্দ্রা এখন বাপের বাড়িতে। একই গল্প। তার তথাকথিত স্বামীটির আর কোনও খোঁজ নেই। মনে পড়ে গেল, সুচন্দ্রার হাতের আলপনা, সব অনুষ্ঠানে বা ক্লাসে ঝলমলে হাসিমাখা মুখখানা।

আতঙ্কিত বোধ করি মাঝে মাঝে। করোনা মহামারি পরবর্তী সময়ে স্কুল পড়ুয়াদের হাতে হাতে মোবাইল যেমন সহজ হয়ে উঠল, তেমনই সহজতর হল প্রেমের ফাঁদে বা অন্য প্রলোভনের হাতছানিতে মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেদের আপডেট করার সুযোগ নেই যেসব অভিভাবকের, সন্তানরা তাঁদের একপ্রকার বুঝিয়ে দেয় যে, মোবাইল ছাড়া পড়াশোনা সম্ভব নয়।

বাড়িতে একটিমাত্র মোবাইল সুলভ- এমন পরিবারেও এক-দুই ঘণ্টার জন্য তা হাতে পেয়ে অবলীলায় নাম ও বয়স ভাঁড়িয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে নিজেদের সচল রাখা এইসব ছেলেমেয়ের কাছে কোনও কঠিন বিষয়ই নয়। বহু মা-বাবা বিপন্ন মুখে স্কুলে এসে খোঁজ নেন, সত্যিই কি স্কুলে মোবাইল আনতে বলা হয়েছে বা মোবাইলে বাড়ির পড়া দেওয়া হয়?

জীবনযুদ্ধে হা ক্লান্ত মা-বাবা ভয় পান সন্তানের পিছিয়ে পড়ার। স্কুল থেকে নোটিশ দিয়ে বাড়িতে ফোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জানানো হলেও তা সই করিয়ে আনার জন্য অনেক সময় অভিভাবক অবধি যায় না। সেইসব মেয়েই সহজ টার্গেট হয়ে যায় প্রতারণাচক্রের। কন্যাশ্রী ক্লাব তৈরি করে সচেতনতা বৃদ্ধির হাজার উদ্যোগের পরেও ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে।

মাঝে মাঝে সংবাদমাধ্যমে পাচার হতে বসা নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এলে আতঙ্ক বাড়ে। নিরুদ্দিষ্ট সব মেয়ের খোঁজ হয়তো প্রশাসনের কাছে পৌঁছায় না। কারণ, বাড়ি থেকেও অনেক সময় সেখবর গোপন করা হয়। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত মেয়েদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সবসময় সুখকর নয়। বরং অনেক সময় তথ্য গোপনের তাগিদে তাঁরা বিরক্ত হন, ভুল সংবাদ দিয়ে বিভ্রান্ত করেন। দেখা করতে চাইলে 'এই তো সামনের সপ্তাহে আসবে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে' জাতীয় কথা বলেন।

প্রেমের ফাঁদে পড়ে মেয়েদের ঘরছাড়ার ঘটনা শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে সুখকর তো নয়ই, বরং ভয়ানক পরিণতির দিকে যায়। তার ওপর আছে কাজের লোভ দেখানোর চক্র। চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় এর রমরমার কথা বেশি আলোচিত হলেও গ্রামে-গঞ্জে, মফসসলে বা খাস শহরাঞ্চলে এর শিকার যে হতে হয় না- এমনটা নয়।

নানা ভুয়ো সংস্থা, বিভিন্ন গজিয়ে ওঠা অনলাইন চ্যানেল আর ইদানীং ভিডিও-ফোটোশুটের ট্রেন্ডে গ্ল্যামারাস জগতের হাতছানির লোভ বিপথে নিয়ে যাওয়ার আরও একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে বহু নাবালিকার জীবনে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক বা তথাকথিত প্রিভিলেজড অর্থাৎ নানা সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের অপরিণত নাবালিকারাও নানারকম প্রলোভনের শিকার হয়ে পা ফেলছে এই ভুল বৃত্তে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এক-দুটি মিডিয়ায় হইচই ফেললে টনক নড়ে হয়তো। স্কুলে স্কুলে সেমিনার, ওয়ার্কশপ আর পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষকদের আরও আরও জুড়ে থাকা কিছুটা হলেও সচেতন করতে পারে বটে। তবে সমাজমাধ্যমের সঠিক ও সুস্থ ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত সমাজ বা অভিভাবক তথা শিক্ষকদের নিজেদের সীমা ও মাত্রাও যেন 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়'-এর অনুসারী হয়। এটাও মাথায় রাখা কর্তব্য।

লেখক ঃ খাগড়াবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

কমলাসুন্দরীর প্রেমে 'স্বপ্নভঙ্গের' আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

তাঁর মতে, 'এভাবে তো আমাদের পাহাড়ের বদনাম হয়। দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর স্বার্থেই অবিলম্বে ফাটকা কারবার বন্ধ হওয়া উচিত।'

সেবকে রাস্তার দু'পাশে অগুনতি দোকান বসতে দেখা যায়। সেবক রেলগেটেও কয়েকজন ফেরিওয়ালা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে কমলালেবু ভরে দার্জিলিংয়ের বলে বিক্রি করেন। তারপর থেকে কালিঝোরা, সিটং মোড়, লোহাপুল, তিস্তাভ্যালি এবং রম্ভি হয়ে তিস্তাবাজার পর্যন্ত পথের দু'ধারে কয়েকশো মহিলা একইভাবে কারবার চালান। ১০টি করে কমলালেবুর প্যাকেট আকার অনুযায়ী ২০০ থেকে ৩০০ টাকা করে দর হাঁকেন।

সুমেধা থাপা নামে একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই প্রথমে জোর দিয়ে সেদিন বললেন, 'এগুলো দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। সকালে পেড়ে এনেছি।'

- দার্জিলিংয়ের কোন জায়গার?

- সিটংয়ের।

- কিন্তু দেখে বা গন্ধে তো তেমন মনে হচ্ছে না।

সাংবাদিক পরিচয় দিতেই আর কোনও জবাব এল না।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে তিস্তাভ্যালি চা বাগানে ওঠার মোড়ে অন্তত ২৫-৩০ জন মহিলা বিক্রেতার দেখা মিলল। বীথিকা নামে একজন বলছিলেন, 'এগুলো নাগপুর, নাসিকের কমলালেবু। সঙ্গে দু'চারটি করে সিটং, লাটপাঞ্চার আর তিস্তাভ্যালির কমলালেবুও রয়েছে। আমরা দার্জিলিংয়ের কমলালেবু হিসেবে বিক্রি করি।'

কেন মিথ্যের আশ্রয় নিতে হচ্ছে?

বীথিকার ব্যাখ্যায়, 'দার্জিলিং, সিটংয়ের কমলালেবুর প্রচুর দাম। অত টাকা দিয়ে রাস্তার পাশের দোকান থেকে কেউই কিনবে না। আমরা দু'পয়সা রোজগারের জন্য শিলিগুড়ির বাজার থেকে নাসিক, নাগপুরের কমলালেবু কিনে এনে বিক্রি করছি।'

শিলিগুড়ির খুচরো বাজারে নাগপুরের কমলালেবু ৭০-৮০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে। এক কেজিতে ৭-৮টি করে ওঠে। সেগুলো পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ১০টি করে একটি প্যাকেট বানিয়ে ২০০ থেকে ৩০০ টাকায় 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবু' পরিচয়ে বিক্রি করা হচ্ছে।

উপায় কি নেই সঠিকটি চিনে নেওয়ার?

অভিজ্ঞ ক্রেতারা বলছেন, চোখ-নাক খোলা রেখে কিনতে হবে। সাধারণত, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। দুই মেরু পৃথিবীর মতো চ্যাপ্টা। রং 'পারফেক্ট' কমলা। এর খোসা পাতলা আর মসৃণ। কিন্তু, ভিনরাজ্যের কমলালেবুর খোসা হয় অনেক বেশি খসখসে ও মোটা। নাগপুরের ফলটি গোলাকার, গায়ের রং হলুদের ওপর সবুজের ছোঁয়া। দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে খোসা ভেতরের অংশের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে না।

পাহাড়ের লেবুর মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। 'ট্যানজারিন' স্বাদে বেশ মিষ্টি, আকারে ছোট এবং খোসা পাতলা। আরও একটি আছে। আকারে একটু বড়, খোসা তুলনামূলক মোটা এবং খানিকটা লালচে ভাব বেশি। সেটিও মিষ্টি। নাম মান্দারিন। এর কোয়া ছাড়িয়ে খাওয়া যায় সহজেই। মান্দারিন, ট্যানজারিন আর অরেঞ্জ বা কমলালেবু বাইরে থেকে দেখতে প্রায় একইরকম, তবে প্রজাতি আলাদা। উৎপত্তিগত দিক থেকেও কিছু পার্থক্য রয়েছে।

অরেঞ্জের জন্ম এশিয়া মহাদেশে। অনেকের মতে, ইন্দোনেশিয়া ও চিনের দক্ষিণাঞ্চলে। সাইট্রাস সাইনেসিস প্রজাতির ফল। সাধারণত, মরশুম শুরু হয় নভেম্বর থেকে। চলে মার্চ পর্যন্ত। প্রকারভেদে রঙের তারতম্য দেখা যায়।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার গলাতেও আফসোসের সুর, 'বাজারে দার্জিলিংয়ের বলে বিক্রি হওয়া কমলালেবুর অধিকাংশই এখানকার নয়। বিষয়টি অনেকেই জানেন না। আসল-নকল চেনেন না। তার সুযোগ নেন বিক্রেতারা। বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, বিশেষত পর্যটকরা, কিনে ঠকছেন।'

অভিষেক তাণ্ডবে ছারখার বাংলা

৫২ বলে ১৪৮ রান। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে অভিষেক শর্মা। হায়দরাবাদে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : মাঠ বদলাল। খেলার সময়ও বদলেছিল। সঙ্গে বদলে গেল বাংলাও।

চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নেমে আজ পাঞ্জাবের কাছে ১১২ রানে হেরে গেল টিম বাংলা। পাঞ্জাবের ওপেনিং ব্যাটার অভিষেক শর্মার (৫২ বলে ১৪৮) তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গেল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ৮টি বাউন্ডারি ও ১৬ ছক্কায় সাজানো ইনিংসের কোনও জবাব ছিল না বাংলার ক্রিকেট সংসারে। বাংলা অধিনায়ক দলকে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ৬৬ বলে অপরাজিত ১৩০ রানের ইনিংসও খেললেন অভিমন্যু। কিন্তু পাঞ্জাবের রানের চক্রব্যূহ ভাঙার জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩১০/৫-এর বড় স্কোর করেছিল পাঞ্জাব। জবাবে ১৯৮/৯ স্কোরে থেমে যায় বাংলা। পাঞ্জাব ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্বের শীর্ষস্থানও হারালেন অভিমন্যুরা।

হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৪। হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৬। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের আগে অভিষেকের ব্যাটে রান আসছিল না। আজ তিনি রানে ফিরলেন। বলা ভালো, অভিষেকের ব্যাটে রানের বন্যায় ভেসে গেল বাংলা। ১২ বলে ৫০ রান করে টি২০ ক্রিকেটে যুগ্মভাবে তৃতীয় দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজির গড়েন অভিষেক। পরে ৩২ বলে শতরান পূর্ণ করেন। প্রভসিমরান সিংয়ের (৩৫ বলে ৭০) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ১২.৩ ওভারে ২০৫ রান তুলে ম্যাচের ভাগ্য শুরুতেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন অভিষেক। মহম্মদ সামি (৬১/১), আকাশ দীপ (৫৫/২), সক্ষম চৌধুরী (৩৫/১), শাহবাজ আহমেদ (২৭/০)-বাংলার কোনও বোলারকেই রেয়াত করেননি পাঞ্জাবের ওপেনিং ব্যাটার। সঙ্গে পেয়েছেন ভাগ্যের সাহায্যও। হাফ সেঞ্চুরির ঠিক পরেই সাকির হাবিব গান্ধি তাঁর ক্যাচ ফেলেছিলেন। আবার ব্যক্তিগত ৬০ রানের মাথায় শাহবাজের বলে অভিষেক আউট হওয়ার পর আম্পায়ার নো দেন। লাইফলাইন পাওয়ার পর আর থামানো যায়নি অভিষেককে। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'অভিষেককে আগেও দেখেছি। আজ আরও পরিণত বলে মনে হল। ও একাই দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে। দিনটা আজ আমাদের ছিল না।'

অভিষেকের ব্যাটিং তাণ্ডবে ছারখার হওয়ার পর মুস্তাক আলির গ্রুপ পর্বে বেশ চাপে পড়ে গেল বাংলা। বাকি থাকা চার ম্যাচের সবই এখন জিততে হবে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে সেই সব ম্যাচ জেতার নয়া চ্যালেঞ্জ শুরু হচ্ছে বাংলার। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, 'টি২০ ক্রিকেটের এটাই মজা। খুব দ্রুত সব বদলে যায়।'

এক বছরে ভারতীয়দের সর্বাধিক ছক্কা (টি২০-তে)

ছয়ের সংখ্যা	ব্যাটার	সাল
৯১	অভিষেক শর্মা	২০২৫
৮৭	অভিষেক শর্মা	২০২৪
৮৫	সূর্যকুমার যাদব	২০২২
৭১	সূর্যকুমার যাদব	২০২৩
৬৬	ঋষভ পন্থ	২০১৮

আইপিএল থেকে অবসর ■ কিং খানের শুভেচ্ছা

নাইটদের পাওয়ার কোচ রাসেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : জল্পনার অবসান। সঙ্গে একটা যুগেরও।

নিলামের আগে রিটেইন করা ক্রিকেটারদের তালিকায় আন্দ্রে রাসেলকে রাখেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। নাইটদের রিটেনশনের তালিকা সামনে আসার পরই দ্রে রাসকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। নিলামে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি টাকার থলি নিয়ে ক্যারিবিয়ান তারকার পিছনে দৌড়াবেন বলে মনে করা হয়েছিল।

দ্রে রাস নিজে রবিবার যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন। আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন। আবার একইসঙ্গে কেকেআরেও থেকে গেলেন। শুধু বদলে গেল ভূমিকা। ক্রিকেটার রাসেল এখন নাইটদের 'পাওয়ার কোচ'। ২০১২ সালে প্রথমবার আইপিএলের আসরে দেখা গিয়েছিল দ্রে রাসকে। সেই সময় তিনি ছিলেন দিল্লির দলে। পরে ২০১৪ সাল থেকে কেকেআরের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাসেল। দলকে বহু সাফল্য এনে দিয়েছেন। ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে অবিশ্বাস্য সব ম্যাচ জিতিয়েছেন। ১১ বছর ধরে কেকেআরের হয়ে খেলার পর রাসেল আজ জানিয়েছেন, দুনিয়ার নানা প্রান্তে বাকি সব লিগে খেললেও আইপিএলে খেলবেন না। কারণ, কেকেআরের বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নামতে পারবেন না। তাই নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর ও দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাসেল বলেছেন, 'আমি আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে বিশ্বের অন্য লিগ ও কেকেআরের বাকি দলগুলির হয়ে খেলা চালিয়ে যাব। আইপিএলে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি। প্রচুর অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু একটা সময় থামতেই হয়। এখনই কেন অবসব, এই প্রশ্নের বিচার করে এটাই সেরা সময় বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে আমি খেলতে পারব না।'

রাসেলের সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া সমাজমাধ্যমে আসার কিছু পরে কিং খান তাঁকে আগামীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শাহরুখ রাসেলের উদ্দেশ্য বলেছেন, 'অন্য কোনও জার্সি পরলে তোমায় অদ্ভুত দেখতে লাগত। মাসল রাসেল তোমায় ভালোবাসি। দলের ও সব ক্রীড়াপ্রেমীর তরফে তোমায় শুভেচ্ছা। কেকেআরে তোমার অবদান লেখা থাকবে। পাওয়ার কোচ হিসেবে তোমার নয়া অধ্যায়ের জন্য রইল শুভেচ্ছাও।'

> অন্য কোনও জার্সি পরলে তোমায় অদ্ভুত দেখতে লাগত। মাসল রাসেল তোমায় ভালোবাসি। দলের ও সব ক্রীড়াপ্রেমীর তরফে তোমায় শুভেচ্ছা। কেকেআরে তোমার অবদান লেখা থাকবে। পাওয়ার কোচ হিসেবে তোমার নয়া অধ্যায়ের জন্য রইল শুভেচ্ছাও।
>
> -শাহরুখ খান

৫২তম ওডিআই শতরানের পর রাঁচির মাঠে ভক্তের প্রণাম বিরাট কোহলিকে। রাঁচিতে রবিবার।

তিন ম্যাচ পর জয় ব্রুনোদের

লন্ডন, ৩০ নভেম্বর : এক মাসেরও বেশি সময় পর জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

গত ২৫ অক্টোবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। পরের তিন ম্যাচে দুইটি ড্র, একটা হার। রবিবার অবশেষে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ের মুখ দেখল ইউনাইটেড।

এদিন শুরুতে পিছিয়ে পড়ে রেড ডেভিলরা। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ক্রিস্টাল প্যালেসকে এগিয়ে দেন জিন-ফিলিপ মাতেতা। ৫৪ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান জোশুয়া জির্কজি। শেষ ২৪ ম্যাচে গোল পাননি এই ডাচ স্ট্রাইকার। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এভার্টনের বিপক্ষে ম্যাচে শেষবার গোল করেছিলেন। প্রায় এক বছর পর বল জালে জড়ালেন জির্কজি। ৬৩ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন ম্যাসন মাউন্ট। প্রায় ২০ গজ দূর থেকে নীচু শটে গোল করেন তিনি। চলতি প্রিমিয়ার লিগে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের এটি ষষ্ঠ জয়।

ড্র আর্সেনালের, জয়ে ফিরল লিভারপুল

অন্যদিক ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারাল লিভারপুল। দুই ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখল আর্নে স্লটের দল। এদিন ৬০ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আলেকজান্ডার ইসাক। ৮৪ মিনিট লুকাস পাকুয়েতা লাল কার্ড দেখায় শেষদিকে ১০ জনে খেলতে হয় ওয়েস্ট হ্যামকে। সংযুক্তি সময় লিভারপুলের দ্বিতীয় গোলটি করেন কোডি গাকপো।

রবিবার লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালকে নিজেদের ঘরের মাঠে আটকে দিল চেলসি। ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র হওয়ার পরও এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছে গানার্সরা। ১৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩০। ট্রেভহ চালোভার গোলে ৪৮ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল চেলসি। এর ১০ মিনিট আগেই চেলসির মিডফিল্ডার মোইসেস কাইসেদো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ৫৯ মিনিটে খেলায় সমতা আর্সেনালের মিকেল মেরিনো।

রানার্স শ্রীকান্ত

খেতাবরক্ষা গায়ত্রী-তৃষার

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ-তৃষা জলি। প্রতিযোগিতায় খেতাবরক্ষার লড়াইয়ে নেমে তাঁরা প্রথম গেম ১৭-২১ পয়েন্টে হেরে পিছিয়ে পড়েন। রবিবার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই ভারতীয় জুটির বিরুদ্ধে প্রথম পয়েন্টেই ৪৯ শটের র‍্যালিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন জাপানের কাহো ওসাওয়া-মাই তানাবে। পরবর্তীতে প্রথম গেম হারের ধাক্কা সামলে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের লড়াইয়ে গায়ত্রী-তৃষা ১৭-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৫ পয়েন্টে জয়লাভ করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ঘুরে দাঁড়িয়েও সফল হননি কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ফাইনালে হংকংয়ের জেসন গুনাওয়ানের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম গেম হেরে যান ১৬-২১ পয়েন্টে। এরপর দ্বিতীয় গেম ২১-৮ পয়েন্টে জিতলেও নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে ২০-২২ পয়েন্টে শ্রীকান্ত হেরে যান।

শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের স্টাইলে 'আই ব্ল্যাক' পরে অনুশীলনে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ। শোনা যাচ্ছে, ব্রিসবেনে গোলাপি বলের টেস্টে এই ভাবেই ব্যাটিং করতে নামবেন তিনি।

আজলান শা-য় রানার্স ভারত

ইপো, ৩০ নভেম্বর : ১৫ বছরের অপেক্ষা মিটল না। সুলতান আজলান শা কাপ হকির ফাইনালে উঠেও বেলজিয়ামের কাছে ০-১ গোলে হেরে ফিরতে হল ভারতীয় দলকে। ৩৪ মিনিটে ফিল্ড গেম থেকে থিবো স্টকব্রোয়েক্স গোল করেন। বেলজিয়াম অপরাজিত থেকেই আজলান শা-য় চ্যাম্পিয়ন হল। প্রতিযোগিতায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে তারা জিতেছিল ৩-২ গোলে। ক্রেগ ফুলটনের ছেলেরা ফাইনালে তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি।

চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডায়মন্ড হারবার। ফাইনালে তারা ৭-০ গোলে হারিয়েছে ইনকাম ট্যাক্সকে। ম্যাচে ডায়মন্ডের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন থারপুইয়া। অপর গোলগুলি করেন ব্রাইট এনুবাখারে, ক্লেইটন, জবি জাস্টিন ও অ্যান্টোনিও।

ঈশানের শতরানে জয় ঝাড়খণ্ডের

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ১৫ বলে ৪৩ রানের পথে সঞ্জু স্যামসন।

আহমেদাবাদ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ত্রিপুরাকে ৮ উইকেটে হারাল ঝাড়খণ্ড। সৌজন্যে ঈশান কিষানের অনবদ্য শতরান।

রবিবার টসে জিতে ত্রিপুরাকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় ঝাড়খণ্ড। ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে ত্রিপুরা। দলের হয়ে সর্বাধিক ৫৯ রান করেন বিজয় শংকর। জবাবে ঝাড়খণ্ড ১৭.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে নেয়। অধিনায়ক ঈশান ৪৫ বলে সেঞ্চুরি করেন। শেষ পর্যন্ত ১১৩ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

মুস্তাক আলির অপর ম্যাচে কেরল ৮ উইকেটে হারিয়েছে ছত্তিশগড়কে। টসে হেরে ১২০ রানে গুটিয়ে যায় ছত্তিশগড়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১০.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয় কেরল। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ১৫ বলে ৪৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেন।

এদিকে, দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত আয়ুষ মাত্রের। বিদর্ভের পর এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে শতরান করলেন তিনি। আয়ুষের সেঞ্চুরির সুবাদে মুম্বই ৯ উইকেটে হারাল অন্ধ্রপ্রদেশকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে অন্ধ্রপ্রদেশ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৫.২ ওভারে ১ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয় মুম্বই। ১৮ বছরের আয়ুষ ৫৯ বলে ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন। সূর্যকুমার যাদবের অবদান অপরাজিত ৩১।

অন্য ম্যাচে দিল্লি ১০ রানে হারিয়েছে সৌরাষ্ট্রকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ২০৭ রান সংগ্রহ করে দিল্লি। অধিনায়ক নীতীশ রানা ৭৬ রান করেন। জবাবে সৌরাষ্ট্র ৫ উইকেটে ১৯৭ রানের বেশি করতে পারেনি। পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ৫ উইকেটে হেরেছে চণ্ডীগড়ের কাছে। প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৩৭ রানের বেশি করতে পারেনি তারা। ব্যর্থ অধিনায়ক পৃথ্বী শ (৯)। জবাবে মনন ভোরার ৭২ রানের সুবাদে ২ বল বাকি থাকতে জয় তুলে নেয় চণ্ডীগড়।

এশিয়ান কাপে ভারত

আহমেদাবাদ, ৩০ নভেম্বর : বড়রা যা পারেনি সেটাই করে দেখাল ছোটরা। ইরানকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ভারত। শক্তিশালী ইরানকে ২-১ গোলে হারাল অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় ফুটবল দল।

হারাল ইরানকে

লক্ষ্যপূরণ করে উচ্ছ্বাস অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় ফুটবলারদের। আহমেদাবাদে।

রবিবার আহমেদাবাদের একা এরিনায় ১৯ মিনিটে এক গোলে পিছিয়ে পড়ে ভারত। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করে দাল্লালমুওন গাংতে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে বিবিয়ানোর ভারতকে এগিয়ে দেয় গুনলেইবা ওয়াংখেইরাকপাম। ওই গোলেই জয় নিশ্চিত করে জুনিয়ার ব্লু টাইগাররা। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ শীর্ষে থেকে ২০২৬ যুব এশিয়ান কাপে খেলার টিকিট নিশ্চিত করল ভারত।

১৯৫৯ সালে চুনী গোস্বামী, ইউসুফ খান, তুলসীদাস বলরামদের গোলে শেষবার ইরানকে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে হারিয়েছিল ভারতীয় ফুটবল দল। তারপর সিনিয়ার দল তো বটেই বয়সভিত্তিক পর্যায়েও কখনও ইরানকে হারাতে পারেনি ভারতের কোনও পুরুষ ফুটবল দল। স্বাভাবিকভাবেই বিবিয়ানোর ছেলেদের এই জয় বড় কৃতিত্বের।

ক্রোয়েশিয়ার কাছে লড়ে হার ভারতের

চেংদু, ৩০ নভেম্বর : টেবিল টেনিসে মিক্সড টিম বিশ্বকাপের প্রথম দিনেই ক্রোয়েশিয়ার কাছে ৮-৬ ফলে হার দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ভারত। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, যারা প্রথম আটটি গেম জিততে পারবে তারাই ম্যাচে জয়লাভ করবে।

রবিবার মিক্সড ডাবলসে দিয়া চিতালে-সাথিয়ান গণশেখরণ ক্রোয়েশিয়ার ইভর বান ও হানা আপ্রাভিকের কাছে তিনটি গেমের মধ্যে দুটিতে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলসে অভিজ্ঞ মণিকা বাত্রা ক্রোয়েশিয়ার লিয়া রাকোভাকের কাছে একইভাবে দুইটি গেম হারেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর তিনটি গেমেই তোমিস্লাভ পুকারের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

মহিলাদের ডাবলসে দিয়া-যজ্ঞসেনী অবশ্য লিয়া রাকোভাক-মাতেজা জেগারের বিরুদ্ধে তিনটি গেম জিতে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখেন। পুরুষদের ডাবলসে সাথিয়ান-আকাশ পাল প্রথম গেম জিতলেও দ্বিতীয় গেমে পরাজিত হওয়ায় ওখানেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়।

টেবিল টেনিস মিক্সড টিম বিশ্বকাপের ভারতীয় দলের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী। চিনের চেংদুতে।

অ্যাসিস্টে পুসকাসকে টেক্কা মেসির

ফ্লোরিডা, ৩০ নভেম্বর : ইস্টার্ন কনফারেন্সে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে মেজর লিগ সকারের কাপ ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করল ইন্টার মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনাল ম্যাচে অবশ্য গোল পেলেন না লিওনেল মেসি। জয়ের নায়ক অন্য এক আর্জেন্টাইন। ২৬ বছরের তাদেও আলান্দের দুরন্ত হ্যাটট্রিকে ভর করে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ৫-১ গোলে হারাল মায়ামির ক্লাবটি।

ম্যাচ শুরুর দিকে এক সতীর্থকে ফাউল করায় মেজাজ হারান মেসি। অবশ্য দ্রুত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেন। ১৪ মিনিটে রডরিগো ডি পলের পাস থেকে মায়ামিকে এগিয়ে দেন আলান্দে। ২৩ মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়ান তিনি। ৩৭ মিনিটে একটি গোল শোধ করে নিউ ইয়র্ক সিটি। ৬৭ মিনিটে ৩-১ করেন মায়ামির মাতেও সিলভেত্তি। এই গোলে অবদান রাখলেন মেসি। সেই সুবাদে কেরিয়ারে তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা দাঁড়াল ৪০৫। ফেরেঙ্ক পুসকাসের ৪০৪টি অ্যাসিস্টের রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। ৮৩ মিনিটে মায়ামির চতুর্থ গোল তেলাস্কো সেগোভিয়ার। শেষলগ্নে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন আলান্দে।

মেজর লিগ সকারে প্রথমবার এই খেতাব জিতল ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাব। ৭ ডিসেম্বর কাপ ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ পশ্চিমাঞ্চলের দল ভ্যাঙ্কুভার সিটি।

৭ উইকেট ইপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার অগ্রগামী সংঘ ১২৩ রানে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে হেরে অগ্রগামী ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩৭ রান তোলে। রনি মিত্র ৭৩ রান করেন। ঋষভ আগরওয়ালের অবদান ৩৬ রান। অঙ্কিত সিং ৩৫ ও আশিস প্রসাদ ৫৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বাঘা যতীন ২৯.১ ওভারে ১১৪ রানে সব উইকেট হারায়। বসন্ত ছেত্রী ৪১ ও সুরজ রায় ২১ রান করেন। ম্যাচের সেরা ইপু সাহা ৪৩ রানে ফেলে দেন ৭ উইকেট। সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও সরোজিনী সংঘ। সিয়াম কলেজের মাঠে কিশোর সংঘের মুখোমুখি হবে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

অন্যদিকে, কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে তরাই স্কুল মাঠে খেলবে উল্কা ক্লাব ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে ইপু সাহা।

খেলো ইন্ডিয়ায় এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে পুরুষদের টেবিল টেনিসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) শুরুটা ভালো হল না। যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় তারা ৩-২ ব্যবধানে গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হেরে গিয়েছে। সোমবার এনবিইউ দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে লুধিয়ানার সিটি ইউনিভার্সিটির। ৪ দলের গ্রুপে তারা রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুইটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাবে। এনবিইউয়ের টিম ম্যানেজার শান্তনু বসু বলেছেন, 'ইস্ট জোন ইউনিভার্সিটি গেমসে চতুর্থ হওয়ায় আমরা এই প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছি। দলে রয়েছে- মনোরূপ ঘোষ, সুমিত ঘোষ, বিনীত প্রধান, সপ্তার্ষ চক্রবর্তী ও রৌনক তিওয়ারি। কোচ দুলাল গোস্বামী।'

তরুণ তীর্থকে হারাল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রবিবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৩-১ গোলে হারিয়েছে তরুণ তীর্থকে। ৩১ মিনিটে মুকেশ তিমাংয়ের গোলে এগিয়ে যায় উল্কা। টেন্ডন লেপচা ব্যবধান বাড়ান ৫৪ মিনিটে। ৫৭ মিনিটে তরুণের একটি গোল শোধ করেন অমিত রায়। লাইওয়াং বোহেমের গোলে জয় নিশ্চিত হয় উল্কার। ম্যাচের সেরা হয়ে টেন্ডন পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। সোমবার নামবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

ম্যাচের সেরা টেন্ডন লেপচা।

মাহির শহরে অক্সিজেন জোগালেন কোহলি

ভারত-৩৪৯/৮
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩৩২
(ভারত ১৭ রানে জয়ী)

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর : পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

চ্যাম্পিয়নরা জানে জবাব কীভাবে দিতে হয়। চাপ যত বেশি, তত ব্যাট চওড়া। সাফল্যের খিদে, নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার তাগিদ। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর সাক্ষী থাকল তেমনই এক বিরাট-কাহিনীর।

রোহিত-শোয়ের প্রার্থনাও পূরণ। যশস্বী জয়সওয়াল দ্রুত ফেরার পর একটাই স্লোগান-'রোক সকো তো রোক লো'। টেস্ট সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের নিয়ে ছেলেখেলা করা মার্কো জানসেনরা চেষ্টা করেও যা থামাতে পারেননি।

রোহিত শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে পয়মন্ত রাঁচিতে (৭৭, ১৩৯, ৪৫, ১২৩, ১৩৫, গড় ১৭৩) সাফল্যের বুনিয়াদ গড়ে দেন বিরাট কোহলি। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, ছড়ি ঘোরালেন বোলারদের ওপর। বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫২তম সেঞ্চুরির পর আকাশের দিকে লম্বা লাফ। সেলিব্রেশনে নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার আগ্রাসন।

অর্ধশতরানের পর রোহিত শর্মা। রাঁচিতে রবিবার।

হেলমেট খুলে চুম্বন গলায় ঝোলানো এনগেজমেন্ট রিংয়েও। ছিল ভক্তের প্রণামও। আবেগের কাছে ছোট পড়ে গেল কানায় কানায় ভর্তি রাঁচি স্টেডিয়ামের উঁচু প্রাচীর। নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ফাঁকি দিয়ে সোজা কোহলির পায়ে!

নির্ভেজাল কোহলি-আবেগ। ১২০ বলে ১৩৫ নান্দনিক ইনিংসে বোঝালেন বিরাটরা সহজে ফুরিয়ে যায় না। বার্তাটা বোধহয় হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকেও। একইসঙ্গে জয়ের মঞ্চ গড়ে অক্সিজেন জোগানো টেস্ট ভরাডুবিতে চাপে থাকা দলকে।

রোহিত (৫৭), জুটিতে 'রোকো'-র টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি (১৩৬) ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দেয়। লোকেশ রাহুল (৬০), রবীন্দ্র জাদেজা (৩২) যে টেম্পোটা বজায় রেখে দলকে ৩৪৯/৮ স্কোরে পৌঁছে দেন।

দেশের বাইরে এত রান করে কখনও জেতেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। দুরন্ত লড়াই, নাছোড় মানসিকতার পরও এদিন যা বদলাতে পারেননি মার্কো জানসেন, করবিন বশরা। ১১/৩ থেকে দলকে ৩৩২-এ পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি। রক্তচাপ বাড়ানো দ্বৈরথে শেষপর্যন্ত বাজিমাত ভারতেরই। ট্র্যাজিক নায়ক নয়, দলকে জিতিয়ে নায়ক হয়েই ফেরা বিরাটের।

অথচ, নতুন বলে শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিলেন হর্ষিত রানা (৬৫/৩), অর্শদীপ সিং (৬৪/২)। দ্বিতীয় ওভারে রায়ান রিকেলটন ও কুইন্টন ডি কককে হর্ষিতের ঝোলায়। দুইজনের কেউ রানের খাতা খুলতে পারেননি। চাপ বাড়িয়ে অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে (৭) ফেরান অর্শদীপ।

৪.৪ ওভারেই ১১/৩। চতুর্থ উইকেটও চলে আসার কথা। টনি ডি জর্জির স্টাম্পিং মিস করেন লোকেশ (রিজার্ভ বেঞ্চে ঋষভ)। শেষপর্যন্ত নিজের প্রথম ওভারে রিভিউ নিয়ে জর্জিকে (৩৯) ফেরান কুলদীপ যাদব (৬৮/৪)। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের (৩৭) অন্যরকম কিছু করার চেষ্টায় ইতি টানেন হর্ষিত।

১৩০/৫। একপেশে জয়ের স্ক্রিপ্টের মাঝে ফের আতঙ্ক হয়ে হাজির ৭ ফুট ৮ ইঞ্চির জানসেন। চার-ছক্কায় ভারতীয় সাজঘরের ফুরফুরে মেজাজ বদলে দিয়েছিলেন। ফের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় কুলদীপ। ৩৪তম ওভারে প্রথমে জানসেন (৩৯ বলে ৭০), তারপর ম্যাথু ব্রিৎজকেকে (৭২) ফেরান।

২২৮/৭। মনে হচ্ছিল, ম্যাচ এবার ভারতের পকেটে। কিন্তু ভুল প্রমাণ করছিলেন আট নম্বরে খেলতে নামা বশ (৬৭)। একার হাতেই অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে ফেলেছিলেন। জাদেজাদের সমস্যায় ফেলছিল রাতের দিকে বাড়তে থাকা শিশির। শেষপর্যন্ত বশের 'দাদাগিরি' থামিয়ে, ৩৩২ রানে প্রতিপক্ষকে আটকে দিয়ে ১৭ রানে জয়। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া।

শুরুটা হয়েছিল ভারতের একটানা ১৯ ওডিআই ম্যাচে টসে হার দিয়ে! মার্করাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। রোকোর দাপটে যা বুমেরাং। যশস্বী (১৮) অবশ্য ওডিআই প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হাতছাড়া করেন। আসলে ক্রিকেট দেবতা 'রোকো'-র জন্য অন্যরকম স্ক্রিপ্ট লিখে রেখেছিলেন।

সিডনিতে যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ রাঁচিতে সেখান থেকেই শুরু 'রোকো'-র (জুটিতে ১৩৬)। আজ খুচরো রানের সঙ্গে বিগহিটের মিশেল ঘটালেন বিরাট। রোহিত যেখানে ইনিংস সাজালেন হিটম্যানসুলভ মেজাজে। যার সুবাদে ওডিআই ক্রিকেটে সর্বাধিক ৩৫২ ছক্কা (২৭৭ ম্যাচে) পিছনে দিলেন শাহিদ আফ্রিদিকে (৩৯৮ ম্যাচে ৩৫১)।

খেলার বিপরীতে আউট রোহিত। নীচু হওয়া বলে পুল করতে গিয়ে মিস করেন লেগবিফোর। বিরাটের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর রিভিউয়ের পথে হাঁটেননি রোহিত (৫৭)। বাকি সময়ে বিরাট শো। ২৮০ দিন পর শতরান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আজ মহেন্দ্র সিং ধোনির ঘরের মাঠে।

৫২নম্বর ওডিআই শতরানে এক ফরম্যাটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির শচীন তেন্ডুলকারের বিশ্বরেকর্ডকেও পিছনে ফেললেন। সবমিলিয়ে ৮৩ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরান। নার্ভাস নাইন্টিজে কিছুটা অস্বস্তি বাদ দিলে (রোহিতকে দেখা গেল সাজঘরের ব্যালকনিতে বসে মাথা ঠান্ডা রাখতে ইশারা করছেন) একবল্গা দাপট।

বিরাট-মৌতাতের মাঝে রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৮) কিন্তু দীর্ঘদিন পর টিম ইন্ডিয়ায় ফেরার মঞ্চ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। দুরন্ত ক্যাচে কৃতিত্ব প্রাপ্য ব্রেভিসেরও। কিছুটা ক্লান্তির কাছে শেষপর্যন্ত থামে বিরাটের রেকর্ড ইনিংস। শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে দেখালেও বিরাট ফেরার পর দলকে টানলেন লোকেশ-জাদেজা। প্রচেষ্টার ফল ৩৪৯/৮। শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়েও যে গণ্ডি পেরোতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।

ওডিআইয়ে সর্বাধিক ছক্কা

ব্যাটার	ছয়ের সংখ্যা	ম্যাচ	রান
রোহিত শর্মা	৩৫২	২৭৭	১১৪২৭
শাহিদ আফ্রিদি	৩৫১	৩৯৮	৬৮৯২
ক্রিস গেইল	৩৩১	৩০১	১০৪৮০
সনৎ জয়সূর্য	২৭০	৪৪৫	১৩৪৩০
মহেন্দ্র সিং ধোনি	২২৯	৩৫০	১০৭৭৩

বিরাট রোশনাইয়ে মুগ্ধ বীরু-শাস্ত্রীরা

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর : বিরাট আবার দেখিয়ে দিল ওর কাছে রান করা ততটাই সহজ, যতটা চা তৈরি করা। বক্তার নাম বীরেন্দ্র শেহবাগ।

সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিল বিরাট। ওকে নিয়ে বেশি আলোচনা না করে খেলতে দিন ওকে। ক্রিকেট এখনও বাকি রয়েছে কোহলির মধ্যে। বক্তার নাম রবি শাস্ত্রী।

অসাধারণ ব্যাটিং। দুর্দান্ত ইনিংস। একদিনের ক্রিকেটে ৫২ নম্বর শতরান করে ফেলল ও। আগের মতোই জোশ ও রানের খিদে দেখতে পেলাম ওর মধ্যে। বক্তার নাম শিখর ধাওয়ান।

ভারতীয়দের মধ্যে জুটিতে সর্বাধিক ম্যাচ

জুটি	ম্যাচের সংখ্যা
বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা	৩৯২
শচীন তেন্ডুলকার-রাহুল দ্রাবিড়	৩৯১
রাহুল দ্রাবিড়-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬৯
শচীন তেন্ডুলকার-অনিল কুম্বলে	৩৬৭
শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪১

কেউ প্রাক্তন সতীর্থ। কেউ আবার প্রাক্তন কোচ। মহেন্দ্র সিং ধোনির মহল্লায় বিরাট রোশনাইয়ে মুগ্ধ সকলেই। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠ কোহলির 'পয়া।' অতীতেও এই মাঠে রান করেছেন। আজও করলেন। এমন একটা সময় আজ তাঁর ব্যাট থেকে একদিনের ক্রিকেটের ৫২ নম্বর, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৮৩ নম্বর শতরানটা এল, যখন বিরাট কোহলির একদিনের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। শুধু কোহলি কেন, রোহিত শর্মাকে নিয়েও তো একই ছবি। 'রোকো' জুটি আজ ১০৯ বলে ১৩৬ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে হিটম্যান শতরান করেছিলেন। আজ তিনি শতরান পাননি। করলেন বিরাট। স্বাভাবিকভাবেই কোহলির সাবলীল ব্যাটিং, রানের খিদে, পরিচিত ক্রিকেটীয় ইনটেন্ট দেখে আবেগে ভাসছে ক্রিকেট সমাজ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ শাস্ত্রী সমালোচকদের মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'অসাধারণ ব্যাটিং। একদিনের ক্রিকেটে ৫২ নম্বর শতরান করে যে লাফটা দিল ও, তার মধ্যে অনেক অজানা কথা লুকিয়ে। বিরাটের সমালোচকদের বলব, আপনারা মুখ বন্ধ রাখুন। খেলতে দিন ওকে। আরও ক্রিকেট বাকি রয়েছে কোহলির মধ্যে।' শাস্ত্রীর মতোই কিংবদন্তি শেহবাগও আজ কোহলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কোহলির ইনিংস দেখে সমাজমাধ্যমে বীরু লিখেছেন, 'আজ ভি ভুখ ওহি, জুনুন ওহি। রাজা রাজার মতোই থাকে। কোহলি দেখিয়ে দিল ওর কাছে রান করা ততটাই সহজ, যতটা চা বানানো।'

রাঁচিতে বিরাট শো দেখার পর সমাজমাধ্যমে চর্চা শুরু হয়েছে কিং কোহলিকে টেস্টে ফেরানোর। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে কোহলিকে টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে ফিরে আসার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। রাতের দিকে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া পুরো বিষয়টিকে 'নেহাতই গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আগামীদিনে বিরাট, রোহিতদের ফের টেস্টের আঙিনায় দেখা যাবে কি না, পরের কথা। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন আজ সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, সবসময় সেটা সত্যি বলে ধরে নেওয়ার মানে হয় না। কিন্তু রোকোদের নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা বিসিসিআইয়ের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।'

শতরান করলেন বিরাট কোহলি। পেলেন অধিনায়ক লোকেশের আলিঙ্গন।

বিরাট রেকর্ড

৫২ ওডিআইয়ে বিরাট কোহলির শতরানের সংখ্যা। যা কোনও ফরম্যাটে একজন ব্যাটারের সর্বাধিক সেঞ্চুরি। টপকে গেলেন শচীন তেন্ডুলকারকে (টেস্টে ৫১টি শতরান)।

২৫ ঘরের মাঠে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওডিআইয়ে বিরাট ২৫টি শতরানের মাইলস্টোনে পা রাখলেন।

৬ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে সর্বাধিক ৬টি শতরান হয়ে গেল বিরাটের। ভাঙলেন শচীনের রেকর্ড (৫টি শতরান)।

২১৮ তিন ফরম্যাট মিলিয়ে বিরাটের ছক্কার সংখ্যা। পেরিয়ে গেলেন রিকি পন্টিংকে (২১৭টি)।

২০ ওডিআইয়ে বিরাট-রোহিত শর্মার শতরানের পার্টনারশিপের সংখ্যা। যা যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সর্বাধিক।

মানসিক প্রস্তুতিতেই বাজিমাত কোহলির

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর : মুম্বই ছেড়ে লন্ডন।

ব্রিটিশ রাজধানী এখন স্থায়ী ঠিকানা। দীর্ঘদিন ম্যাচ প্র্যাকটিসের বাইরে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড চাইলেও ঘরোয়া ক্রিকেটের পথে পা বাড়াননি। কোনও কিছুই অবশ্য বিরাট কোহলির ছন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি! সিডনিতে শেষ ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে অপরাজিত ছিলেন।

কয়েক মাসের ব্যবধান, বিশ্রাম কাটিয়ে ফিরলেন সেই মেজাজের পারদ আরও চড়িয়ে। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থেকেও এভাবে নিজেকে মেলে ধরা সম্ভব? ১৩৫ রানের বিরাট-শোয়ে সেই মুগ্ধতা ঝরে পড়ল। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে নিজের সাফল্যের রহস্য জানালেন।

৪ উইকেট নেওয়া কুলদীপ যাদবকে অভিনন্দন বিরাট কোহলির। উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরও।

জানসেনের উইকেট টার্নিং পয়েন্ট : কুলদীপ

দাবি, নেট অনুশীলনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানোয় বিশ্বাসী নন। তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি। লম্বা বিশ্রামে ফিটনেস চর্চার সঙ্গে সেই প্রস্তুতিতে জোর দিয়েছিলেন। ফল সবার চোখের সামনে।

রূপকথার ব্যাটিংয়ের খুশি নিয়ে বিরাট বলেছেন, 'আমি কখনও খুব বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী নই। বরাবর জোর দিয়েছি মানসিক প্রস্তুতিতে। ফিটনেস নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করি। কারণ আমি জানি, ফিটনেস সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলে সবকিছু ঠিকঠাক। ব্যাটিং ভাবনার জন্য যা আবশ্যিক।'

যশস্বী জয়সওয়াল দ্রুত ফেরার পর রোহিত শর্মার সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন বিরাট। প্রথম থেকেই ইনিংস গড়ার চেনা মেজাজ। অতীতে বারবার যার স্বাক্ষী থেকেছে রাঁচি স্টেডিয়াম। প্রিয় মাঠে বড় রানের অভ্যাস বজায় রাখা নিয়ে বিরাট বলেছেন, 'এভাবে শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে। পিচ ২০-২৫ ওভার পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল। তারপর ধীরে ধীরে মন্থর হয়েছে। আমার লক্ষ্য ছিল বল বুঝে খেলা এবং যথাসম্ভব উপভোগ করা। রাঁচির পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল। মানসিক পরিকল্পনাও ছিল, আমাকে যা সাহায্য করেছে।'

বাড়তি নেট সেশন এড়িয়ে চলা নিয়ে বিরাটের আরও যুক্তি, টাচে আছেন কি না, তা বোঝার জন্য কয়েক ওভারই যথেষ্ট। তিনশোর বেশি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। সেই অভিজ্ঞতা বুঝতে শিখিয়েছে, নিজের জন্য কোনটা সঠিক। নেটে বল ঠিকঠাক হিট করতে পারলে বুঝতে হবে ছন্দ ঠিক আছে। উলটোটা হলে, তখন লম্বা নেট সেশনে মেরামতির প্রয়োজন। শুধুমাত্র ওডিআই ফরম্যাটেই যে তিনি খেলা চালিয়ে যাবেন, সেটাও ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে এসে নিশ্চিত করে দেন কোহলি।

বিরাট যদি নায়ক হন, সহনায়কের দাবি কুলদীপ যাদব করতেই পারেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জুটি ভেঙে স্বস্তি দিয়েছেন। ম্যাচের শেষে যে খুশি নিয়ে কুলদীপ বলেছেন, 'দ্বিতীয় স্পেল শুরুর আগে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে কথা বলি। পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। আমাদের লক্ষ্য ছিল উইকেট। স্ক্র্যাম্বেল সিমটাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাক অফ লেংথে চেষ্টা চালাই। যা কাজে এসেছে।'

শিশির উপদ্রব চাপ বাড়াচ্ছিল। আউটফিল্ডে গেলেই বল ভিজে যাচ্ছিল। তার মধ্যে মার্কো জানসেন, করবিন বশের দুরন্ত ইনিংস। চাপ বাড়ছিল, মানছেন ভারতীয় রিস্ট স্পিনার। কুলদীপ আরও বলেছেন, 'দুরন্ত ইনিংস বশ, জানসেনের। মাঠের প্রতিটি প্রান্তে বল মারছিল জানসেন। ভালো বলকেও উড়িয়ে দিচ্ছিল। ওর উইকেট ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।'

'স্টপগ্যাপ' অধিনায়ক হিসেবে সফল লোকেশও। বিরাট, কুলদীপদের দাপটের মাঝে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই উচ্ছ্বাস নিয়ে লোকেশ বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন পর ওডিআই ক্রিকেট খেলছি। সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল। চাপ বাড়ছিল। শেষপর্যন্ত বোলাররা তাদের পরিকল্পনায় অনড় থেকে ম্যাচ বের করেছে।'

> আমি কখনও খুব বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী নই। বরাবর জোর দিয়েছি মানসিক প্রস্তুতিতে। ফিটনেস নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করি। কারণ আমি জানি, ফিটনেস সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলে সবকিছু ঠিকঠাক।
>
> **বিরাট কোহলি**

জয়ের ভিত গড়ে দেওয়া দুই সিনিয়ার সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। লোকেশের কথায়, রোহিত, কোহলির এরকম ইনিংস দেখা সবসময় আলাদা মজা। বোঝালেন কেন ওঁরা আজ এই উচ্চতায়। দীর্ঘদিন ধরে 'রোকো' স্পেশালের সঙ্গে পরিচিত। শুধু মাঠে নয়, বিরাটদের উপস্থিতি টেস্ট বিপর্যয়ের পর সাজঘরের গুমোট পরিবেশ বদলে দিয়েছে।